চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
গৌরবের ৬৫ তম বছর
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister
masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 13 July 2019 ■ আগরতলা, ১৩ জুলাই, ২০১৯ ইং ■ ২৭ আষাঢ় ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বৃষ্টিতে নদীগুলির জলস্ফীতি, জলমগ্ন আগরতলার রাজপথ, মুহুরী নদীতে তলিয়ে গেলেন এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই ।। ভারী বর্ষণে ত্রিপুরায় জনজীবনে বিরাট প্রভাব ফেলেছে। বিশেষ করে আগরতলার রাস্তাঘাট জলমগ্ন হয়ে পড়ায় নিত্যযাত্রীদের নাকাল হতে হয়েছে। এদিকে, নদীর চরে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে এক ব্যক্তি নিখোঁজ হয়েছেন। তাছাড়া, তেলিয়ামুড়ায় একটি শরণার্থী শিবির খোলা হয়েছে। সেখানে ১০ পরিবার আশ্রয় নিয়েছেন।

আজ সকাল থেকে ভারী বর্ষণে ত্রিপুরায় বিভিন্ন নদীর জলস্তর বাড়তে শুরু হয়েছিল। তবে, দুপুরের পর বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ায় নদীর জলস্তরও নামতে শুরু করেছে। রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা দফতরের আধিকারিক শরৎ দাস জানিয়েছেন, ধলাই এবং হাওড়া নদীর জলস্তর এখনও বিপদসীমার কাছাকাছি বইছে। তবে, ধারণা করা হচ্ছে সময় গড়িয়ে যাওয়ার সাথে সাথে জলস্তর নামতে শুরু করবে।

এদিকে, বিমানবন্দরে অবস্থিত আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আজ দিনের বেলায় শুধু আগরতলায় ১৯ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। রাতেও ২ এমএম বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। দফতরের দাবি, সারা রাজ্যে আজ বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত ৪০.৬ এমএম বৃষ্টিপাত হয়েছে। এছাড়া, এই মরশুমে এখন পর্যন্ত ৫৬৫.১ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। আগামীকালও সারা রাজ্যে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে। আবহাওয়া দফতরের দাবি অনুযায়ী, আজ বৃষ্টিপাতের সাথে ঝড়ো বাতাস বয়ে যায়নি। তাই, দুর্যোগ মারাত্মক আকার ধারণ করেনি।

অন্যদিকে, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজারে মুহুরি নদীর চরে লাকড়ি সংগ্রহে গিয়ে এক ব্যক্তি নিখোঁজ হয়েছেন। তাঁর নাম সুবীর সেন (৩৫)। খবর পেয়ে এনডিআরএফ-এর জওয়ানরা নদীতে তল্লাশি শুরু করেছেন। ধারণা করা হচ্ছে, লাকড়ি সংগ্রহে গিয়ে হয়তো তিনি পা পিছলে নদীতে পড়েন। নদীর জলস্রোত বেশি হওয়ায় তিনি তলিয়ে গিয়েছেন।

আজ ভারী বর্ষণে রাজধানী আগরতলার অধিকাংশ রাস্তা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত অনেক রাস্তার জল নামেনি। তাতে যাতায়াতে নিত্যযাত্রীদের ভোগান্তির শিকার হতে হয়েছে। জল নিকাশি ব্যবস্থায় ত্রুটির কারণে আজ কিছু রাস্তা জলমগ্ন হয়েছে, যেখানে আগে কখনও জল জমেনি।

এদিকে, রাজ্যে লাগাতর বৃষ্টিপাতে উৎপন্ন পরিস্থিতি মোকাবেলায় সমস্ত আধিকারীকদের সতর্ক করলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মুখ্যসচিব ও প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারীকদের মাধ্যমে তিনি পরিস্থিতির উপর নজর রেখে চলেছেন। মুখ্যমন্ত্রী আজ মুখ্যসচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলুকে জেলা ও ব্লক স্তরে সমস্ত আধিকারীকদের সতর্ক থাকার জন্য নির্দেশ জারি করতে বলেছেন। সেই মোতাবেক মুখ্যসচিব আজ মুখ্যমন্ত্রীর সতর্ক বার্তা জেলা ও ব্লক স্তরের সমস্ত আধিকারীকদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

এদিকে, দূর্যোগ মোকাবিলা দপ্তর ক্রমগাত জেলা ও মহকুমা স্তরের শীর্ষ আধিকারীকদের সাথে লাগাতর বৃষ্টির কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখছে এবং দূর্যোগ মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকতে বলেছে।

নগ্ন করে গাছে বেধে গৃহবধূকে নির্যাতন, ১৩ জনকে ৩ বছরের জেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই ।। ছয় বছর পর বিচার পেলেন নির্যাতিতা গৃহবধূ। শ্বশুরবাড়িতে গৃহবধূকে নগ্ন করে মারধরের ঘটনায় আজ ১৩ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে তিন বছরের কারাবাসের সাজা দিয়েছে আদালত।

২০১২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিশালগড় মহকুমার লালসিংমুড়ায় কালাপানিয়ায় দীপা নাথ কর শ্বশুরবাড়িতে মারাত্মক নির্যাতনের শিকার হন। তাঁকে প্রচণ্ড মারধরের পর নগ্ন করে গাছে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। ওই ঘটনায় ১৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন নির্যাতিতা। আজ বিশালগড়ের অতিরিক্ত সেশন জজ আদালতের বিচারক অংশুমান দেববর্মা ১৩ জনকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। ওই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত নির্যাতিতার স্বামী সমীর কর, শাশুড়ি মায়া রানি কর, ননদ রিঙ্কু কর, দেবর কাজল কর-সহ স্থানীয় ১০ জনকে আদালত তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে।

সরকার পক্ষের আইনজীবী জানিয়েছেন, নির্যাতিতা গৃহবধূর শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধি ৪৯৮(এ) ধারার তিন বছরে কারাবাসের সাজা হয়েছে। এছাড়া স্থানীয় ফিরোজ মিয়াঁ, মনোয়ারা বেগম, সুমন মিয়াঁ, কিরণ মিয়াঁ, সীমা বেগম, রাবিয়া বেগম, স্বপ্না কাবির, সামায়ণ কাবির, স্বপ্না বিবি এবং আরতি দেবনাথকে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডিবিধির ৩৪২, ৩৫২, ৩২৩, ৩৫৪ এবং ৩৫৪বি ধারায় তিন বছরের কারাবাসের সাজা হয়েছে। এই রায়ে নির্যাতিতার পরিবার এবং স্থানীয় জনগণ অত্যন্ত খুশি।

সুপ্রিম কোর্টে শুনানি পিছোল কর্নাটকে কংগ্রেস-জেডিএস সরকার সময় পেল মঙ্গলবার পর্যন্ত

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই ।। কর্ণাটকের বিদ্রোহী বিধায়কদের গণ ইস্তফা ইস্যুতে মঙ্গলবার পর্যন্ত স্থিতাবস্তা বজায় রাখার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে কর্ণাটকের বিদ্রোহী দশ বিধায়কের গণ ইস্তফা বিষয়ে শুরু হয় সওয়াল-জবাব। উল্লেখ্য, কর্ণাটকের বিদ্রোহী দশ বিধায়কের গণ ইস্তফা স্পিকার গ্রহণ না করায়, তাঁরা শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হন। এদিন আদালতে সওয়াল-জবাবের পর শীর্ষ আদালত জানিয়ে দেয়, মঙ্গলবার পর্যন্ত সময় পেল হবে এই কর্ণাটক কাণ্ড নিয়ে শুনানি। ততদিন অবধি স্থিতাবস্তা বজায় থাকবে। স্পিকারকে বিদ্রোহী বিধায়কদের ইস্তফার সিদ্ধান্ত নিতে হবে না বলেও জানিয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

এদিন সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের ভর্ৎসনার মুখে পড়েন কর্ণাটক বিধানসভার স্পিকার কেআর রমেশ কুমার। শীর্ষ আদালতের সামনে এ দিন স্পিকার বলেন, তিনি এখনও ইস্তফাপত্রগুলি ভালো করে দেখে উঠতে পারেননি। কারণ, অনেকেই তাঁর সঙ্গে বৃহস্পতিবার এসে দেখা করেছেন। এর উত্তরে বিচারকরা বলেন, স্পিকার কি মনে করেন, বিধায়কদের ইস্তফাপত্র গ্রহণ করা না করার অধিকার শুধু তাঁর আছে, আদালতের নেই। তারপরেই জানিয়ে দেওয়া হয়, মঙ্গলবার হবে এই মামলার শুনানি। রমেশ কুমারকে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে হবে না, যা সিদ্ধান্ত নেবে সুপ্রিম কোর্ট। রমেশ কুমারের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগে শীর্ষ আদালতে একটি পিটিশনও দায়ের করেন ওই বিদ্রোহী বিধায়করা। তাতে দাবি করেন, ইস্তফা দিতে গেলে তাঁদের সঙ্গে চরম দুর্ব্যবহার করেন রমেশ কুমার। রীতিমতো হুমকি দেন। এমনকি তাঁদের ইস্তফাপত্রের উপরই বসে পড়েন তিনি। এ দিন তাঁদের সেই আবেদনটিরও শুনানি হওয়ার কথা শীর্ষ আদালতে।

গত শনিবার থেকে দফায় দফায় কর্ণাটকের মোট ১৮ জন বিধায়ক ইস্তফা দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১৬ জন শাসক কংগ্রেস ও জেডি এস জোটের সদস্য ছিলেন। বাকি দু'জন নির্দল বিধায়ক। গত শনিবারই বিদ্রোহী কয়েকজন বিধায়ককে চ্যাটার্ড প্লেনে মুম্বই উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে এক পাঁচ তারা হোটেলে তাঁরা আছেন। গত মঙ্গলবার স্পিকার আটজনের ইস্তফাপত্র নাকচ করে দেন। তাঁর বক্তব্য, সেগুলি যথাযথভাবে লেখা হয়নি। বিদ্রোহী বিধায়কদের তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেন। তাঁর কথায়, শুধু চিঠি দিলেই যদি কাজ হয়ে যেত, তাহলে আমার থাকার কোনও দরকারই পড়ত না। তিনি বলেন, এই কাজে সময় লাগবে, তিনি তো আর আলোর গতিতে কাজ করতে পারবেন না। এমনকী বিধায়করা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলে মিডিয়ার সামনে স্পিকার তাঁদের 'গো টু হেল' বলেন।

বিদ্রোহীদের অভিযোগ ছিল, স্পিকার ইচ্ছা করে ইস্তফা নিতে চাইছেন না। কারণ তিনি শাসক জোটকে আরও কিছুদিন টিকে থাকার সুযোগ দিতে চান। তাঁরা পুলিশকে চিঠি লিখে বলেন, হোটেলের চারদিকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হোক। কারণ কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী এইচ ডি কুমারস্বামী অথবা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারী বর্ষণে রাজধানী আগরতলা শহরের রাস্তাঘাট জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। শুক্রবার সকালে তোলা নিজস্ব ছবি।

বিশ্রামগঞ্জে বাল্য বিবাহ রুখল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১২ জুলাই।। শুক্রবার রাতে গোপন খবরের ভিত্তিতে বিশালগড় ডিসিএম এবং বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি পান্নালাল সেনের যৌথ অভিযানে এক নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করা হয়। ঘটনা বিশ্রামগঞ্জ থানার অধীন নলজলা বাজার সংলগ্ন এলাকায়। বিশাল সংখ্যায় পুলিশ বাহিনী নিয়ে পাত্রিপক্ষের অভিভাবকদের সাথে কথা বলে আলোচনার মাধ্যমে বুঝিয়ে পাত্রপক্ষকে ফেরত পাঠানো হয়। এলাকায় দীর্ঘক্ষণ উত্তেজনা থাকলেও পরবর্তী সময়ে ডিসিএম এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। ওসি পান্নালাল সেন এলাকার জনগণের সাথে কথা বলতে গিয়ে জানান, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের ১৪ শতাংশ আসনে অনুষ্ঠিত হবে নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই ।। রাজ্যে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৪ শতাংশ, পঞ্চায়েত সমিতি ২০ শতাংশ এবং জেলা পরিষদে ৬৯ শতাংশ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। সব মিলিয়ে ১৪ শতাংশ আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। শুক্রবার রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সচিব প্রসেনজিৎ ভট্টাচার্য-এ কথা জানিয়েছেন।

তিনি জানান, গ্রাম পঞ্চায়েতে ৬,১১১টি আসন রয়েছে। তার মধ্যে ৮৩৩টি আসনে নির্বাচন হবে। বাকি ৫,২৭৮টি আসনে বিজেপি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হবে। তেমনি পঞ্চায়েত সমিতিতে ৪১৯টি আসন রয়েছে। তার মধ্যে ৮২টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। বাকি ৩৩৭টি আসনে বিজেপি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হবে। তিনি আরও জানান, জেলা পরিষদে ১১৬টি আসন রয়েছে। তার মধ্যে ৭৯টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। অবশিষ্ট ৩৭টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজেপি জয়ী হবে।

তাঁর কথায়, ধলাই জেলায় জেলা পরিষদে নির্বাচন হবে না। কারণ, ৯-টি আসনে বিজেপি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হবে। তেমনি পঞ্চায়েত সমিতিতেও বিনা লড়াইয়ে একক আধিপত্য বিজেপির। সব আসনে বিজেপি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হবে। তবে, গ্রাম পঞ্চায়েতে ধলাই জেলায় ৩-টি আসনে লড়াই হবে।

এদিন রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সচিব জানান, মনোনয়ন প্রত্যাহারের পর গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপির ৬,১১১ জন, সিপিএম ৩০৫ জন, সিপিআই ৪ জন, কংগ্রেস ৬১১ জন, আইপিএফটি ৩৭ জন, টিপিপি ৮ জন, সিপিআইএম (এলএল) ২ জন এবং নির্দল ৯৪ জন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। তেমনি, পঞ্চায়েত সমিতিতে বিজেপি ৪১৯ জন, সিপিআইএম ৫৬ জন, সিপিআই ১ জন, কংগ্রেস ৬০ জন, আইপিএফটি ২ জন, নির্দল ২ জন, আমরা বাঙালি ২ জন এবং টিপিপি-র ২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। তাছাড়া, জেলা পরিষদে বিজেপি ১১৬ জন, সিপিআইএম ৬৭ জন, কংগ্রেস ৬৩ জন, ফরোয়ার্ড ব্লক ১ জন, নির্দল ৬ জন, আমরা বাঙালি ৪ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

তাতে দেখা যাচ্ছে, এবার ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৮৬ শতাংশ আসনে বিজেপি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হতে চলেছে। অথচ গত ৩০ সেপ্টেম্বর ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতে উপনির্বাচনে ৯৮ শতাংশ আসনে বিজেপি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছিল।

বিলোনীয়া ও সাব্রুমের আন্তর্জাতিক সীমান্তে বিধিনিষেধ আরোপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই ।। জনজীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘিত হবার আশঙ্কায় দক্ষিণ জেলার জেলাশাসক ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধি ১৯৭৩-র ১৪৪ ধারা অনুযায়ী দক্ষিণ জেলার অন্তর্গত বিলোনীয়া ও সাব্রুম মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ৫০০ মিটারের মধ্যে রাত ১০টা থেকে পরের দিন ভোর ৫টা পর্যন্ত সময়ে লোকজন এবং যানবাহন চলাচলের উপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। এই বিধিনিষেধ অনুযায়ী উল্লেখিত সময়ে চার জনের বেশি ব্যক্তির জমায়েত, দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার এবং সাবম ও বিলোনীয়ার মহকুমা শাসকের বৈধ অনুমতিপ্রাপ্ত যানবাহন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারী বর্ষণে লামডিং-বদরপুর পাহাড় লাইনে ক্ষতিগ্রস্ত ট্র্যাক, বাতিল ট্রেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই ।। ভারী বর্ষণে রেল লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাতে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কয়েকটি ট্রেন বাতিল করেছে পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে। পাশাপাশি, কিছু ট্রেনের গতিপথ পাল্টানো হয়েছে।

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক প্রণবজ্যোতি শর্মা জানিয়েছেন, ভারী বর্ষণের ফলে লামডিং-বদরপুর পাহাড় লাইনের জাটিঙ্গা লুমপুর-নিউ হারাঙ্গাজাও স্টেশনের মধ্যকার স্থানে রেলওয়ে ট্র্যাক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাঁর কথায়, রেল লাইন সারাইয়ে হাত দেওয়া হলেও অনেকটা সময়ের প্রয়োজন রয়েছে সম্পূর্ণ কাজ সমাপ্ত করে রেল লাইন ট্রেন চলাচলের উপযোগী করে তুলতে। তাই, কিছু ট্রেন বাতিল এবং কিছু ট্রেনের গতিপথ পরিবর্তন করা হয়েছে।

উদ্ভূত এই সমস্যার ফলে যাত্রীরা বিপাকে পড়েছেন। কারণ, ট্রেন বাতিলের ঘটনায় যাত্রীদের এখন বিকল্প চিন্তা করতে হবে। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিকের দেওয়া তথ্য অনুসারে, আজ শিয়ালদহ-আগরতলা কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস আংশিক বাতিল করা হয়েছে। তাতে, ওই ট্রেন লামডিং পর্যন্ত যাবে। একইভাবে, হাবিবগঞ্জ-আগরতলা স্পেশাল ট্রেনও আংশিক বাতিল করা হয়েছে। ওই ট্রেন গুয়াহাটি পর্যন্ত যাবে। পাশাপাশি, আগরতলা-হাবিবগঞ্জ স্পেশাল ট্রেন নির্ধারিত সময়ে আগরতলার বদলে গুয়াহাটি থেকে রওয়ানা দেবে।

তিনি আরও জানান, ওই ট্রেনগুলি ছাড়াও গুয়াহাটি-শিলচর প্যাসেঞ্জার, শিলচর-গুয়াহাটি প্যাসেঞ্জার এবং ত্রিবান্দ্রম-শিলচর এক্সপ্রেস আংশিক বাতিল করা হয়েছে। তাছাড়া, শিলচর-শিয়াদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস, শিলচর-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস, গুয়াহাটি-শিলচর এক্সপ্রেস, গুয়াহাটি-শিলচর প্যাসেঞ্জার, শিলচর-গুয়াহাটি প্যাসেঞ্জার বাতিল করা হয়েছে।

তিনি দাবি করেন, আংশিক বাতিল ট্রেনের যাত্রীদের জন্য নির্ধারিত স্টেশনে পানীয় জলের বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

লামডিং-শিলচর ব্রডগেজ রেলপথে ধস নামায় এই রুটে কয়েকটি ট্রেন বাতিল করেছেন উত্তরপূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ। গত এক সপ্তাহ থেকে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। যার দরুন শুক্রবার সকালে নিউহাফলং ও জাটিঙ্গা লামপুর স্টেশনের মধ্যবর্তী ১১০ কিলোমিটার নামক স্থানে পাহাড় খসে প্রায় ২০০ মিটার এলাকা জুড়ে বিশাল ধস নামে। ফলে লামডিং-শিলচর রেলপথে আজ ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ ব্যাহত হয়ে পড়ে।

এদিকে পাহাড় লাইনে ধস পতনের জেরে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ শুক্রবার বেশ কয়েকটি ট্রেনের যাত্রা বাতিল করে দিয়েছে। ৫৫৬১৫ গুয়াহাটি-শিলচর ফাস্ট প্যাসেঞ্জার ট্রেনের যাত্রা নিউহাফলং থেকে শিলচর পর্যন্ত আংশিক বাতিল করে দুপুর সাড়ে বারোটায় গুয়াহাটি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাছাড়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গোমতী নদীর উপর সেতুর এপ্রোচ বিপজ্জনক, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, অমরপুর, ১২ জুলাই ।। অমরপুর-তেলিয়ামুড়া সড়কে রাঙামাটিতে গোমতী নদীর উপর তৈরি করা পাকাসেতুর এপ্রোচটি সংস্কার না করায় বর্ষা মরশুমে যান চলাচল ও জনগনের যাতায়াতে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। অবিলম্বে রাস্তাটি সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। পূর্ত দপ্তরের উদাসীনতায় দুর্ভোগে জন সাধারণ। নিশ্চুপ অমরপুর নগর পঞ্চায়েত। দীর্ঘ ১৬ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর গত ৩ বৎসর আগে অমরপুর তেলিয়ামুড়া সড়কের রাঙামাটিস্থিত গোমতী নদীর উপর পাকা সেতুটির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছিলো। ঘটা করে এই সেতুর উদ্বোধনও করা হয়েছিলো। কিন্তু এখন পর্যন্ত এই সেতুর এপ্রোচ নির্মান করতে ব্যর্থ দপ্তর। অন্য আরো ১০টি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মধ্যে এই রাস্তাটিও একটি। এই রাস্তার উপর ভরসা সকলের। প্রতিদিনহাজত্রার হাজার গাড়ি এই রাস্তাটি দিয়ে চলাচল করে। কিন্ত এই রাস্তাটির বেহাল দশা। ব্রীজ তৈরির পর ব্রীজের পশ্চিম প্রান্তের অবস্থা বেহাল হয়ে পরে। এই রাস্তার কারণে প্রতিদিন ছোটবড় দুর্ঘটনা লেগেই রয়েছে। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে পায়ে হাটা লোকজনের যাতায়াতের ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখিন হতে হয়। জল কাদাতে পুরো রাস্তা ভরে রয়েছে। যেহেতু এই রাস্তাটি নগর পঞ্চায়েত লোকায় সেহেতু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কলেজে ভর্তি অধিকর্তাকে ডেপুটেশন দিল এআইডিএসও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই।। ৮ জুলাই রাজ্যের সকল সাধারণ ডিগ্রী কলেজের পঠন পাঠন শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও বহু ছাত্র-ছাত্রী কলেজে ভর্তি হতে পারেনি। এই সকল ছাত্র ছাত্রীরা কলেজ ও উচ্চ শিক্ষা দপ্তরে ঘুরতে ঘুরতে এক প্রকার হতাশ হয়ে পড়েছে। অথচ কলেজ কর্তৃপক্ষ কিংবা উচ্চশিক্ষা দপ্তর তেমন কোনো আশ্বাস দিচ্ছে না। তার তীব্র প্রতিবাদ জানাল অল ইন্ডিয়া ডিএসও। সকল ছাত্রছাত্রীকে কলেজে ভর্তির সুযোগ করে দেওয়ার দাবিতে শুক্রবার অল ইন্ডিয়া ডিএসও-র পক্ষ থেকে উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিস্তারকই ভরসা বিজেপির, শক্তিবৃদ্ধিতে আবারও রাজ্যে শুরু হচ্ছে অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই ।। ব্রহ্মাস্ত্র নিয়ে মাঠে নামছে বিজেপি। রাজ্যে আবারও শুরু হচ্ছে বিজেপির বিস্তারক অভিযান। মূলতঃ বিস্তারকরা দলের নীতি-আদর্শ সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তাই পঞ্চায়েত নির্বাচনকে পাখির চোখ করে বিস্তারকদের মাধ্যমেই সংগঠন আরও শক্তিশালী করতে চাইছে শাসক দল বিজেপি। শুক্রবার আগরতলায় সাংগঠনিক বৈঠকে এই বিষয়ে চর্চা করেছেন দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দরা।

প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদক রাজীব ভট্টাচার্য্যের কথায়, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে অধিকাংশ আসনেই বিজেপি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে। কিছু আসনে লড়াই হবে। কিন্তু, সমস্ত আসনেই প্রার্থীরা বাড়ি বাড়ি প্রচারে যাবেন। কারণ, এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সারা রাজ্যে মানুষের চাহিদা জেনে নেওয়ার চেষ্টা করবে বিজেপি। সেক্ষেত্রে বিস্তারকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। সাথে তিনি যোগ করেন, আজকের বৈঠকে বিজেপির সদস্যপদ সংগ্রহ অভিযান নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

শুক্রবার আগরতলায় বিজেপির সাংগঠনিক সভায় দলের নেতৃত্বদের একাংশ। ছবি নিজস্ব।

এই বিষয়ে বিজেপির প্রদেশ মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য্য জানান, সারা দেশে সদস্যপদ সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়েছে বিজেপির। সেই সাথে রাজ্যেও বিজেপির সদস্যপদ সংগ্রহ অভিযান চলছে। এবার রাজ্যে সদস্যপদ সংগ্রহে পাঁচ লক্ষ লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে সদস্যপদ সংগ্রহে কোন সমস্যা যাতে না হয় সে বিষয়ে আজ বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে অনলাইনে সদস্যপদ সংগ্রহের পাশাপাশি অফলাইনেরও ব্যবস্থা রাখা হবে। পাশাপাশি রসিদের মাধ্যমেও সদস্যপদ সংগ্রহ করা হবে। এদিন তিনি আরও জানান, রাজ্যে বিস্তারক অভিযান শুরু করতে চলেছে বিজেপি। তারা রাজ্যের সমস্ত গ্রাম, শহর এলাকা ঘুরে বেড়াবেন। দলের নীতি আদর্শ জনসাধারণের কাছে তুলে ধরবেন। পাশাপাশি, মানুষের ক্ষোভ, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ২৭০ ▫ ১৩ জুলাই ২০১৯ ইং ▫ ২৭ আষাঢ় ▫ শনিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

ভুল স্বীকারের রাজনীতি

প্রতিনিয়ত ভুল হয়। আর ভুল স্বীকার করিয়া পাড় পাইবার চেষ্টাও করা হয়। এমন অনেক ভুল আছে যেগুলি স্বীকার করিলেও পাপ স্খলন হয় না। যখন তিনি বিপদে পড়েন তখনই ভুল স্বীকারের কথা মনে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত লোকসভা নির্বাচনে ৪২ আসনের ৪২টিতে জয় হইবে বলিয়া দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করিয়াছেন। নিজের দল যে কলংকিত, কাটমানি ইত্যাদি দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত তাহা যদি ভোটের আগে শাস্তির কথা ঘোষণা করিতেন তাহা হইলে হয়তো দলের এমন বিপর্য্যয় হইত না। পশ্চিমবঙ্গে বামেরা যে কলংকের কালিমায় লিপ্ত হইয়াছিলেন তাহার চাইতে অনেক বেশী কলংকের ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেস বিদ্ধ হইয়াছিল। তাহার বিরুদ্ধে তো এতদিন ট্যু শব্দ করিতে দেখা গেল না জনতার। ভোটের ফল বাহির হইতেই নেত্রীর সম্বিত ফিরে। দলের প্রাণ শক্তি যে দলের নেতারাই বিসর্জন দিয়াছেন তাহা স্পষ্ট হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির আগ্রাসন নেত্রীর চোখের ঘুম কাড়িয়া নিয়াছে। নেত্রী বুঝিয়াছেন দম্ভ অহংকার ও দুর্নীতি দলের সর্বনাশ ঘটাইয়াছে। এই পরিস্থিতি হইতে উত্তরণ সহজ কাজ নয়। দলীয় বিধায়কদের মানুষের কাছে যাইতে বলিয়াছেন। প্রয়োজনে মানুষের কাছে ভুলের জন্য ক্ষমা চাইতে বলিয়াছেন।

রাজনৈতিক দলগুলি একের পর এক ভুলই করিয়া যায়। অনেক বড় বড় ভুল করিয়াছে সিপিআই(এম)। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে সাম্রাজ্যবাদের দালাল তেজোর কুত্তা বলিয়া গালিগালাজ করিয়াছে কমিউনিস্টরা। এই ভুল বুঝিতে ত্রিশ বছর সময় লাগিয়াছে বামেদের। কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসু বলিয়াছেন নেতাজীকে আমরা ভুল বুঝিয়াছিলাম। এক সময় কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রীর জন্য প্রস্তাব আসিয়াছিল জ্যোতিবসুর কাছে। বসু সেটি পলিটব্যুরোর প্রস্তাব অনুমোদন চাহিয়াছিলেন। কিন্তু, দলের পলিটব্যরো জ্যোতি বসুর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ নাকচ করিয়া দিল। পরে ক্ষুব্ধ জ্যোতি বসু পলিটব্যুরোর এই সিদ্ধান্তকে ঐতিহাসিক ভুল হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছেন। সিপিএম দল ভুলের জন্য সবার আগে। আর এই ভুল স্বীকার করাটাও কিন্তু অনেক বেশী উদারতার। আসলে, দল যখন বিড়ম্বনায় পড়ে তখনই দরদ উছলাইয়া উঠে। ভুল স্বীকার করিয়া পাপ স্খলন করার চেষ্টা হয়। তৃণমূল নেত্রী দলীয় বিধায়কদের পরামর্শ দিয়াছেন ভুল হইলে তাহা সরাসরি স্বীকার করিয়া নিবেন। ভুল স্বীকার করিলেই কি সব মাফ হইয়া যাইবে। আমরা বিশ্বাস করি ভুল স্বীকার করিলে ক্ষুব্ধ মানুষ অনেকটাই হাল্কা হয়। হয়তো বা ক্ষমা করিয়া দিতে পারে। কিন্তু, দগদগে ঘা যেভাবে ছড়াইয়াছে সেখানে নিরাময় প্রায় অসম্ভব।

পশ্চিমবঙ্গে এক সময় অগ্নিকন্যা হিসাবে পরিচিতা ছিলেন মমতা। মানুষ বামফ্রন্টের জগদ্দল পাথর সরাইতে উজার করিয়া ভোট দিয়াছে তৃণমূল কংগ্রেসকে। সেখানে কংগ্রেস তৃণমূল সমঝোতার ফসল হিসাবেই দেখা গিয়াছিল। কিন্তু, মমতা কংগ্রেসকে নিয়া ঘর করিতে পারিলেন না। তৃণমূলের বিপুল জয় মমতাকে আত্মকেন্দ্রীক হিসাবে গড়িয়া তুলিয়াছিল। দম্ভ অহংবোধ গ্রাস করিয়াছিল। তাহাই কাল হইয়াছে। ভাবিতে কষ্ট হইবার কথা নহে। এখনও মমতাকে এইপথে আগাইতে চেষ্টা করা হইবে। ভুল স্বীকারের এই রাজনীতি সত্যিই কি সুফল আনিবে?

অনাস্থার মুখোমুখি হতে হাইকোর্টে আইনজীবিদের পরামর্শ নিলেন সব্যসাচী দত্ত

কলকাতা, ১২ জুলাই (হি.স): অনাস্থার মুখোমুখি হতে আইনজীবিদের দ্বারস্থ সব্যসাচী দত্ত। বিধাননগর পুরসভার জট কীভাবে কাটানো যায়, তা নিয়ে হাইকোর্টের আইনজীবীদের সঙ্গে শুক্রবার আলোচনা করলেন মেয়র সব্যসাচী দত্ত। অনাস্থা মোকাবিলায় কী করা উচিত ? তা নিয়ে পরামর্শ নিতেই আইনজীবীদের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। আজ বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচনে ভোটও দেন তৃণমূল বিধায়ক সব্যসাচী দত্ত । কেননা, তিনিও পেশায় আইনজীবী । আজ বিজেপি নেতা মুকুল রায়ের সঙ্গে বৈঠকের প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান তিনি । এদিন হাইকোর্টে সব্যসাচী দত্ত বলেন, 'অনাস্থা নিয়ে আইনজীবীদের সঙ্গে পরামর্শ করছি । পরামর্শ নিতেই এসেছি হাইকোর্টে'। একাধিক বার মুকুল রায়ের সঙ্গে বৈঠক ও তৃণমূল বিরোধী মন্তব্যে সব্যসাচীর বিজেপি যোগদান নিয়ে বেশ কয়েক দিন ধরেই জল্পনা চলছে । তৃণমূল ভবনে মেয়র ফিরহাদ হাকিম ও বিধাননগরের কাউন্সিলরদের বৈঠকেও ডাকা হয়নি সব্যসাচী দত্তকে । বৃহস্পতিবার বিকেলে দলের বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক করেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সেই বৈঠকেও ছিলেন না রাজারহাট-নিউটাউনের বিধায়ক সব্যসাচী দত্ত । তবে ঘনিষ্ঠ মহলে তিনি জানিয়েছেন, দল তাঁকে যতক্ষণ না বলবে তিনি মেয়র ও বিধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাবেন। যদিও তাঁর এই বক্তব্যকে স্ববিরোধী বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল । তাঁদের মতে, সব্যসাচী একাধিকবার তৃণমূলে থাকার দাবি করেছেন। কিন্তু দলীয় স্তরে আনা অনাস্থার বিরুদ্ধে স্ট্র্যাটেজি ঠিক করতে পরামর্শ নিচ্ছেন বিজেপি নেতা মুকুল রায়ের থেকে। রাজ্য রাজনীতিতে এই ধরনের কৌশলের আশ্রয় নিতে আগে কাউকে দেখা যায়নি। ওই বৈঠকের ঠিক আগেই বিজেপি নেতা মুকুল রায়ের সঙ্গে নিজের বাড়িতে আলোচনা করেন তিনি । যদিও মুকুল রায় বৈঠক শেষে বেরিয়ে দাবি করেন, 'সব্যসাচীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম'। বিজেপিতে যোগদান নিয়ে দু জনেই প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান । সেক্ষেত্রে জটিলতা কাটাতে মুকুল রায়ও সব্যসাচী দত্তকে আইনজীবীদের পরামর্শ নেওয়ার কথা বলতে পারেন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। দল বিরোধী কাজ ও অসহযোগিতার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা এনেছেন তাঁরই দলের কাউন্সিলররা । আগামী ১৮ জুলাই হবে সেই অনাস্থার ভোটাভুটি । তবে এখন থেকেই ঘুঁটি সাজাতে শুরু করেছেন বিধাননগরের মেয়র সব্যসাচী দত্ত । সূত্রের খবর, পরবর্তী রণকৌশল ঠিক করতে ইতিমধ্যে আইনজীবীদের পরামর্শ নিচ্ছেন তিনি । আইনি পথে লড়াইয়ের কৌশল বাতলাতে নাকি হাই কোর্টের বেশ কয়েকজন আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন নিউটাউন-রাজারহাটের বিধায়ক । গত রবিবার যখন সল্টলেকের সুইমিং ক্লাবে সব্যসাচী দত্তের সঙ্গে যখন বিজেপি নেতা মুকুল রায়ের বৈঠক হচ্ছিল, সেখানেও আইনজীবীরা ছিলেন। বিধাননগর পুরনিগমের জট কাটাতে আইনি বিষয়টি যেভাবে তৃণমূল কংগ্রেস খতিয়ে দেখছে, ঠিক পাশাপাশি সব্যসাচী দত্তও আইনি খুঁটিনাটি জেনে নিচ্ছেন। সেক্ষেত্রে সব্যসাচী দত্ত মনে করলে আগে থেকেই আইনি পদক্ষেপ করতে পারেন। অর্থাৎ জটিলতা কাটাতে তিনি মামলাও করতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। তবে এখনই বিষয়টি সুনিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। আপাতত এদিন আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলার পরই পরবর্তী পদক্ষেপ করবেন বলে জানা গেছে।

সিনেমায় নামিয়ে দেওয়ার নামে প্রতারণা

কলকাতা, ১২ জুলাই (হি.স): মুম্বইতে নিয়ে গিয়ে সিনেমায় নামিয়ে দেওয়ার নামে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠল মুম্বইয়ের বাসিন্দা এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। অভিযোগ জানিয়েছেন, উত্তর কলকাতার দমদম রোডের এক মহিলা। এই বিষয়ে সিঁথি থানায় একটি অভিযোগও দায়ের করেছেন তিনি। পুলিশ জানিয়েছে, দমদম রোডের ওই মহিলা মুম্বইতে গিয়ে অভিনেত্রী হতে চেয়েছিলেন। এই নিয়ে খোঁজখবরও করছিলেন। সেসময় একটি সূত্রের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে মুম্বইয়ের আন্ধেরি ওয়েস্টের এক বাসিন্দার পরিচয় হয়। গত এপ্রিল মাসের শেষের দিকে ওই ব্যক্তি দমদম রোডের বাড়িতেও আসে। সেখানে এসে দাবি করে, সে বিভিন্ন ভাবে মুবাইয়ের সিনেমার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। ওই মহিলাকে এক নামী পরিচালকের ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ করিয়ে দেবে। কিন্তু, তার বদলে মোটা টাকা দিতে হবে। পরে অভিনয় জগতে প্রবেশ করলে ওই মহিলা অনেক বেশি টাকা পেতে পারেন বলেও লোভ দেখায়। ওই ব্যক্তির কথা মতো মহিলা ২ লাখ ৬৪ হাজার টাকা তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টেও জমা দেন। অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দেবার পরই ওই ব্যক্তি তাঁকে এড়িয়ে চলতে থাকে। কিছুদিন পর বাধ্য হয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন প্রতারিত মহিলা। এরপরই তদন্ত শুরু করে সিঁথি থানার পুলিশ। তদন্তের প্রয়োজনে কলকাতা পুলিশের টিম মুম্বইয়েও যেতে পারে বলে জানা গেছে।

২০৪০ সালে ভারত জলশূন্য দেশে পরিণত হবে

জয়া মিত্র

হাওড়া স্টেশন থেকে বেরিয়ে লঞ্চে করে শহরে ঢুকতে বারবারই ভাল লাগে, অন্তত ওই একটুখানির জন্যও তো কাছাকাছি দেখা হয় নদীর সঙ্গে, সেদিনও তাই আসছিলাম। রেলিংয়ের ধারে দাঁড়িয়ে কানে এল কচি-গলা শুধচ্ছে,

---এটা কী বাবা? কত জল!

---এটা নদী। গঙ্গা নদী।

---কত জল! এত জল কোথা থেকে আসছে বাবা?

দু'বছর আগে সুন্দরবনের সোনাখালির কাছে দাঁড়িয়ে রফিকুল বলছিল, 'মাতলার এত জল কোথায় গেল দিদি?' সত্যিই তো! এই যে এত এত নদী আমাদের দেশজুড়ে, আর নদী ভরে এত জল---সেসব তাহলে গেল কোথায়? মৌসুমী জল-বাতাসের এই দেশে ভূগোলের শুরুর সেই স্মরণাতীত কাল থেকে প্রতি বছর আকাশ থেকে কম-বেশি ঠিকঠিক পরিমাণ বৃষ্টি ঝরেই চলেছে, আর সে বিপুল ধারাজল নিজের নিয়ম অনুযায়ী নীচু দিকে গড়িয়ে চলতে চলতে বিস্তৃত ভূমির নিম্ন জায়গা দিয়ে নিজের প্রবাহপথতৈরি করেছে---মানুষ তাদের নাম দিয়েছে 'নদী'। বৃষ্টিও আছে, আছে জলের চীন দিকে গড়িয়ে যাওয়ার অভ্যাসও, ভূতলের উঁচু ---নীচুর ও যে একেবারে ঘুচে গিয়েছে, এমন নয়--- জল তাহলে গেল কোথায়? ভূ-বিজ্ঞানীরা, আবহাওয়াবিদরা, ইস্তক মার্কিন গোয়েন্দা দপ্তর আমাদের এ দেশের ভবিষ্যৎ জানাচ্ছেন, ''২০৪০ সালে ভারত 'জলশূন্য' দেশে পরিণত হবে।'' এই ৭০০ নদীর দেশ---যার অন্যতম জাতীয় সংগীতে তাকে 'সুফলা' বলার ও আগে বলা হয়েছে 'সুজলা', যার শিশুবোধ রূপকথাগুলিও শুরু হয় 'সই সাত সমুদ্দর তেরো নদীর পার' দিয়ে, এ কি সেই দেশ?নদীর জল আশে কোথা থেকে? নানা জায়গা থেকে। গঙ্গা-যমুনা-সিন্ধু ব্রহ্মপুত্রের জল যেমন শুরু হয় হিমালয়ের তুষারশিখরগুলির কোনও হিমবাহ থেকে, নর্মদা-কৃষ্ণা -কাবেরী-মহানদী, গোদাবরী এদের গোড়ায় কোন ও হিমশৈলের প্রত্যক্ষ দাক্ষিণ্য নেই, কিন্তু রয়েছে নির্দিষ্ট কুণ্ড বা উৎস, যা এই নদীতমাদের জন্মঘর বলে চিহ্নিত করা যায়। তবু কোনও নির্দিষ্ট উৎস তেকে একটি নদী সৃষ্টি হয় না। বৃষ্টির জল মাটির ওপর দিয়ে যেতে যেতে বিভিন্ন ফাটল দিয়ে, কাঁকুরে বেলে জায়গা দিয়ে, মাটির নীচে ঢুকে যায়। সমতল ভূমিতে কোথাও কোথাও প্রাকৃতিক নিম্নভূমি থাকে যেখানে দীর্ঘকাল ধরে বৃষ্টিজল জমা থাকতে থাকতে বিল/ঝিল' হাওর ইত্যাদি তৈরি হয়। এছাড়া কৃষি বা গার্হস্থ্য প্রয়োজনে মানুষ সভ্যতারশুরু থেকেই নানারকমের নানা আকারের জলাশয় তৈরি করে এসেছে। জঙ্গল অঞ্চলে ঝোপ-ঝাড়ের ঘন আস্তরণে মাটি ঢাকা থাকায় ঝরে পড়া জল দ্রুত গাড়িয়ে চলে যেতে পারে না, ধীরে ধীরে মাটির ভেতরে নেমে যায়। এছাড়া থাকে পৃথিবীর জন্মের সময় থেকে মাটি-পাথরের ভেতরে জমা আদিম জলের ভাণ্ডার। এই সমস্ত জলই মাটির স্তরের উচ্চাবচতা অনুযায়ী মাটির নীচ দিয়ে চলাফেরা করে। যেন তারা সত্যিই পাতালবাহিনী ভোগবতী। এই ভূতলস্ত জল, যা প্রধানত জমা হওয়া বৃষ্টিজল, এই -ই আবার মাটির নানা চ্যুতি বা 'ফাটল' দিয়ে বারিরে বেরিয়ে আসে। হিমবাহ-নন্দিনী সুরধনীর হোক বা অমরকন্টক উৎসারী---জন্মঘরে কাউকে দেখেই বিশ্বাস হয় না যে, এরা হাজার দু'হাজার মাইল চলে যেতে পারবে। যায়ও না। নদীর উৎস যে কোনও ছোট-বড় ধারার সঙ্গে খানিক দূর গেলেই দেখা যাবে আরও অনেক ছোট ছোট ধারা এসে তার সঙ্গে জুড়েছে। ইশকুলের দু'বেণী ঝোলানো ছোট্টা মেয়েটি বাড়ি থেকে বেরল একা, কিন্তু ইশকুলের পথে সঙ্গীসাথীদের ডেকে নিয়ে তবে না চলা। ঠিক যেমন সব নদী সাগরে যাবে না, বেশিরভাগই গিয়ে পড়বে অন্য কোনও নদীতে। এক একটি নদীর মধ্যে মিলে থাকে ভূমির নানা অঞ্চল থেকে কুড়িয়ে আনা নানা জলের স্রোত।

হিমালয়ের নীচের অংশ যেখান থেকে সমভূমি শুরু হয়, এক সময় পূর্ব-পশ্চিমমে সেই সমস্ত এলাকাটির নাম ছিল 'চারকোশী ঝাড়ি। হিমালয় পর্বতের গা বেয়ে প্রবল বেগে নামতে থাকা যে বাদলের জল, তা থমকে যেত পর্বতের পাদদেশর গভীর অরণ্যানীতে, যার সামান্যমাত্র অংশ আজ দেখা যায় আমাদের রাজ্যের তরাই এলাকায়। এই সমগ্র অঞ্চল থেকে স্বাভাবিকভাবেই উদ্গত হত অসংখ্য চোট-মাঝারি নদী---যারা ঢাল অনুযায়ী কিছু দূরে এসে নিজেদের জল মেলাত কোনও বড় নদীর সঙ্গে। দীর্ঘ পথ চলে আসা নদীরা আরেকটি ভাণ্ডার থেকেও জল পায় যা শুকনোর দিনেও তাদের বাঁচিয়ে রাখে। এই বড় নদীদের একটি ভারি সুন্দর নাম আছে, এরা হল 'সদানীরা'। যেমন আমাদের নিত্যস্মণীয়া গঙ্গা-যমুনা-গোবাবরী-সরস্বতী-নর্মদা-সিন্ধু-কাবেরী বা তাছাড়াও আরও অনেক অনেক নদী। বস্তুত, আমি তো আজও ভেবে পাই না কারা কী করে এই নদীদের নাম দিয়েছিলেন, আর কী করেই বা সেই রেডিও, টেলিগ্রাম, কেন্দ্রীয় সরকারবিহীন আমলে সে নদীর বিশাল বিংবা ছোট অববাহিকা প্রায় সব লোক কোন নদীকে 'গঙ্গা-সুরধনী', 'শ্বেতকোশী' বা 'হুঁকাহারানিয়া' কি 'রাঙাপানি' বলে জানতে পারতেন। তো, এই 'সদানীরা' নদীকূল জলের এক নিত্য-সঞ্চয় ভাণ্ডার পেত ওই ভূমি-অধিহত জলস্রোত থেকে। বছরের যে সময়ে আকাশ শুকনো, ছোট-মাঝারি নদীদের ধারা ক্ষীণ, তখনও বড় নদীদের জলের ইতরবিশের বোঝা যেত না, এ কথা পঞ্চাশের ওপরে যাঁদের বয়স তাঁরা মনে করতে পারবেন। চারমাসের বর্ষায় মাটিতে ও জলে ঝরে পড়া জলরাশি ঢালের নিয়মে প্রবল বেগে গিয়ে নামত ছোট-বড় মাঝারি সব নদীতে। তারা কখনও বা কয়েক দিন কূল উপচে উঠে নদীগর্ভের মাটি ও জল দু'পাশে ছড়িয়েছিটিয়ে আসত। দ্রুতগতি সেই জল নেমে যাওয়ার কালে জমে থাকা মাটি ধুয়ে আরও গভীর করেদিয়ে যেত নদীগর্ভ। টানের দিনে সেই খান দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে নদীতে এসে মিশত ভূগর্ভের জলধারা যার ডাকনাম 'বেস ফ্লো'।

সমভূমির ওপর দিয়ে বয়ে আসার কালে বাতাসে, বৃষ্টির জলের সঙ্গে, দু'পাশ থেকে নদীতে নেমে আসা মাটির পরিমাণও কম নয়। নদীর দিকে চাইলে আমরা রহস্যময়ীর কেবল জলধারাটুকুই দেখতে পাই, জলে মিশে থাকা মাটির বোঝা প্রচ্ছন্ন থাকে, ঠিক যেমন ভারতীয় ধ্রুপদী নাচ— কঠিনতম শারীরিক পরিশ্রমেক গোপন করে ফেলে অঙ্গে অঙ্গে ফুটিয়ে রাখে কেবল মাধুর্যভঙ্গি। সে কী নদীর চলন থেকেই শেখা?। কিন্তু বলো নদী সুরঙ্গমা,তোমার স্রোতোধারার আড়ালে কোথায় রাখো সেই পলল মাটির রাশ---যা দিয়ে তৈরি করেছে ভারতের এই উর্বর, উচ্চাবচ, রূপময় ভূমি?

জানি,তার একটু একটু আভাসও জানি। যখন শুনি বঙ্গোপসাগরের জলের নীচের ঢাল অনেক আস্তে আস্তে গভীর হয় অন্যান্য মহাসমুদ্রের তুলনায়, তখন বুজি কতদূর নিয়ে যাও তোমার শহ-সহস্র স্রোতমুখে বয়ে আনা মাটি। সেই অপেক্ষাকৃত অগভীর সমুদ্রতলে পৌঁছতে পারে সূর্যের আলো, তাই সেখানে জলজ প্রাণের বৈচিত্র অনেক বেশি আর তাই মহাসাগরের গভীর থেকেও জলজ প্রাণীদের শিশুরা সহজাত নিয়মে চলে আসে সুন্দরবনের দিকে । সুন্দরবন হয়ে আছে যেন জীববৈচিত্রের জাদুঘর। আসলে, সুন্দরবন থেকেই তো শুরু সেই মাটি জমা করার । ভারতের মহত্তম নদীসংসারটি এক গঙ্গার পথ দিয়ে সমুদ্রে পড়ে একটি মাত্র জায়গা দিয়ে নয়, নিজের মাটি দিয়ে স্থলভাগ গড়তে গড়তে, ১৪০ কিলোমিটারের বেশি জায়গা জুড়ে বিশ্বের বৃহত্তম মোহনা-সংসার গড়েছে কি শুধু জল? না কি মাটির পাহাড় হিমালয় থেকে শুরু করে উত্তর-ভারতের বৃহৎ সমভূমি-বিধৌত মাটির স্তূপও রয়েছে তার মধ্যে?

যদি তুমি মুহূর্তের তরে
ক্লান্তিভার
দাঁড়াও থমকি,
তখনি চমকি
উচ্ছ্বিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ বস্তুর
পর্বতে,
পঙ্গু মুক কবদধ বধির আঁধা
স্থূলতনু ভয়ংকরী বাধা
সবারে ঠেকোয়ে দিয়ে দাঁড়াইবে
পথে;

যে এই কবিতারঅনু,ঙ্গ জানে না, সেই নবীন পাঠক-পাঠিকার মনে হতেই পারে আকজের দেশবিস্তৃত যেসব নদী সে দেখে---তারমাটি, তার জল, তার চলাচলহীনতাই এ কবিতার উপলক্ষ।

চলমানতাই তো নদী। সে ছোট হোক কি বড়, নদী নিত্য প্রবহমানা। প্রাকৃতিক নিয়মে যখন তার চলা শ্লথ হয়ে আসবে, সে তার বাহিত মাটির ভার রাখবে নামিয়ে। তখন তার পথ ফুরবে। কিন্তু যদি অন্য কোনওভাবে স্রোত হারায় নদী? তখন সে অসুস্থ হয় প্রকৃতির লক্ষ লক্ষ বছরের নিয়মে যে নদীপ্রবাহগুলি তৈরি হয়ছিল, চলতে চলতে যারা নিজেদের অববাহিকার ভূমিরূপকেও গঠন করেছিল অনেকখানি, কোন করাল কারণে মাত্র ৫০-৬০ বছরের মধ্যে তারা জিদের জীবপালিনী রূপকে সংহরণ করে নিল, তার কারণ কি আমিই জানি? জানি না।

তবু মায়ের মৃত্যুভয়ে আকুল মানুষ যেমন নানাদিক অসুখের কারণ বোঝার চেষ্টা করে, সেরকমই---এমন তো নয় যে কেবল আমার দেশেই দেখতে হচ্ছে অসুস্থ, মৃতপ্রায় নদীদের মুখ, এই ছবি সেরকম প্রতিটি দেশের, যেখানেই 'নদী নিযন্ত্রণ' -এর কাজ হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বা তার অব্যবহিত পর থেকে 'শিল্পায়ন' অর্থাৎ অধিক উৎপাদনের জোরে অধিক ক্ষমতা লাভের যে যুগ শুরু হল, তাতে বলি পড়তে শুরু করল নদীগুলি। ১৯২২ সালে মেক্সিকোর কলোরাডো নদীর নির্জন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন। প্রাকৃতিবাদী দার্শনিক আল্ডো লিওপোল্ড। ১৯৬০ সালের মধ্যে সেই নদীর ওপর এত বাঁধ তৈরি হয় ও এতগুলো সেচখাল কাটা হয় যে প্রচণ্ড বর্ষায় কোনও বছর বন্যা হলেই মাত্র কলোরাডোর জল মোহনা পর্যন্ত পৌঁছতে পারত। বন্যাপ্রাণ ও গ্রাম্য জীবিকা-সহ সমগ্র অববাহিকাটি নষ্ট হয়ে যেতে লেগেছিল ৪০ বছরেরও কম সময়। রুশ-বাহিনী ভলগা এককালে ছিল যেন প্রায় উপকথার নদী। 'নদীদেণ শাসন' করে অধিক গম ফলানোর জন্য ডন, নিপার আর ভলগা এই তিন মহানদীর ওপর এত বাঁধ তৈরি হয় যে, ১৯৩৩ সালের মধ্যে এই তিনটি নদী হয়ে দাঁড়ায় কিছু পরস্পর -বিচ্ছিন্ন ছোট চোট মৃতধারা মাত্র। সেই বাঁধ তৈরির স্পষ্ট ছবি আছে সলঝেনিৎসিনের 'দ্য গুলাগ আর্কিপেলিগো' উপন্যাসে। ১৯৩১ সালে কলোরাডো নদীর ওফর মার্লিন যুক্তরাষ্ট্র নির্মিত হুভারকেই বলা হয় আধুনিক অর্থে প্রথম বড়ো বাঁধ। এই বাঁধগুলি নদীর ধারাকে সম্পূর্ণভাবে আটকে কয়েকটি স্লুইস গেট দিয়ে নিয়ন্ত্রিত জল নদীর নিম্নপ্রবাহে ছাড়ে। বাঁধের পিছনে দনীর ধারা পরিণত হয় প্রকাণ্ড জলধারা বা রিজার্ভার। কাজেই নদীর যে নিজ স্বভাব, যা দিয়ে সে জলের ধারা ও বয়ে আসা মাটিকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালন করত, তা সরাসরি বাধা পায়।

একদিকে বয়ে আসা পলি রিজার্ভার জমতে থাকার দরুন তার গভীরতা কমতে থাকে, অন্যদিকে নিম্নপ্রবাহে বন্যার স্বাভাবিক স্রোত মুক্তি না -পাওয়ায় বর্ষার জলের তোড়ে নদীখাত গবীর হতে পারে না। স্বাভাবিক বৃষ্টিতেও নদী উপচে জল ডাঙাতে বিশৃঙ্খল বন্যা ঘটায়। ১৯৫৩ সালে আমেরিকার টেনেসি ভ্যালি বাঁধগুচ্ছের মতো করে আমাদের দামোদর বরাকর ইত্যাদি নদীর ওফর প্রথম বড় বাঁধ তৈরি হয়। কিন্তু মানুষের মতোই পৃথিবীর নদীরাও প্রত্যেক একে অন্যের থেকে ভিন্ন। দামোদর বাঁধা পড়ার ফলে গঙ্গার মুখে ক্রমশ পলি আর দৈনিক জোয়ারের বালি জমতে থাকে আর দামোদর অববাহিকার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ধ্বংস হয়ে যায়। তবু পরপর তৈরি হতে থাকে ভাকরা নাঙ্গল, হীরাকুঁদ, রাজামুন্দ্রি, নাগার্জুন, কোন্ডা। গঙ্গার উপর ১৯৭৫ সালে প্রথম বাঁধ দেওয়া হয় ফারাক্কা। বলা হল এটি বাঁধ নয়, ব্যারাজ। 'ইন্টারন্যাশনাল রিভার নেটওয়ার্ক'-এর চেয়ারম্যান প্যাট্রিক ম্যাককুলি তাঁর পৃথিবী বিখ্যাত বই 'দি সাইলেন্সড রিভাস'-এ বলছেন 'একটি নদীর ওপরে নির্মিত ব্যারাজ কীভাবে বাঁধের ভূমিকা পালন করে, ভারতে গঙ্গা নদীর ওপরে নির্মিত পারাক্কা তার একটি উদাহরণ'।

শুরুতে বলা হয়েছিল এসব বাঁধ একই সঙ্গে বর্ষার অতিরিক্ত জল রিজার্ভারে ধরে রেখে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করবে,সেই জল খবার সময় সেচখালের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিতভাবে ছেড়ে চাষ বাড়াবে, তাছাড়াও রিজার্ভারে জমা জল থেকে টারবাইন ঘুরিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে। ৩০ বছরের মধ্যে এই বড় ভাঁধগুলির প্রত্যেকটি দাবির অসাড়তা স্পষ্ট ওঠে। দেখা যায়,নদী আর বাঁধ হল দুই পরস্পর-বিরোধী বস্তু। দু'টি একসঙ্গে থাকা বাস্তবে সম্ভব নয়। এমনকী, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, খোদ আমেরিকাতেও কিছু বড় বাঁধ এখন স্তরে-স্তরে ভেঙে ফেলার কথা উঠছে। কিন্তু তাতেও বাঁধের দরুন ক্ষতিপূরণ হওয়ার নয়। আমাদের দেশের সরকার তবু দেশের ছোট-বড় প্রতিটি নদীর ওপর বাঁধ বানিয়েই চলেছেন। ২০১২ পর্যন্ত এদেশের বড় ও মাঝারি নদীসমূহের ওপর নির্মিত বড় বাঁধের সংখ্যা ৪৩০০, আরও অন্তত এতগুলিই নির্মাণ প্রক্রিয়ায় আছ। এর মধ্যে কিন্তু ছোট নদীদের ওপর তৈর বাঁধগুলোকে ধরা হয়নি। গঙ্গা নদীর শুধু পার্বত্যপ্রবাহের ওপর তৈরি কিংবা তৈরি হবে এমন বাঁধের সংখ্যা প্রায় ৫০। বহু জায়গায় মাটির ওপরে বহমান নদী নেই, তার ধারাকে সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে পার করিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

নদীজলের বহতা একেবার নষ্ট হয় যাওয়ার জন্য নদীর। রিজার্ভার মাটিতে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। ফলে বর্ষাকালে রিজার্ভারের পেছনে অনেক দূর অবধি নদীর জল স্বাভাবিকবাবে নীচে নামতে পারছ না, সেই এলাকগুলি দীর্ঘদিন ধরে জলে ডুবে থাকছে। ওদিকে,নিম্নপ্রবাহে নদীর ধারা না-থাকায় দু'পাশের খেত ধীরে ধীরে নদীর বন্যাক্ষেত্র দখল করেছে, সেখান দিয়ে পাকা রাস্তা তৈরি হয়েছে, এমনকী পাকা ঘরবাড়িও। বর্ষার সময় প্রায়ই রিজার্ভারের সুরক্ষার জন্য স্বাভাবিক নদীজলের চেয়ে অনেক বেশির করে জল স্লুইস দিয়ে ছেড়ে দিতে হয়, নদীখাতের ভেতরে থাকা মানুষজনের সর্বনাশ হয়। অর্থাৎ বর্ষার অতিরিক্ত জল ধরে রাখা আর জলবিদ্যুৎ তৈরি---দুটো উপকারিতাই একেবারে অসত্য দাবি বলে স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে। সেচের জন্য লম্বা লম্বা সেচখাল কাটাও কোনও কাজে লাগেনি।

বহুকাল ধরে ভারতের নানা অঞ্চলের কৃষকরা স্থানিক জলবায়ুর উপযোগী বিভিন্ন ফসল চাষে কুশল ছিলেন। কিন্তু চার কি পাঁচ দশক আগে থেকে পশ্চিম ধনতান্ত্রিক কৃষিপণ্য প্রয়োগের সুবিধার জন্য এদেশের প্রাচীন কৃষিজ্ঞানকে অগ্রাহ্য করে জল নিবিড় ধানের চাষকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। সেই কারণেই সর্বত্র সেছখাল তৈরির অবৈজ্ঞানিক প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। সেচের জন্য কাটা খাল বাস্তবে তেমন কোনও কাজে লাগেনি, কিন্তু প্রতিটি দনী থেকে অংসখ্য খাল নদীর জল সরিয়ে নিয়ে মূলধারার স্বাভাবিকতাকে ব্যাহত করল।

সমস্যার এখানেই শেষ হলনা। জলনিবিড় কৃষি থেকে ক্রমশ সরে এসে প্রাচীন বিজ্ঞানসম্মত কৃষিতে ফিরে যাওয়ার বদলে রাসায়নিক ও অধিক জলনির্ভর কৃষিই চলতে লাগল।

বাঁধ ও সেচখালগুলি যখন দেশের প্রাধান জল সরবরাহ ব্যবস্থা বৃষ্টিকে ঠিকভাবে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হল, তখন হাত পড়ল যেখানে হাত দেওয়ার কথা নয়---লক্ষ লক্ষ পাম্প নির্বিচারে ভূগর্ভের জল টেনে তুলতে লাগল। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অপরিকল্পিত নগরায়ণ।কিন্তু বলো নদী সুরঙ্গমা,তোমার স্রোতোধারার আড়ালে কোথায় রাখো সেই পলল মাটির রাশ---যা দিয়ে তৈরি করেছে ভারতের এই উর্বর, উচ্চাবচ, রূপময় ভূমি? জানি,তার একটু একটু আভাসও জানি। যখন শুনি বঙ্গোপসাগরের জলের নীচের ঢাল অনেক আস্তে আস্তে গভীর হয় অন্যান্য মহাসমুদ্রের তুলনায়, তখন বুজি কতদূর নিয়ে যাও তোমার শহ-সহস্র স্রোতমুখে বয়ে আনা মাটি। সেই অপেক্ষাকৃত অগভীর সমুদ্রতলে পৌঁছতে পারে সূর্যের আলো, তাই সেখানে জলজ প্রাণের বৈচিত্র অনেক বেশি আর তাই মহাসাগরের গভীর থেকেও জলজ প্রাণীদের শিশুরা সহজাত নিয়মে চলে আসে সুন্দরবনের দিকে । বহুতল বাড়ির হাজার হাজার ফ্ল্যাটও সেই জল শোষণের খেলায় যোগ দিয়েছে। এমনকী, নদীতীরস্থ বহুতলগুলিও ভুগর্ভের জল তুলে নেয়। নদীর আপৎকালীন জলভাণ্ডার দ্রুত খালি হচ্ছে।

এদিকে ভবিষ্যৎ -চিন্তাহীন নগরায়ণ আর কৃষিক্ষেত্র বাড়িয়ে চলার ফলে বৃষ্টিজলের মাটির ভেতরে যাওয়ার পথ প্রতি বছর বিপজ্জনকভাবে কমে আসছে। যেভাবে কোটি বছর ধরে নদীসমূহ তৈরি হয়েছিল, যেভাবে তারা সুস্থ থাকত ও পাল করত, তার প্রায় প্রতিটি নিয়ম চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলতায় লঙ্ঘন কার হয়েছে গত মাত্র পাঁচ-ছয় দশকে। প্রকৃতিতে 'আকস্মিক' বলে কিছু হয় না, যে কারণ ঘটবে, ঠিক সেইমতোই কাযত হবে। নদীর কথা নদীর মতোই দীর্ঘ,জটিল ও সময়ে সময়ে মায়াময়। সে কথা প্রবাহিত হতে পারে দিনের পর দিন, পাতার পর পাতা জুড়,তুব শেষ হবে না। কিন্তু তাতে সুধারময়ী নদীরা বাঁচবে কি?

(সৌজন্যে প্রতিনিদি)

নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকতনের এলামনির অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। ছবি নিজস্ব।

''জয় শ্রীরাম'' স্লোগান নিয়ে অমর্ত্য সেনের মন্তব্য কলকাতার রাজপথে ছড়িয়ে দেওয়া হল ব্যানার

কলকাতা, ১২ জুলাই (হি.স.): কলকাতার রাজপথে এবার ''জয় শ্রীরাম'' স্লোগান নিয়ে অমর্ত্য সেনের মন্তব্যের ব্যানার দেখা গেল। সৌজন্যে শহর কলকাতার নাগরিকগণ। সমাজের নানা বিষয়ে নানা সময়ে সরব হওয়া নোবেলজয়ী বাঙালি অর্থনীতিবিদ দিন সাতেক আগেই দেশজুড়ে ঘটে চলা ধর্মীয় ভেদাভেদ থেকে তৈরি হিংসা নিয়ে মুখ খুলেছিলেন। 'জয় শ্রীরাম স্লোগানের সঙ্গে বাংলার সংকৃতির কোনও সম্পর্ক নেই', অমর্ত্য সেনের এমন মন্তব্যের পরই গত শনিবার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ কড়া ভাষায় আক্রমণও করেন তাঁকে। ''উনি বাংলার সংস্কৃতিকে জানেন না'', পাল্টা কটাক্ষ করেন দিলীপ ঘোষ। মূলত, রাজধানী দিল্লিতে একটি মন্দিরে ভাংচুরের ঘটনার পর কলকাতায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনুষ্ঠানের ভাষণে অর্থনীতিবিদ বলেছিলেন, 'দেশের বিভিন্ন জায়গা, এমনকী এই বাংলাতেও ''জয় শ্রীরাম'' স্লোগান বলানো নিয়ে মারধর, এমনকী প্রাণ কেড়ে নেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। এই ধর্মীয় ভেদাভেদ থেকে হিংসা কেন? সংবিধানে সমস্ত ধর্মের স্থান আছে। ''জয় শ্রীরাম'' স্লোগান আগে কখনও শুনিনি। ইদানিং মানুষকে মারার জন্য এটি ব্যবহার করা হচ্ছে। আমার মনে হয় না এই স্লোগানের সাথে বাংলার সংস্কৃতির কোনও যোগাযোগ আছে।' ঠিক এক সপ্তাহের মাথায় অমর্ত্য সেনের এই মন্তব্যের ব্যানার দেখা গেল মহানগরীর বিভিন্ন রাস্তায়। ব্যানারে এই মন্তব্যের সঙ্গে তাঁর একটি ছবিও রয়েছে এবং সৌজন্যে ''নাগরিকদের পক্ষ থেকে প্রচারিত'' এমন উল্লেখও করা হয়েছে। এর আগে তাঁর এই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদকে আক্রমণ করে রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেছেন, 'অমর্ত্য সেন বাংলাকে চেনেন না। বাংলা বা ভারতের সংস্কৃতি সম্পর্কে উনি কতটা অবগত? দেশের প্রতিটি গ্রামে গ্রামে ''জয় শ্রীরাম'' ধ্বনি উঠছে। এখন গোটা বাংলাই এই স্লোগান দিচ্ছে।' প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার সন্ধ্যায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অনুষ্ঠানে বক্তৃতা শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বে অমর্ত্য সেন বলেছিলেন, 'জয় শ্রীরাম, রাম নবমী - এসব কোনও কিছুর সঙ্গেই বাঙালির কোনও যোগ নেই। এখানে দুর্গাপুজো হয়। বস্তুত, এখন গণপ্রহার করতে ''জয় শ্রীরাম'' স্লোগান ব্যবহৃত হচ্ছে। নতুন এই সংস্কৃতি আমদানির পিছনে বিভেদের রাজনীতি কাজ করছে। কলকাতায় এর আগে এত রামনবমী উদযাপন হতে আমি আগে দেখিনি। ''মা দুর্গা''র তাতর্যকে কখনওই রামনবমীর সঙ্গে তুলনা করা যায় না।'

দিল্লিতে ইএসআই হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ড, প্রাণহানির কোনও খবর নেই

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই (হি.স.): ফের অগ্নিকাণ্ড রাজধানী দিল্লিতেউ এবার আগুন লাগল দিল্লির মোতি নগরের কাছে বাসাই দারাপুর গ্রামে অবস্থিত এমপ্লয়িজ স্টেট ইনস্যুরেন্স মডেল (ইএসআই) হাসপাতালেউ শুক্রবার সকাল ৮.৩০ মিনিট নাগাদ ইএসআই হাসপাতালের তিন-তলায় অপারেশন থিয়েটারের সিলিংয়ে আগুন লাগেউ অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের মোট ছ'টি ইঞ্জিনউ কিছুক্ষণের মধ্যেই ইএসআই হাসপাতালে পৌঁছয় পুলিশওউ দমকল ও পুলিশ কর্মীদের ততরতায় ছ'জন রোগীকে হাসপাতাল থেকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়উ এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রাণহানির কোনও খবর নেইউ দমকল কর্মীদের প্রচেষ্টায় আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগেই নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। দমকল অফিসার অতুল গর্গ জানিয়েছেন, শুক্রবার সকাল ৮.৩০ মিনিট নাগাদ ইএসআই হাসপাতালের তিন-তলায় আগুন লাগেউ অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের মোট ছ'টি ইঞ্জিনউ দমকল কর্মীদের কয়েক মিনিটের প্রচেষ্টায় আয়ত্তে এসেছে আগুনউ নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে ছ'জন রোগীকেউ কী কারণে আগুনের সূত্রপাত, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিক তদন্তের পর দমকল কর্মীদের অনুমান, অপারেশন থিয়েটারে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিটের কারণেই আগুনের সূত্রপাতউ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তিন-তলার ফলস সিলিং।

ঋণের টাকা পরিশোধ করতে না পেরে হতাশা, অন্ধ্রপ্রদেশে আত্মঘাতী কৃষক

শ্রীকাকুলাম (অন্ধ্রপ্রদেশ), ১২ জুলাই (হি.স.): কৃষকদের আত্মহত্যার ঘটনা এখন ভারতে প্রায় রোজনামচাইউ কেরলের ওয়ানাডের পর এবার অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলামউ শ্রীকাকুলাম জেলার উড্ডানাম রিজিওনের মান্দাসা মণ্ডলের অন্তর্গত বাহাডাপল্লি গ্রামে ঋণের টাকা পরিশোধ করতে না পেরে আত্মঘাতী হয়েছেন বছর ৫৪-র একজন কৃষকউ বৃহস্পতিবার মান্দাসা মণ্ডলের বাহাডাপল্লি গ্রামেই নিজের নারকেল বাগানে গাছে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন ওই কৃষকউ আত্মঘাতী হওয়ার নেপথ্যে প্রকৃত কী কারণ রয়েছে, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশউ আত্মঘাতী কৃষকের নাম হল, কোন্ডে দানাইয়াউ শুক্রবার সকালে মান্দাসা-র সাব ইন্সপেক্টর সি প্রসাদ জানিয়েছেন, 'গাছে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন ওই কৃষকউ পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, ঋণের টাকা পরিশোধ করতে না পারার জন্য তিনি আত্মঘাতী হয়েছেনউ এফআইআর দায়ের করা হয়েছেউ ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছেউ' পরিবার সূত্রের খবর, ঘূর্ণিঝড় তিতলির দাপটে কোন্ডে দানাইয়ার নারকেল বাগানের প্রচুর নারকেল গাছ ঝড়ে উপড়ে গিয়েছিলউ এর ফলে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হন তিনিউ নিজের বাগানে চাষ করার জন্য বন্ধুদের কাছ থেকে ৮ লক্ষ টাকা ঋণও নিয়েছিলেন ওই কৃষকউ কিন্তু, সেভাবে ফসল উতাদন হয়নি, তাই হতাশায় ভুগছিলেন তিনিউ তার উপর ঋণের টাকা পরিশোধ করার বোঝাউ ঋণের টাকা পরিশোধ করতে না পারার জন্যই আত্মঘাতী হয়েছেন ওই কৃষক।

পাকিস্তান ট্রেন দুর্ঘটনা : দু'টি দেহ উদ্ধার ও মহিলার মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২৪

ইসলামাবাদ, ১২ জুলাই (হি.স.): মৃত্যু-মিছিল অব্যাহতউ পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশের সাদিকাবাদ তেহসিলে আকবর বুগতি এক্সপ্রেস ও মালগাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনায় উদ্ধার হল আরও দু'টি দেহউ উদ্ধার হয়েছে একটি শিশু এবং একজন ব্যক্তির দেহ, এছাড়াও হাসপাতালে চিকিতাধীন অবস্থায় প্রাণ হারিয়েছেন একজন মহিলাউ সবমিলিয়ে পাকিস্তানে ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২৪উ বৃহস্পতিবার (১১ জুলাই) সকালে কোয়েটা থেকে লাহোর অভিমুখে যাচ্ছিল আকবর বুগতি এক্সপ্রেসউ পঞ্জাব প্রদেশের রহিম ইয়ার খান শহরের কাছে সাদিকাবাদ তেহসিলের ওয়ালহার রেল স্টেশনের কাছে আকবর বুগতি এক্সপ্রেস ও মালগাড়ির সংঘর্ষ হয়উ মেইন লাইনের পরিবর্তে ভুল করে লুপ লাইনে চলে যায় আকবর বুগতি এক্সপ্রেস, সেই কারণেই আকবর ৰুগতি এক্সপ্রেস ও মালগাড়ির সংঘর্ষ হয়উ সংঘর্ষের জেরে বেলাইন হয়ে যায় আকবর ৰুগতি এক্সপ্রেসের ৩-৪টি বগিউ সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ইঞ্জিনউ ট্রেন দুর্ঘটনায় বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ছিল ২১ জনউ শুক্রবার সকাল পর্যন্ত উদ্ধার করা হয়েছে একটি শিশু ও একজন ব্যক্তির দেহউ হাসপাতালে চিকিতাধীন অবস্থায় একজন মহিলা প্রাণ হারিয়েছেনউ সবমিলিয়ে পাকিস্তানে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ২৪ জনের মৃত্যু হয়েছেউ প্রশাসনের আশঙ্কা, মৃতের সংখ্যা সম্ভবত আরও বাড়তে পারেউ কারণ, আহতদের মধ্যে অনেকেরই শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনকউ প্রসঙ্গত, গত মাসেই পাকিস্তানের হায়দরাবাদের কাছে মাকলি শাহতে প্যাসেঞ্জার ট্রেন ও মালগাড়ির সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছিল তিনজনেরউ করাচি থেকে লাহোর যাওয়ার সময় হায়দরাবাদের লতিফাবাদ এলাকার কাছে জিন্নাহ এক্সপ্রেস ও মালগাড়ির সংঘর্ষ হয়েছিলউ ট্রেনের চালক-সহ ৩ জনের মৃত্যু হয়েছিলউ বাকি দু'জন ট্রেনের সহকারী চালক ও গার্ডউ সেই ট্রেন দুর্ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের ট্রেন দুর্ঘটনা পাকিস্তানে।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতকরলেনসাংসদ আর কে সিনহা, ভাষাগত সাংবাদিকতার প্রগতি নিয়ে হল আলোচনা

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাতকরলেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ তথা বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচার-এর চেয়ারম্যান রবীন্দ্র কিশোর সিনহাউ বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও রাজ্যসভার সাংসদ আর কে সিনহার মধ্যে ভাষাগত সাংবাদিকতার প্রগতি নিয়ে হয়েছে আলোচনাউ ভাষাগত সাংবাদিকতার প্রগতি এবং এক্ষেত্রে হিন্দুস্থান সমাচার-এর অবদান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী ও সাংসদ আর কে সিনহার মধ্যে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রায় ৩০ মিনিটের বৈঠকে বিহারের রাজনীতি নিয়েও আলোচনা করেছেন সাংসদ আর কে সিনহাউ কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে শূন্য বাজেট প্রাকৃতিক কৃষি ক্ষেত্রে বিহার, উত্তরাখণ্ড ও উত্তর প্রদেশের নয়ডায় সাংসদ আর কে সিনহার বিভিন্ন প্রচেষ্টা সম্পর্কেও অবগত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রীউ এছাড়াও হিন্দুস্থান সমাচার বার্ষিকী ২০১৯-এ গান্ধীজীর ১৫০ তম জন্মবার্ষিকীকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া এবং কভারপেজ স্টোরি বানানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী খুশি ব্যক্ত করেছেন।

অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের বাজেট সাহসী ও সংশোধনী : আর কে সিনহা

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই (হি.স.): প্রত্যাবর্তনের পর গত ৫ জুলাই দ্বিতীয় মোদী সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণউ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের বাজেটকে সাহসী ও সংশোধনী বাজেট আখ্যা দিলেন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র প্রবীণ নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ আর কে সিনহাউ শুক্রবার কেন্দ্রীয় বাজেট-এর প্রেক্ষিতে রাজ্যসভায় আলোচনার সময় সাংসদ আর কে সিনহা বলেছেন, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ সাহসী এবং সংশোধনী বাজেট পেশ করেছেনউ তাঁর মতে, বাজেটে জনদরদী ঘোষণা হয়তো ছিল না, কিন্তু সুদূর প্রসারী পরিণাম সামনে আসতে চলেছেউ এই বাজেট দেশ এবং গ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতির উন্নতি করবে। রাজ্যসভায় সাংসদ আর কে সিনহা বলেছেন, 'জন্মসূত্রে আমি চাণক্য নগরী পাটলিপুত্রেরউ চাণক্য বলেছিলেন সমস্ত কিছুর মূলেই অর্থউ অর্থ না থাকলে কোনও কিছুই অর্জন করা সম্ভব নয়উ চাণক্যের এই সূত্রকে মাথায় রেখেই বাজেট তৈরি করেছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণউ' বাজেট নিয়ে আলোচনায় রাজ্যসভার অনেক সদস্যই বলেছেন, বাজেটে কৃষক স্বার্থে কোনও ধ্যানই দেওয়া হয়নিউ এ প্রসঙ্গে সাংসদ আর কে সিনহা বলেছেন, এবার ১ লক্ষ ৩০ হাজার কোটিরও বেশি টাকা কৃষি ও কৃষক কল্যাণের জন্য প্রস্তাব করেছে কেন্দ্রীয় সরকারউ পূর্ববর্তী সরকারের তুলনায় মোদী সরকার কৃষক স্বার্থে পাঁচ গুণ বেশি অর্থের প্রস্তাব করেছেউ সাংসদ আর কে সিনহা আরও বলেছেন, কৃষকদের খরচ কমিয়ে দিলে, তাঁদের আয় এমনিতেই দ্বিগুণ হয়ে যাবেউ এ জন্যই শূন্য বাজেট কৃষি নিয়ে এসেছে সরকারউ এর ফলে কৃষকদের উপকার হবে।

রীতিমত ফুঁসছে তিস্তা, লাল সতর্কতা

দার্জিলিং, ১২ জুলাই (হি.স): দার্জিলিংয়ে ধস নেমে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে ফের ব্যাহত যান চলাচল। বৃষ্টির বিরাম নেই উত্তরবঙ্গে। লাগাতার বৃষ্টি। কখনও ভারী তো কখনও অতি ভারী বৃষ্টি। ইতিমধ্যেই আগামী ২৪ ঘন্টায় উত্তরবঙ্গ জুড়ে আরও ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। ফলে উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারে বলে মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা।

লাগাতার বৃষ্টিপাতে রীতিমত ফুঁসছে তিস্তা। আর যার জেরে লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সংরক্ষিত এলাকাগুলোতে হলুদ অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। একইসঙ্গে, জলঢাকা অসংরক্ষিত এলাকাতেও হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সবাইকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। জানা গেছে, তিস্তা ব্যারেজ থেকে আজ শুক্রবার সকালে ৩৫৮৬.৯০ কিউসেক জল ছাড়ায় জলস্তর বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে সেচ দফতর। তিস্তা ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ায় পরিস্থিতি জটিল হয়েছে। বৃষ্টির কারণে ব্যাহত এশিয়ান হাইওয়েজের কাজও।

দিন কয়েক আগে থেকেই ধসের কারণে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গের একাধিক জায়গা। সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলা। গতকাল ধ্বসের জেরে সিকিমের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। সেই বিপর্যয় কাটার আগেই আজ নতুন করে ধস নামল গরুমাথান-লামচিগোলা রোডে। এর ফলে শিলিগুড়ির সঙ্গে আরও অনেক এলাকার সঙ্গে যোগাযাগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

প্রায় এক সপ্তাহ হতে চলল মুষলধারে বৃষ্টি চলছে উত্তরবঙ্গে। আর এই বৃষ্টির কারণেই বিভিন্ন এলাকায় ধস নামছে বলে খবর। বৃহস্পতিবার সকালে বৃষ্টির কারণে ১০ ও ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে ধস নামে। এই ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরেই পশ্চিমবঙ্গ-সিকিমের মধ্যে যাতায়াত চলে। ধ্বস নামার ফলে দু'দিকেই এখন আটকে পড়েছেন বহু পর্যটক। যাঁরা সিকিমে গিয়েছেন, তাঁদের এখনই ফেরার কোনও পথ নেই। একইভাবে সিকিম যাওয়ার জন্যও দ্বার রুদ্ধ পর্যটকদের। পাশাপাশি ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কেও নেমেছে ধস। সেবক কালিবাড়ির কাছে একাধিক জায়গায় ধস নামার ফলে কালিম্পংয়ের সঙ্গেও শিলিগুড়ির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হযে পড়ে। ডুয়ার্সের পর্যটকরাও সমস্যায় পড়েন। আজ, শুক্রবারও পরিস্থিতি খুব একটা স্বাভাবিক নয়। তা সত্ত্বেও ঝুঁকি নিয়ে আজ থেকে ডুয়ার্সে চালু হয়েছে ট্রেন।

অনাবৃষ্টির চেন্নাইয়ে ২৫ লক্ষ লিটার জল নিয়ে পৌঁছাল প্রথম ট্রেন

চেন্নাই, ১২ জুলাই (হি. স.) : তামিলনাড়ুর ভেলোর জেলার জোলারপেত স্টেশন থেকে ট্রেনের ওয়াগনে করে জল নিয়ে আসা হল চেন্নাইতে। প্রায় ২৫ লক্ষ লিটার জল নিয়ে শুক্রবার বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ চেন্নাই পৌঁছায় প্রথম ট্রেন। দীর্ঘদিন ধরে জলকষ্টে ভুগতে থাকা চেন্নাইয়ে জলের সমস্যা মেটাতে অবশেষে ভেলোর থেকে ওয়াগনে করে জল পৌঁছানোর কথা ঘোষণা করেছে তামিলনাড়ুর রাজ্য সরকার।

এদিন সকালেই জোলারপেত রেলওয়ে স্টেশন থেকে জল নিয়ে এই বিশেষ ট্রেন চেন্নাইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। সাউদার্ন রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ট্রেনটির প্রতিটি ওয়াগনে ৫০,০০০ লিটার রয়েছে। বর্তমানে প্রতিদিন ৫২৫ মিলিয়ন লিটার করে জল সরবরাহ করা হচ্ছে চেন্নাইতে। এই প্রকল্পের জন্য সরকারিভাবে ৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই জল সরবরাহের ফলে এবার জলকষ্ট থেকে কিছুটা রক্ষা পেতে পারেন চেন্নাইবাসী, এমনটাই আশা প্রশাসন থেকে সাধারণ মানুষের।

মহারাষ্ট্রের সাতারায় ইনভার্টার বিস্ফোরণ গুরুতর জখম ২ জন

মুম্বই, ১২ জুলাই (হি.স.): মহারাষ্ট্রের সাতারায় একটি দোকানের মধ্যে রাখা ইনভার্টার ফেটে গিয়ে গুরুতর জখম হলেন দুই ব্যক্তি। জেলার সাতারা শহরের পোয়াইনাকা এলাকার একটি দোকানের ইলেট্রনিক ডিভাইসে একটি পাওয়ার ইনভার্টার বিস্ফোরণ হয়ে মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। আহত দুই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ পশ্চিম মহারাষ্ট্র থেকে ৩০০ কিলোমিটার (কিমি) দূরত্বে সাতারা জেলার সাতারা শহরের পোয়াইনাকা এলাকার একটি দোকানে ইলেট্রনিক ডিভাইসে একটি পাওয়ার ইনভার্টার বিস্ফোরণ ঘটে। ঘটনায় ওই দোকানেরই দুই কর্মী গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁদের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। যদিও বিস্ফোরণের কারণ সম্বন্ধে এখনও ধ্বন্দে পুলিশ।

ছত্তিশগড়ে ফের সাফল্য সুরক্ষা বাহিনীর : ডিআরজি জওয়ানদের গুলিতে খতম কুখ্যাত মাওবাদী

রায়পুর, ১২ জুলাই (হি.স.): ছত্তিশগড়ে মাওবাদী নিকেশ অভিযানে আবারও সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনীউ ছত্তিশগড়ের মাওবাদী অধ্যুষিত দান্তেওয়াড়া জেলায় জেলা রিজার্ভ গার্ড (ডিআরজি)-এর জওয়ানদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে খতম হয়েছে কুখ্যাত একজন মাওবাদীউ নিহত মাওবাদীর মাথার দাম ধার্য করা হয়েছিল ৫ লক্ষ টাকাউ দান্তেওয়াড়া জেলার ডাব্বা এলাকার ঘটনাউ নিহত মাওবাদীর দেহ উদ্ধার করার পাশাপাশি এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র।

দান্তেওয়াড়ার পুলিশ সুপার (এসপি) অভিষেক পল্লব জানিয়েছেন, 'শুক্রবার দান্তেওয়াড়া জেলার ডাব্বা এলাকায় জেলা রিজার্ভ গার্ড জওয়ানদের গুলিতে খতম হয়েছে একজন মাওবাদী। নিহত মাওবাদীর মাথার দাম ছিল ৫ লক্ষ টাকাউ বহু অপরাধমূলক কার্যকলাপে জড়িত ছিল ওই মাওবাদীউ এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্রউ' পুলিশ সূত্রের খবর, শুক্রবার দান্তেওয়াড়া জেলার ডাব্বা এলাকায় মাওবাদীদের সঙ্গে গুলির লড়াই শুরু হয় ডিআরজি জওয়ানদেরউ সেই সংঘর্ষেই খতম হয়েছে একজন মাওবাদীউ উদ্ধার করা হয়েছে একটি আগ্নেয়াস্ত্র।

প্রতারণার দায়ে অভিযুক্ত অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহা মামলা দায়ের একাধিক ধারায়

মুম্বই, ১২ জুলাই (হি.স.): প্রতারণার দায়ে অভিযুক্ত বলিউড অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহা! বলিউডের জনপ্রিয় এই অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে প্রতারণা-সহ একাধিক ধারায় দায়ের হল মামলা। উত্তর প্রদেশের কাটঘর পুলিশ স্টেশনে সোনাক্ষী সিনহার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০ (প্রতারণা) ও ৪০৬ নম্বর ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

উত্তর প্রদেশ পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ২০১৮ সালে মঞ্চে অনুষ্ঠান করার জন্য ২৪ লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন সোনাক্ষী সিনহা। কিন্তু, টাকা নিয়েও অনুষ্ঠানে যাননি জনপ্রিয় এই অভিনেত্রী। এই বিষয়ে সোনাক্ষী সিনহার বিরুদ্ধে কাটঘর পুলিশ স্টেশনে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০ (প্রতারণা) ও ৪০৬ নম্বর ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। উত্তর প্রদেশ পুলিশের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ে সোনাক্ষী সিনহার বাসভবনে যায় উত্তর প্রদেশ পুলিশের একটি দল। কিন্তু, সেই সময় বাড়িতে ছিলেন না সোনাক্ষী। প্রতারণার অভিযোগের প্রেক্ষিতে সোনাক্ষীর কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

জয় শ্রীরাম না বলায় মারধর ছাত্রদের, পাথর ছোঁড়ার অভিযোগ বজরঙ্গ দলের বিরুদ্ধে

লখনউ, ১২ জুলাই (হি. স.) : জয় শ্রীরাম না বলায় এবার মাদ্রাসার ছাত্রদের মারধরের অভিযোগ উঠল বজরঙ্গ দলের বিরুদ্ধে। মারধরেই শেষ নয়, পাথরও ছোঁড়া হয় ওই ছাত্রদের দিকে। ঘটনাস্থল উত্তর প্রদেশের উন্নাও। অভিযোগ, উন্নাওয়ে মাদ্রাসা দার-উল-উলুম ফৈজ-ই-আমের ১২ থেকে ১৪ বছর বয়সী কয়েকজন ছাত্র ''জয় শ্রীরাম'' বলতে না-চাওয়ায় তাদের হেনস্থা করে বজরঙ্গ দলের কয়েকজন সদস্য। এ বিষয়ে উন্নাওয়ের জামা মসজিদের মৌলানা নাঈম মিসবাহি শুক্রবার জানিয়েছেন, 'মাঠে ক্রিকেট খেলছিল ওই ছাত্ররা। তখনই কয়েকজন সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদের ''জয় শ্রীরাম'' বলতে জোর করে। ছাত্ররা তা বলতে না চাইলে তাদের ব্যাট ও উইকেট দিয়ে মারধর করা হয়। আমরা জানতে পেরেছি, যারা ছাত্রদের মারধর করেছে এবং পাথর ছুঁড়ে মেরেছে তাদের সঙ্গে বজরঙ্গ দলের যোগাযোগ রয়েছে।' জখম ছাত্রদের মধ্যে একজনের মাথায় গুরুতর আঘাত লেগেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। উন্নাও শহরের সার্কল অফিসার উমেশ চন্দ্র ত্যাগী যদিও এর আগে জানান, 'গভর্নমেন্ট ইন্টার কলেজের ক্রিকেট মাঠে খেলার সময় দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষের সময় জামা মসজিদ মাদ্রাসার তিন ছাত্র জখম হয়েছে। এফআইআর রেজিস্টার হয়েছে। আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখছি।' পুলিশ সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত তিন অভিযুক্তকে শনাক্ত করা গিয়েছে।

ট্রেন চলাচল চালু হল ডুয়ার্স রুটে স্বস্তিতে যাত্রীরাও

ওদলাবাড়ি, ১২ জুলাই (হি. স.) : যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করে বৃহস্পতিবার রাত বারোটা নাগাদ পুনরায় ট্রেন চলাচল চালু হল ডুয়ার্স রুটে। চব্বিশ ঘন্টা বিরতির পর পুনরায় ট্রেন চলাচল চালু হওয়ায় স্বস্তিতে যাত্রীরাও। ঘিস নদীর নবনির্মিত রেলওয়ে আন্ডারপাসের উইং ওয়াল ভেসে বুধবার রাত থেকে এই রুট দিয়ে সমস্ত ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দিয়েছিল উত্তর-পূর্ব সীমান্তের রেল কর্তৃপক্ষ। প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে কাজ করে গতকাল প্রথমে বীরপাড়া থেকে জামশেদপুরগামী ডলোমাইট বোঝাই মালগাড়ি টি পরীক্ষামূলকভাবে চালিয়ে পরিস্থিতি যাচাই করা হয়। এরপর শুক্রবার সকাল থেকে একে একে ট্রেন চলাচল শুরু হয়। তবে ক্ষতিগ্রস্ত আন্ডারপাসের জায়গায় ধীর গতিতে পার করানো হচ্ছে ট্রেনগুলিকে। প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিনের টানা বর্ষণে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গের পাহাড় ও সমতল। একদিকে যখন লিস নদীর বাঁধ ভেঙে হু হু করে জল ঢুকছে মালবাজার মহকুমার সাউগাঁও বস্তিতে। অন্যদিকে ঠিক সেইসময়ই ধসে বিধ্বস্ত হয় সড়ক যোগাযোগ। বৃষ্টির জেরে ব্যাহত হয় ডুয়ার্স রুটে ট্রেন চলাচলও। সাউগাঁও বস্তিতে বহু মানুষ জলবন্দি হয়ে পড়ে। ডুয়ার্সের ওদলাবাড়ির কাছে রেলের আন্ডারপাস জল জমায় ডুয়ার্স রুটের চলাচলও ব্যাহত হয়। ঘুরপথে শিলিগুড়ি থেকে এনজেপি, জলপাইগুড়ি হয়ে আলিপুরদুয়ারে পাঠানো হচ্ছিল ট্রেনগুলোকে। এরপর শুক্রবার সকাল থেকে একে একে ট্রেন চলাচল শুরু হয়। তবে ক্ষতিগ্রস্ত আন্ডারপাসের জায়গায় ধীর গতিতে পার করানো হচ্ছে ট্রেনগুলিকে।

বাংলা ও হিন্দি সাহিত্যে সুফির প্রভাব শীর্ষক একটি কর্মশালা শুক্রবার ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি-নিজস্ব।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

ভারমিলিওন ক্লিফ লাল কেন হয়?

অ্যারিজেনার গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন এবং চীনের ঝাংগি ন্যাশনাল জিও পার্কের রঙধনুর মতো পাহাড়ের রঙ দেখে অবাক হতে হয়। এদের মধ্যে সাধারণ যে জিনিসটি দেখা যায় তা হচেছ লাল রঙের শিলা। এই পাথরগুলো এতো লাল হল কীভাবে? এর কারণ হচ্ছে আয়রণ, এটি অন্য উপাদানের সাথে মিলিত হয়ে এমন খনিজ তৈরি করে যা লাল রঙের মা মরিচার মত হয়।পৃথিবীতে আয়রণ আসে প্রাচীন সুপারনোভা ঘটনার মাধ্যমে, বড় নক্ষত্র শক্তি থেকে দৌড়ে বের য়ে আসে এবং মারা যায়। এই তারার পতনের ফলে তারা প্রচুর পরিমাণে নতুন শক্তি নির্গত করে। এর ফলে অনেক উৎপান মিলিত হয় এবং ভারী উপাদান তৈরি করে, যার মধ্যে আয়রনও থাকে।

অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতাত্ত্বিক বিভাগের সহযোগী বিভাগীয় প্রধান এবং জ্যেষ্ঠ প্রভাষক জেসিকা কেপ বলেন, এই ধরনের পতনে ফলে প্রচুর শক্তি নির্গত হয়, এই পতিত তারা বাহ্যিকভাবে বিস্ফোরিত হয় এবং উপাদানগুলো পাঠায়। যখন পৃথিবী গঠিত হয় তখন আয়রন সহ এর চারপাশের উপাদান গুলোর গুচ্ছকে আকড়ে ধরে। প্যানসিলভেনিয়া স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্বের অধ্যাপক টেরি এনজেন্ডার বলেন, পৃথিবীর প্রথম দিকে আর্কিয়ান যুগে বায়ুমণ্ডলে খুব কম অক্সিজেন ছিল। অক্সিজেন ছাড়া আয়রণজলের মধ্যে দ্রবীভূত হয়ে যায়। একারণেই পৃথিবীর প্রথম আর্কিয়ান মহাসাগরে প্রচুর পমিাণে আয়রণ দ্রবীভূত থাকে। যদি ফটোসিন্থেসিস এর মাধ্যমে এককোষী জীবগুলো অক্সিজেন উৎপন করা শুরু করে। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যেখান সুর্যের আলো ব্যবহৃত হয় জল এবং কার্বনডাইঅক্সাইড এর মধ্যকার প্রতিক্রিয়াকে শক্তি সরবরাহের জন্য যাকার্বহাইড্রেট বা অক্সিজেন তৈরিতে ভূমিকা রাখে।

এই অক্সিজেন সমুদ্রে যায় এবং আয়রণের সাথে মিলিত হয় এবং আয়নর অক্সাইড নামক খনিজ যেমন হারমাটাইট যা প্রায়ই লালরঙের হয় এবং ম্যাগনেটাইট সৃষ্টি করে।

কেপ বলেন, জারণ প্রক্রিয়া মরিচা হওয়া খুব সাধাণ বিষয়, যেখানে বাতাসে ধাতুর সাথে প্রতিক্রিয়া দেখায় এবং মরিচা তৈরি হয়। পাহাড়ের শিলায় হারমাটাইট এবং ম্যাগনেটাইট এর মত খনির্জের সামান্য দানা থাকে যার মধ্যে আয়রণ থাকে। এই খনিজগুলোতে জারণ হয় এবং মরিচা পরে, যা পাহাড়কে লাল করে তুলে। এনজেন্ডার বলেন, এই খনিজের সৃস্টির ফলেই ডোরাকাটা আয়রণ গঠিত হয়, যা পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আয়রণের ভান্ডার। আয়রনের গঠন ডোরাকাটা হওয়ার কারণ হচ্ছে, হারমাটাইটের স্তরের মাঝে সিলিকার স্তর থাকে, যা পাললিক শিলার স্তরের মাঝে চিল প্রায় প্রাচীণ আর্কিয়ান থেকে মধ্য প্রোটেরোজিয়িক যুগে। ডোরাকাটা আয়রনের গঠন দেখা যায় ব্রাজিল এর ক্যারাজেস এ, কানাডার লেক সুপেরিওরএ, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার হেমারসলে বেসিন এ, উত্তর চিনে এবং সিনেসোটা এর মেসাবি আয়রণ রেঞ্জ এ।

অ্যারিজোনা এর ভারমিলিয়ন ক্লিফ এর লাল রঙ আসে আয়রণসমৃদ্ধ খনিজ থেকে যা এর পাশের পাললিক শিলায় ছড়ানো থাকে। কেপ বলেন, লাল বেলে পাথর পশ্চিম আমেরিকায় খুবইকমন।এদের পাওয়া যায় স্যাডোনা, অ্যারিজনা এবং ক্যালিফোনিয়ার মোজাভ মরুভূমিতে রেড রক ক্যানিয়ন স্টেট পার্কএ। মন্টানা, কলোরাডো এবং গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের রেড ওয়াল লাইমস্টোন ক্লিফ ও লাল শিলায় গঠিত।

তোমার স্বামী হয়ে গর্বিত টুইটারে প্রিয়াঙ্কাকে বার্তা নিকের

মহানগর ওয়েবডেস্ক: খুব কম মানুষই আছেন যারা ভালোবাসার মানুষ খুঁজে পান এবং তাঁদের সঙ্গে সারা জীবন কাটান। তার মধ্যে অন্যতম হলেন নিক-প্রিয়াঙ্কা। তবে প্রিয়াঙ্কাকে নিক যে কতটা ভালোবাসেন তা তিনি প্রকাশ করে ফেললেন সর্বসমক্ষে। জানান, প্রিয়াঙ্কা আমার ভালোবাসা। গর্ববোধ হয় যে আমি প্রিয়াঙ্কার স্বামী। বন্ধুত্ব থেকে শুরু হওয়া যাত্রাটা যে কবে প্রেমে পরিণত হয়ে গেল জানি না। এরপর দেখা সাক্ষাত করা, তারপর বিয়ে। এইসব কিছুতে জীবন আনন্দে ভরে উঠেছে।তিনি লেখেন, আমার বন্ধুদের মধ্যে একজন ছিলেন মহিলা। ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে কথা শুরু হয়। তারপর প্রিয়বন্ধু, আমার বিশ্বাস, আবেগ এবং আমার সুন্দর বউ হয়ে ওঠে। তবে এখানেই শেষ হয়নি নিকের প্রেমের কাহিনী। পপস্টার আরও জানান, এক বছর আগে আমার বন্ধুদের সঙ্গে "বিউটি অ্যান্ড দি বিস্ট" ছবি দেখতে যাই। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন প্রিয়াঙ্কা। বন্ধু থেকে যে আমার বউ হয়ে উঠবে তা জানা ছিল না। আমাদের যাত্রাটা যেন সারাজীবন এভাবেই কাটে।

প্রিয়াঙ্কাকে উদ্দেশ্য করে তিনি লেখেন, প্রতিদিন তুমি আমার মুখে হাসি ফোটাও। আমাকে অনুপ্রাণিত কর আরও ভালো কিছু নিজের মধ্যে আনার জন্য। আমাকে তুমি বেস্ট তৈরি করতে চাও। গর্বিত বোধ করি যে আমি তোমার স্বামী। আমি তোমাকে ভালোবাসি প্রিয়াঙ্কা। তবে নিক-প্রিয়ঙ্কার ভক্তরা তাঁদের নাম দিয়েছেন "নিয়াঙ্কা"। এই নামে বেশ কিছু দুজনেই। ২০১৮-এ যোধপুরে সাত পাকে বাঁধা পড়েন "নিয়াঙ্কা"। হিন্দু এবং খ্রিষ্টান রীতি মেনেই দুজনের বিয়ে সম্পূর্ন হয়।

মিথ্যে বললেই ধরে ফেলবে মোবাইল

আছি এক জায়গায় কিন্তু বলছি অন্য জায়গায় কথা। মোবাইলে এমন মিথ্যা বলার দিন এবার শেষ হচ্ছে। নিজের সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়ে অন্যকে হয়রানি বা অলস বসে থেকে অন্যের কাছে ব্যস্ত মানুষেণ ভান ধরে আর পার পাওয়া যাবে না।

বিজ্ঞানীরা এমন এক স্মার্টফোন আবিষ্কার করেছেন যেটাতে চ্যাট বা কথা বলার সময় এসব সস্তা ছলচাতুরি আর চলবে না। ফোনের অন্যদিকে যিনি আছেন, তাকে কোনোরকম মিথ্যে কথা বললে সঙ্গে সঙ্গেই তা ধরে ফেলবে সেই স্মার্টফোন। বিশেষ প্রযুক্তিসমৃদ্ধ ওই স্মার্টফোনের সাহায্যেই কে সত্যি বলছে, কে মিথ্যে বলছে তা ধরে ফেলা যাবে। শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের এক গবেষণা ম্যাগাজিনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিষয়টি এখনও গবেষণার স্তরে থাকলেও অদূর ভবিষ্যতে তা কার্যকরী হবে বলে আশা করছেন বিজ্ঞানীরা।

কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষক দল এ গবেষণা চালাচ্ছে। তারা একটি অ্যাপ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। এই অ্যাপটি স্মার্টফোনে ডাউনলোড করে নিলেই ফোনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে লাই ডিটেক্টর হিসেবে কাজ করবে।

বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন যে, কোনো ব্যক্তি মিথ্যে বলছেন কিনা, তা মোবাইলে কী ভাবে সোয়াইপ করছেনপ বা ট্যাপ করছেন, তার থেকেই বোঝা যাবে। টাইপ করার সময় কেউ মিথ্যে বললেও টাইপিং এ বেশি সময় লাগে বলে সমীক্ষা চালিয়ে দেখছেন বিজ্ঞানীরা।

বিজ্ঞানের ভাষায় অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম

আপনার সমস্যাটা বড় কোনো সমস্যা নয়। তবে অবশ্যই বিব্রতকর ও অস্বস্তিকর। আরো কিছু তথ্য জানার ছিলো। যেমন কতোদিন যাবৎ সমস্যা, সমস্যা শুরু হওয়ার আগে পরে অন্য কোনো ঘটনা বা অসুখ হয়েছিলো কিনা? কখনো খিঁচুনি হয়েছে কিনা? অন্য কোনো ওষুধ খেতে হয় কিনা? আপনার সমস্যাটা বড় কোনো সমস্যা নয়। তবে অবশ্যই বিব্রতকর ও অস্বস্তিকর। অরো কিছু তথ্য জানার ছিলো। যেমন কতোদিন যাবৎ সমস্যা, সমস্যা শুরু হওয়ার আগে পরে অন্য কোনো ঘটনা বা অসুখ হয়েছিলো কিনা? কখনো খিঁচুনি হয়েছে কিনা? অন্য কোনো ওষুধ খেতে হয় কিনা? বাড়ির বাইরে বের হওয়া এবং গাড়িতে ওঠা ছাড়া অন্য সময়গুলো কেমন থাকে। তখন কোনো সমস্যা হয় কিনা? যেকোনো চাপ সামলানোর ক্ষমতা কতটুকু? মানসিক চাপের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার পদ্ধতিগুলো কেমন এব কতটুকু কার্যকর?

যা হোক, প্রতিটি মানুষের একটা সাধারণ প্রতিক্রিয়া হলো, যখন মানুষ চাপে পড়ে তখন মনের অজান্তে কিছু বিষয় কাজ করতে থাকে। বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম। অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম হলো, এমন একটি পদ্ধতি যেটি অটো অটো অর্থাৎ নিজে থেকেই কাজ করতে থাকে। যার কাজের মধ্যে হচ্ছে শ্বাসপ্রশ্বাস মেইনটেইন করা, পায়খানা প্রশ্রাব কন্ট্রোল করা, গরম ঠান্ডার অনুভবগুলোকে বোঝা, ভয় রাগ দুঃখ সহ আবেগগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা।হঠাৎ কোনো ভয় বা ভয়ের কারণে এই অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেমের একটি অংশ দ্রুতই একটিভ হয়ে যায় বা প্রভাব বিস্তার করে। তখন মানুষের এমন সমস্যা হতে পারে। এটি কোনো কোনো মানসিক রোগের কারণেও হতে পারে। একবার দুবার হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু আপনি যেভাবে লিখেছেন তাতে মনে হচ্ছে আপনার ক্ষেত্রে বারবারই হচ্ছে এবং এসমস্যাটি আপনাকে খুবই ভোগাচ্ছে। যদি আপনার অন্য কোনো শারীরিক সমস্যা না থাকে এবং উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে আপনার খুব কিছু বলার না থাকে তবে, আপাতত আপনি সকালে টেবল্যাট নেক্সিটাল ৫ মিগ্রা নাস্তার পর খেতে পারেন। আপনার সমস্যা কমবে। হাপানী বা ডায়াবেটিস না থাকলে সাথে ট্যাবলেট ইনডেভার ১০ মিগ্রা, সকালে ও রাতে একটা করে খেতে পারেন। বিশেষমুহূর্তে নিজের আবেগ বা আবেগ জনিত সমস্যাগুলো কমানোর জন্য আরো অনেক কার্যকর পদ্ধতি রয়েছে। যেহেতু আপনি চট্টগ্রামে থাকেন, সেহেতু চেষ্টা করবেন সরাসরি সেখানে কারো সঙ্গে দেখা করে উপযোগ্য কোনো সাইকোথেরাপি বা রিলাক্সেশন পদ্ধতি শিখে নেওয়ার। সব সময় মনে রাখবেন সরাসরি ডাক্তরের সাথে কথা বলে চিকিৎসা নেওয়াই ভালো। কারণ অন্যকোনো সমস্যা, প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নেওয়া যায়।

জিমেইলে পাঠানো বার্তা পড়ছে অন্য কেউ

জিমেইল ব্যবহার করে যে বার্তা পাঠানো কিংবা গ্রহণ করা হচ্ছে, তা কেবল মেশিনই না, কখনও কখনও থার্ড পার্টি বা তৃতীয় পক্ষের অ্যাপ ডেভেলপার পড়েছেন বলে নিশ্চিত করেছে সার্চ জায়ান্ট গুগল। থার্ড পার্টি অ্যাপ বলতে অফিসিয়াল অ্যাপ ছাড়া তৃতীয় কোনো নির্মাতার অ্যাপকে বোঝানো হয়। যেমন আপনি যদি ফেসবুক, গুগল কিংবা টুইটারের অ্যাপ প্লে স্টোরে খোঁজেন, তবে দেখবেন তাদের নিজস্ব অ্যাপ ছাড়াও বিভিন্ন অ্যাপ সেখানে রয়েছে। যেগুলো অন্যান্য ডেভেলপারের তৈরি। এগুলোই হচ্ছে থার্ড পার্টি অ্যাপ। অন্য কথায় কোনো কাজের কিংবা সার্ভিসের জন্য আগে থেকেই তৈরি অফিসিয়াল অ্যাপ থাকার পরও একই কাজের জন্য থার্ড পার্টি ডেভেলপাররা যেসব অ্যাপ বানান সেগুলোই থার্ড পার্টি অ্যাপ। এই তৃতীয় পক্ষের অ্যাপের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা অসচেতনভাবে তাদের কর্মীদের জিমেইলের বার্তা পড়ার অনুমতি দিয়েছেন। ওয়ালস্ট্রিট জার্নালকে একটি কোম্পানি জানিয়েছে, এটি খুবই স্বাভাবিক চর্চা। যেটি খুবই নোংরাভাবে গোপন রাখা হয়। কিন্তু এ ধরনের চর্চা তাদের নীতিমালার বাইরে নয় বলে আভাস দিয়েছে গুগল। একজন নিরাপত্তা বিশ্লেষক বলেন, এটি খুবই বিস্ময়কর যে গুগল ধরনের চর্চার অনুমতি দিয়েছে। ইমেল সেবায় পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে জিমেইল। ১৪০ কোটি লোক এ সেবা ব্যবহারকরেন।

বাবা নন, অক্ষয় কুমারের ছেলের স্টাইল আইকন কি সলমন খান

ওয়েবডেস্ক: প্রশ্নটা উঠছে। কারণ, অক্ষয় কুমারের ছেলে আরব ভাটিয়ার সদ্য একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়া এসেছে। সেই ছবিতে তার চুলের স্টাইল প্রশ্নটা উস্কে দিয়েছে।এমনিতে ছেলেকে মিডিয়ার ছোঁয়া থেকে দূরেই রাখতে চান অক্ষয়। ছেলে সিনেমায় আসবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে এড়িয়ে গিয়েছেন তিনি। ১৬ বছরের আরব বিদেশে পড়াশুনা করছে।যতই মিডিয়া থেকে ছেলেকে দূরে রাখুন অক্ষয়, বিদেশ থেকে বাড়ি ফেরার সময় ক্যামেরায় ধরা পড়ে গেল সে। লন্ডন থেকে ফিরে মায়ের সঙ্গে বিমানবন্দর থেকে বাড়ির দিকে যাচ্ছিল। ছবিটা সোশ্যাল মিডিয়ার শেয়ার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাইরাল হয়ে গেল। কারণটা কী?একটা কারণ বলা যেতেই পারে তা হল আরবের চুলের স্টাইল। সলমনের "তেরে নাম" ছবির মতো। ওই ছবির প্রথম অর্ধ ধরে সলমনের চুলের স্টাইল ঠিক যেমন ছিল, সে রকমই চুল রেখেছে আরব। তাই প্রশ্ন উঠছে, বাবা নন, অক্ষয়ের ছেলের স্টাইল আইকন কি সলমন।

হ্যারি পটারের জগত জন্মদিন পালন শিল্পা শেট্টির ছেলে ভিয়ানের

অমরনাথ,মুম্বইঃ ২০১২ সালে জন্ম। এই বিশেষ দিনেই ছেলে হিসেবে ভিয়ানকে পেয়েছিলেন অভিনেত্রী শিল্পা শেট্টি ও রাজকুন্দ্রা। ছেলে আজ ৭ বছরের, আর তাই এই বিশেষ দিনটিকে আরো স্পেশাল করে তুলতে অভিনেত্রী বার্থডে পার্টির থিম রেখেছেন শৈশব জগতের প্রিয় চরিত্র হ্যারি পটারের উপর। আর এই পার্টির মাধ্যমে শিল্পা শেট্টির ঘরে হ্যারি পটারের জগত-এর দর্শন করতে নিজের খুদে তারকাদের সাথে উপস্থিত হন সলমন খানের বোন অর্পিতা খান শর্মা, ফারাহ খান, তাহিরা কাশ্যপের মতো বলিউডের একাধিক তারকা।

বিশ্বের সবথেকে ছোট গাড়ি!

যদি প্রশ্ন করা হয় এই মুহূর্তে বিশ্বের প্রথম সব থেকে ছোট গাড়ি কোনটি? এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্ত কত? আপনি ঢোঁক গিলে তরিঘড়ি করে আপনার হাতের স্মার্টফোনটি ঘাঁটতে শুরু করে দেবেন।

তবে আপনাকে বলি এই মুহূর্তে বিশ্বের সর্বপ্রথম ছোটগাড়ির নাম পিল পি -৫০'। একদম ছোটখাটো দেখতে পুচকে মতন গাড়িটি দেখলে আপনি চমকে যাবেন। গাড়ি এরকমও হয়।

এই গাড়ি তৈরির ইতিহাস অনেকটাই চমকপ্রদ। যতদূর জানা যায়, গাড়িটি প্রথম তৈরি করা হয়েছিল ১৯৬২ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে। ব্রিটেনের পিল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি এটি তৈরি করেছিল।

২০১০ সালে গিনেস বুকের রেকর্ডের তালিকায় নাম লিখিয়েছিল পিল। পিল পি ৫০ তৈরি করা হয়েছিল শহরের সীমিত দূরত্বের মধ্যে চলাফেরার জন্য। এরদৈর্ঘ্য ছিল ৫৪ ইঞ্চি এবং প্রস্থ ৩৯ ইঞ্চি। ওজনও ছিল মাত্র ৫৯ কিলোগ্রাম। এতে কোনো ব্যক গিয়ার বা রিভার্স গিয়ার ছিল না। তবে গাড়ি ছোট হওয়ায় একটা সুবিধাছিল, চালক চাইলে পুরো গাড়িটা হাতে তুলে পিছনে টেনে নিয়ে যেতে চারতেন। গাড়িটির বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল, গাড়িটির ডিজাইন করা হয়েছে একজন মানুষ আর একটি শপিং ব্যাগ বহনের উপযোগী করে। এছাড়াপিল গাড়ির মাত্র একটি দরজা আর একটি উইন্ড স্ক্রিন ওয়াইপার। ওজন কম হওয়ায় এটাও একটা কারণ। পিল সংস্থা এই গাড়িটি খুব বেশি তৈরি করেনি। মাত্র ৫০ টি তৈরি করেছিল। পরে ২০১০ সালে আবার নতুন করে এই গাড়ি তৈরি করা শুরু হয়।

স্যাটেলাইটের ১৩ তথ্য

ভারত দক্ষিণ এশীয় স্যাটেলাইট জিস্যাট-৯ এর সফল উৎক্ষেপণ করেছে গত শুক্রবার। অন্ধ্র প্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে ওই দিন বিকেলে উপগ্রহটি উৎক্ষেপণ করা হয়।

এই স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকে ভারতের আঞ্চলিক শক্তি ওপ্রভাবের প্রদর্শন হিসেবে ব্যাপকভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে এইস্যাটেলাইটের নামকরণ করা হয় সার্ক স্যাটেলাইট। তবে পাকিস্তান এই প্রকল্পে অংশ না নেওয়ার ঘোষণা দেওয়ার পর এবং বিরাট এই প্রকল্পে আফগানিস্তানের সঙ্গে চুক্তিতে পৌঁছা সম্ভব না হওয়ার পর এর নাম পরিবর্তন করা হয়। দক্ষিণ এশীয় স্যাটেলাইট সম্পর্কে ১৩ টি তথ্যনিচে তুলে ধরা হলো:

১. জিস্যাট-৯ থেকে পাওয়া তথ্য নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ভাগাভাগি করা হবে।

২. অংশগ্রহণকারী দেশগুলোতে ওই কৃত্রিম উপগ্রহের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য অন্তত একটি করে ট্রান্সপন্ডার থাকবে। এতে করে অংশগ্রহণকারী দেশগুলো একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে।

৩. ১২ বছর মেয়াদকালে এইস্যাটেলাইট থেকে অংশগ্রহণকারী দেশগুলো আর্থিক মানদণ্ডে আনুমানিক ১০ হাজার কোটিরুপির সুবিধা পাবে।

৪. ওই স্যাটেলাইটের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য অংশগ্রহণকারী দেশগুলোকে নিজেদের দায়িত্বে স্থল অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে। তবে এই অবকাঠামো নির্মাণে ভারত সহায়কা করবে।

৫. এই স্যাটেলাইট অংশগ্রহণকারী দেশগুলোকে হটলাইন সুবিধাদেবে।

এছাড়া ভূমিকম্প, সাইক্লোন, বন্যা এবং সুনামি প্রবণ এই অঞ্চলে দুর্যোগের সময় তথ্য দিয়ে সহায়তা করবে।

৬. দুই হাজার ২৩০ কেজি ওজনের এই স্যাটেলাইটটি তিন বছর ধরে তৈরি করা হয়েছে। এটি পুরোপুরি একটি যোগাযোগ স্যাটেলাইট। এতে ব্যয় হয়েছে ২৩৫ কোটি রুপি। এই স্যাটেলাইট মিশনের মেয়াদ ১২ বছরের বেশি।

৭. ৫০ মিটার দীর্ঘ ও প্রায় ৪১২ টন ওজনের একটি রকেট এই দক্ষিণ এশীয় স্যাটেলাইটটি উৎক্ষেপণ করে।

৮. ২০১৪ সালের ৩০ জুন ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থাকে (আইএসআরও) একটি স্যাটেলাইট তৈরির প্রস্তাব দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি; যে স্যাটেলাইটটি প্রতিবেশীদের জন্য উৎসর্গ করা হবে 'উপহার' হিসেবে।

৯. নিজেদেরই মহাকাশ কর্মসূচি রয়েছে উল্লেখ করে প্রস্তাবিত সার্ক স্যাটেলাইটে অন্তর্ভূক্ত না হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় পাকিস্তান। এ পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৫ সালের ২২ জুনের সভায় মোদির ওই প্রচেষ্টাটি ধাক্কা খায়।

১০. এই কর্মসূচির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়, 'দক্ষিণ এশীয় স্যাটেলাইট'। এই কর্মসূচিতে পাকিস্তানের ভেটো দেওয়ার অনুমোদন দেওয়াহয়নি।

১১. ভারতের প্রতিবেশী তিনটি দেশের এরই মধ্যে পূর্ণাঙ্গ যোগাযোগ স্যাটেলাইট রয়েছে। দেশ তিনটি হলো পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান। চলতি বছরের শেষের দিকে বাংলদেশ প্রথম স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করতে যাচ্ছে।

১২. বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই স্যাটেলাইটের আওতায় না থাকায় 'পাকিস্তান একটি সুযোগ হারাল', কারণ দেশটির নিজেদের মহাকাশ কর্মসূচি ভারতের তুলনায় নিতান্তই প্রাথমিক ধাপে রয়েছে। যদিও ভারতের চেয়ে পাঁচ বছর আগে ইসলামাবাদ তার প্রথম রকেট উৎক্ষেপণ করে এবং পাকিস্তানের স্পেস অ্যান্ড আপার অ্যাটমোসফেয়ার রিসার্চ কমিশন ভারতের আইএসআরও থেকে অনেক আগে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১৩. প্রতিবেশী দেশগুলোর ওপর চীনেরক্রমবর্ধমান প্রভাবের প্রতিক্রিয়ায় ভারত দক্ষিণ এশীয় স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের পরিকল্পনা করে।

জাপান ভ্রমণের গাইড রোবট

জাপান ভ্রমণে পর্যটকদের সহায়তা করছে শার্পের 'রোবোহন' রোবট। মানুষের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত কথোপকথন চালাতে পারে ছোট এই রোবটটি। আপাতত শুধু জাপানের বাজারেই রোবটটি উন্মুক্ত করেছে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান শার্প।

এবারদেশটিতে পর্যটকদের কাছেও ভাড়াদেয়া হচ্ছে রোবটটি। গ্রাহকের সেলফোনের সম্ভাব্য বদলি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে 'রোবোহন।' অ্যামাজনের অ্যালেক্স, অ্যাপলের সিরি যেখানে গ্রাহককে আবহাওয়ার তথ্য এবং অন্যান্য খবর জানায় সেখানে রোবোহন গ্রাহকের সঙ্গী হিসেবে কাজ করে।

জিপিএস দিয়ে গ্রাহকের ভ্রমণ পর্যবেক্ষণ করে রোবোহন। গ্রাহক কোথায় আছেন তার ওপর ভিত্তি করে তিনি কী করবেন তার পরামর্শ দিয়ে থাকে রোবটটি।

সম্প্রতি জাপানের টোকিও ভ্রমণের সময় রোবটটি এক সপ্তাহ ব্যবহার করেছেন সিএনবিসির এক প্রতিবেদক।

হানেদা এয়ারপোর্টে বাড়ায় পাওয়া যাচ্ছে রোবোহন। রোবটটির প্রতিদিনের ভাড়া বলা হয়েছে ১২ কোটি মার্কিন ডলার। কিন্তু দীর্ঘ সময়ের জন্য ভাড়া নিলে কিছু ছাড় দেয়া হবে।

সিএনবিসির প্রতিবেদক যখন রপ্পোংগি এলাকার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন রোবটটি তাকে কাছেই মামান স্পাইডার স্কাল্পচারের শৈল্পিক ছবি' তোলার পরামর্শ দেয়, আবার টোকিও স্টেশন দিয়ে যাওয়ার সময় রেলওয় স্টেশনটির সাম্প্রতিক সংস্কার নিয়ে কথা বলা শুরু করে রোবোহন। গ্রাহক একা থাকলে সহায়ক এই সঙ্গী রোবটটি তার জন্য ছবি তুলে দেবে এবং কমান্ড শুনে নাচতে পারে বলেও জানানো হয়েছে ।

গভীরে ক্রমশ বিলীন হয়ে যাচ্ছে টাইটানিক!

সমুদ্রের গভীরে ক্রমশ বিলীন হয়ে যাচ্ছে এক দীর্ঘ প্রেমের উপন্যাস। সামুদ্রিক ব্যাকটেরিয়া কুরে কুরে খাচ্ছে টাইটানিকের কঙ্কাল। গবেষকরা বলছেন,বছর২০ এর মধ্যেইপুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে টাইটানিক। নীল সমুদ্রের বুক চিরে এগিয়ে চলেছে পৃথিবীর অন্যতম সেরা বিলাসবহুল জাহাজ। যাত্রী সংখ্যা ২২২৪ । কিন্তু সেই যাত্রাই যে শেষ যাত্রা হবে....! সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা। হিমশৈলের চূড়ায় ধাক্কা লেগে জাহাজের পাটাতন ফুটো হয়ে যায়। ধীরে ধীরে সলিল সমাধি। আতলৌন্তিকের গাড় নীল শীতল জলের নিচে আরও ঘুমিয়ে রয়েছে টাইটানিকের। কঙ্কাল। বিজ্ঞানীরা বলছেন, আর মাত্র বছর ২০ অপেক্ষা। এরপর সমুদ্রের নিচে ঘুয়িয়ে থাকা টাইটানিক হারিয়ে যাবে। পর্যাপ্ত আলোর অভঅব, জলের নীচে তীব্র চাপে ক্ষ যাচ্ছে। লোহার পাত। জলেরতলায় তৈরি হওয়া ব্যাকটেরিয়ায় জং পড়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে টাইটানিক। ২০১০ সালে এই ব্যাকটেরিয়া প্রথম নজরে আসে বিজ্ঞানীদের। ডালহৌসি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের প্রথম নজরেআসে। টাইটানিককে কুরে কুরে খাচ্ছে হ্যালোমানাস টাইটানইব্যাকটেরিয়া। নিকেষ কালো জলেরতীব্র চাপ সহ্য করেও এই ব্যাকটেরিয়া বেঁচে থাকে। ১৯১২ সালে অসংখ্য যাত্রী নিয়ে ইংল্যাড থেকে যাত্রা শুরু করেছিল টাইটানিক। তখন কেউ কল্পনাও করতে পারননি কী পরিণতিটাই না অপেক্ষা করছে পৃথিবীর সবথেকে বিলাসবহুল জাহাজটির। গভীর সমুদ্রের তলদেহে ঘুমিয়ে রয়েছে কত স্বপ্ন। প্রেম, ভালোবাসার ইতিহাস। কিন্তু তা আর কতদিন? টাইটানিকের কঙ্কালে যে বাসা বেধেছে সামুদ্রিক ব্যাকটেরিয়া। ঘুমিয়ে থাকা সব স্বপ্নই শেষ করে দেওয়ারকাজ শুরু করেছে সামুদ্রিক গুণপোকারা।

তরঙ্গ শক্তি স্থানান্তরের মাইক্রোচিপ উদ্ভাবন

তরঙ্গের মাধ্যমেই আমাদের পরিচিত আলোক শক্তি, শব্দ শক্তি ইত্যাদি সঞ্চালিত হয়। আর তরঙ্গ শক্তি স্থানান্তরিত করে। সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দল গবেষক এমন একটি মাইক্রোচিপ তৈরি করেছেন যা আলোর তরঙ্গকে শব্দ তরঙ্গে রূপান্তর করতে সক্ষম। মাইক্রোচিপটি আলো হিসেবে সঞ্চিত তথ্য ধীরে ধীরে এবং আরও কার্যকরীভাবে দ্রুত প্রসেস করতে সক্ষম। সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দলটি তাদের গবেষণা জার্নালটি 'নেচার কমিউনিকেশনে' প্রকাশ করেছেন। এই দলে আছেন মরিসত মারক্লিন ও ডক্টর ব্রিজিট স্টিলার।

দূর থেকে কোনো তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে আলো তরঙ্গ বেশ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এর একটি দুর্বল দিক হল শব্দ তরঙ্গের তুলনায় এর গতি কম।

ফলে এটি কম্পিউটার ও টেলিযোগাযোগ সিস্টেমের জন্য সংরক্ষিত তথ্য প্রসে করাকে কঠিন করে তোলে। এ কারণে শব্দ তরঙ্গ অথবা আলো থেকে পরিণত শব্দ তরঙ্গে তথ্য চলাচলের কাজ দ্রুত হয়। গবেষকদের মাইক্রোচিপটি আলো তরঙ্গ থেকে তথ্য পাঠাতে যে সময় প্রয়োজন হয় সে সময়ের চেয়ে কম সময়ে শব্দ তরঙ্গতে রূপান্তরিত করে। যা আলো তরঙ্গ থেকে বহু গুণ দ্রুত কাজ করে।

গবেষকদের মতে, বর্তমান সময়ের ল্যাপটপগুলোর চেয়ে আলোর তরঙ্গ ভিত্তিক বা ফোটোনিক কম্পিউটারগুলো ২০ গুণ বেশি দ্রুত গতিতে চলতে পারবে।

ডক্টর ব্রিজিট স্টিলার বলেন, শব্দ তরঙ্গ রূপান্তরের মাইক্রোচিপটি আলোর তুলনায় ৫ গুণ দ্রুত কাজ করে। এ ছাড়া এটি আলো তরঙ্গের মতো অধিক তাপ উৎপাদন করে না। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কম্পিউটার প্রযুক্তিও দ্রুত উন্নত হচ্ছে। তবে ডিভাইসগুলো তাপ নিয়ন্ত্রণ করা নিয়ে ঝামেলা পোহাতে হয়। শব্দ তরঙ্গ ব্যবহার করলে তাপবিষয়ক সমস্যা থেকে অনেকটা সমাধান পাওয়া যাবে বলে বিশ্লেষকদের ধারণা।

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ মানুষের কল্যাণে কাজ করে গেছে এবং সবসময় জনগণের পাশে থেকেছে : শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, জুলাই ১২।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বলেছেন, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ দেশের জনগণকে অবহেলা করে দেশ পরিচালনা করে না বরং মানুষের কল্যাণে কাজ করে গেছে এবং সুখ, দু:খে সবসময় জনগণের পাশে থেকেছে।

তিনি বলেন,আমরা মানুষকে অবহেলা করে কখনও দেশ পরিচালনা করিনি। মানুষের সুখ, দু:খের সাথী হয়ে বিপদে তাঁদের পাশে দাঁড়ানো আর মানুষের কল্যাণে এবং উন্নয়নে কাজ করেছে।তিনি বলেন,এই নীতি নিয়েই আমরা কাজ করি বলেই আজকে দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।উন্নয়নের এই ধারাটা যেন বজায় থাকে সেজন্য সকলকে একযোগে কাজ করে যাওয়ার ও আহবান জানান প্রধানমন্ত্রী।

শেখ হাসিনা শুক্রবার বিকেলে তার সরকারী বাসভবন গণভবনে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদ এবং কেন্দ্রিয় কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকের সভাপতিত্বকালে একথা বলেন।তিনি বলেন,কাজেই আমরা এটাই চাইব যে, আমাদের এই রাজনৈতিক দল, যে দল জনগণের কথা বলার মধ্যদিয়ে গড়ে উঠেছিল। আর যে দলটিকে সুসংঘঠিত করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। সেই স্বাধীনতার সুফল প্রত্যেক মানুষের ঘরে পৌঁছাবো।তিনি বলেন, মানুষের জীবন-মান উন্নত হবে, এই বাংলাদেশের একটি মানুষও দরিদ্র, গৃহহারা থাকবে না, বিনা চিকিৎসায় কষ্ট পাবে না এবং সার্বিকভাবে এই দেশ হবে একটা উন্নত সমৃদ্ধ দেশ।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, হ্যাঁ আমরা খুব বড় বড় দেশের মত দৃশ্যত উন্নয়ন হয়তো করতে পারবো না। কিন্তু আমাদের প্রতিটি মানুষই তাঁর জীবনটাকে অর্থবহ করবে, দারিদ্রের হাত থেকে মুক্তি পাবে, সুন্দরভাবে বাঁচতে পারবে, তাঁদের জীবনের লক্ষ্যগুলো অন্তত পূরণ হবে। সেইভাবে আমাদের দেশকে আমরা উন্নত সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে চাই। যেটা জাতির পিতার স্বপ্ন ছিল।তিনি এ সময় '৭৫ এর ১৫ আগষ্টের বিয়োগান্তক ঘটনা স্মরণ করে বলেন, জাতির পিতা যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ গড়ে তুলে যেভাবে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন তাতে তিনি জীবিত থাকলে আর ৫/৬ বছরের মধ্যেই বাংলাদেশ উন্নত হত। কিন্তু, ঘাতকরা তা হতে দেয়নি।তিনি বলেন, তাঁরা জাতির পিতাকে সপরিবারে কেবল হত্যাই করেনি দেশের গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে ধূলিস্মাৎ করে দেশের অগ্রগতির সব পথ রুদ্ধ করে দিতে চেয়েছিল। কারণ জাতির পিতার হত্যাকারীরা কোনদিন এ দেশের স্বাধীনতাতেই বিশ্বাসী ছিল না। তাইতো তারা ইতিহাস বিকৃতির ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে।

আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে বাংলাদেশ আবার বিশ্বে তাঁর হৃত গৌরব ফিরে পেয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন,আমরা ধাপে ধাপে এগিয়ে এ পর্যন্ত এসেছি। একটি লক্ষ্যস্থীর করে নিয়মের মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে যে সব কিছুই অর্জন করা সম্ভব সেটা আমরা প্রমাণ করেছি।তিনি বলেন, গত ১০ বছরে আমরা উন্নয়নের গতিধারা ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে এসেছি বলেই হোঁচট খাই নাই বা পিছিয়ে যাই নাই। বা হঠাৎ করে আমরা বড় লাফ (জাম্প) করতে যাইনি। যে কারণে টেকসই উন্নয়নের পথে এগিয়েছে বাংলাদেশ।শেখ হাসিনা দৃঢ় ন্ট্রে বলেন, আমরা বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার একটি উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়তে চাই। সে পরিকল্পনাও আমাদের রয়েছে।তিনি এ সময় দলের উপদেষ্টাদের দলের 'থিংক ট্যাংক' আখ্যায়িত করে তাঁদেরকে আরো সক্রিয় হবার আহবান জানান।

দেশব্যাপী অতি বর্ষণ চলতে থাকায় তাঁর সরকার পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে এবং যেকোন প্রয়োজনে তড়িৎ পদক্ষেফ গ্রহণ করছে উল্লেখ করে সরকার প্রধান, দেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং মোকাবেলায় তাঁর সরকারের প্রস্তুতি ও সাফল্য তুলে ধরেন।এ সময় ৯১ এর ঘূর্ণিঝড়ের স্মৃতিচারণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের যেকোন দুর্যোগ মোকাবেলায় আওয়ামী লীগ সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সে সময় সরকারের কোনরুপ পদক্ষেপ গ্রহণের আগেই বিরোধী দলে থাকা আওয়ামী লীগ দুর্গত জনগণের পাশে এসে দাঁড়ায়।তখনকার সরকার প্রধান হিসেবে খালেদা জিয়ার ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী।

দেশের বিভিন্ন স্থানে ক্ষয়-ক্ষতির কথা তিনি (শেখ হাসিনা) সংসদে তুলে ধরলে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী (খালেদা জিয়া) বলেন,ঘুর্ণিঝড়ে যত মানুষ মারা যাওয়ার কথা ছিল, তত মানুষ মারা যায় নাই।শেখ হাসিনা প্রশ্ন করেন, কত মানুষ মারা গেলে আপনার তত মানুষ হবে।এত বড় যে ঝড় বয়ে গেল, যেন তারা জানেই না, মানুষকে এ ধরনের অবহেলা আওয়ামী লীগ করে না,যোগ করেন প্রধানমন্ত্রী।প্রধানমন্ত্রী এ দিনও কেবল বিরোধীতার স্বার্থে বিরোধীতাকারী দেশের উন্নয়ন চোখে না পড়া বিশেষ স্বার্থান্বেষী মহলের তীব্র সমালোচনা করেন।তিনি বলেন, এদের কোন কিছুই ভাল লাগে না। দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বজায় থাকুক এটা তারা চায় না। গণতন্ত্র থাকলে তাদের যেন দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। কারণ অস্বাভাবিক অবস্থা বিদ্যমান থাকলেই তাদের যেন দামটা বাড়ে।

আওয়ামী লীগকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা জুলাই ১২।। উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার জন্য আওয়ামী লীগকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করার পাশাপাশি জনমত যেন পক্ষে থাকে সেদিকে নজর দিতে নেতাদের নির্দেশ দিয়েছেন ক্ষমতাসীন দলের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।শুক্রবার বিকেলে গণভবনে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদ ও কার্যনির্বাহী সংসদের সভায় তিনি এই নির্দেশ দেন। শেখ হাসিনা বলেন,আগামী দিনে দেশকে কোথায় নিয়ে যাব সে পরিকল্পনাও আছে এবং সেটা ইতোমধ্যেই ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। সেই প্রস্তুতিটা আমাদের নিতে হবে। সেই পথগুলি আমাদের ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে হবে। বাধাগুলি অতিক্রম করতে হবে।তার জন্য সব থেকে বেশি প্রয়োজন সাংগঠনিকভাবে আমাদের দলকে যেমন শক্তিশালী করা, তেমনি জনমত সৃষ্টি করা।আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন,পাশাপাশি চিন্তা-চেতনাগুলিকে সমন্বয় করে প্রতি পদক্ষেপে আমরা যেন সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে পারি, যা আমাদের চলার পথে যত বাধাই আসুক অতিক্রম করে আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। গত ডিসেম্বরের নির্বাচনে জয়ী হয়ে টানা তৃতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় এসেছে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ জোট। এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে ওঠার মর্যাদা পেয়েছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশ ছাড়িয়েছে।এসব অগ্রগতির কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজকে আমরা যে জায়গাটায় এসেছি, আমাদের কিন্তু রাজনৈতিক দল হিসেবে নিজেদের একটা চিন্তাভাবনা ছিল। পরিকল্পনা ছিল। আমরা সরকারে গিয়ে কী করব, সেগুলো মোটামুটি একটা তৈরি করা ছিল বলেই কিন্তু আমরা সরকারে আসার পরপরই কাজগুলো করতে পেরেছি।

জাতির পিতা মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ গড়ে তুলে বাংলাদেশকে একটি স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে রেখে গিয়েছেন। আমরা তারই পথ ধরে এগিয়ে গিয়ে আজকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছি।শেখ হাসিনা বলেন,আমাদের চলার পথ কিন্তু খুব সহজ ছিল তা না। প্রতি পদে পদে বাধা। অগ্নিসন্ত্রাস, খুন, নির্যাতন অনেক কিছু সহ্য করতে হয়েছে। তারপরেও আমরা কিন্তু এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি।আমরা যে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছি সেটা ধরে রাখা। আর রাজনৈতিক শক্তিটা খুব বেশি প্রয়োজন, সংগঠন প্রয়োজন, জনগণের সমর্থন প্রয়োজন।তিনি বলেন, আমরা আরও সামনে যেতে চাই। আমরা বাংলাদেশটাকে দক্ষিণ এশিয়ায় একটা উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়তে চাই। আমাদের উন্নয়নের ধারাটা অব্যাহত রেখেছি। এই বছরে কিন্তু কখনো আমরা হোঁচট খাইনি বা পিছিয়ে যাইনি। আবার হঠাৎ করে কিন্তু আমরা লাফ দেইনি। আমরা খুব স্থিরভাবে ধাপে ধাপে এগিয়ে এই পর্যন্ত নিয়ে এসেছি। একটা নিয়মের মধ্য দিয়ে লক্ষ্য স্থির করে কাজগুলো যে করা সম্ভব সেটা আমরা প্রমাণ করেছি।

সরকারের সমালোচনাকারীদের নিয়ে শেখ হাসিনা, এটাও ঠিক যে আমাদের দেশে কিছু লোক থাকেই কোনও কিছুই ভালো লাগে না। এই যে আমরা অর্থনৈতিকভাবে যতদূরই আগায় কিছু লোক সব সময় এটাকে ভিন্ন একটা চোখে দেখার অভ্যাস।এরা আসলে কখনো গণতান্ত্রিক ধারাটা চায় না। গণতান্ত্রিক ধারাটা হলে আমার মনে হয় যেন, তাদের মনে হয় দমবন্ধ, তারা মনে হয় নিঃশ্বাস নিতে পারে না-এ রকম একটা ভাব তাদের।দেশে 'অস্বাভাবিক একটা অবস্থা' থাকলে তাদের 'খুব দাম বাড়ে' বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন, কাজেই দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটা অব্যাহত থাকুক সেটাই আমরা চাই।দেশের বিভিন্ন খাতের উন্নয়নের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সব কিছুর ব্যাপারেই আমরা যথেষ্ট সজাগ রয়েছি। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করার সেই সক্ষমতা বাংলাদেশের আছে।আমরা প্রতিনিয়ত খবর নিচ্ছি। যার যা দায়িত্ব সেটা দেয়া আছে। তারা সঙ্গে সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন করছে।শেখ হাসিনা বলেন, এক্ষেত্রে আমাদের রাজনৈতিক দলও সক্রিয় থাকতে হবে। কারণ যে কোনো দুর্যোগ মোকাবিলায় আমরা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সব সময় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছি।আওয়ামী লীগকে নিয়ে তিনি বলেন, আমরা চাই আমাদের এই রাজনৈতিক দল, যে দল এদেশের মানুষের কথা বলার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল। আর যে দলটিকে সুসংগঠিত করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন।সেই স্বাধীনতার সুফল প্রত্যেকটা মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া, মানুষের জীবন-মান উন্নত হবে। এই বাংলাদেশের একটি মানুষও দরিদ্র থাকবে না, গৃহহীন থাকবে না, বিনা চিকিৎসায় কষ্ট পাবে না। বাংলাদেশ উন্নত-সমৃদ্ধ হবে।

দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে : জাতিসংঘ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, জুলাই ১২।। বিশ্বের যে তিনটি দেশ সবচেয়ে দ্রুত গতিতে সব ধরনের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্য পূরণে এগিয়ে যাচ্ছে, তার মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ। বৃহস্পতিবার জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি-ইউএনডিপি প্রকাশিত 'মাল্টিডাইমেনশনাল পভার্টি ইনডেক্স ২০১৯' এ উঠে এসেছে বাংলাদেশের সাফল্যের এই চিত্র। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য-এসডিজিতে যে ১৭টি লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে, তার প্রথমটি হল দারিদ্র্য বিমোচন। ২০৩০ সালের মধ্যে সব জায়গা থেকে 'বহুমাত্রিক' দারিদ্র্য দূর করার কথা বলা হয়েছে সেখানে।আর সেই লক্ষ্য অর্জনে জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলো কতটা এগোতে পারল, তা বোঝার একটি কৌশল এই 'মাল্টিডাইমেনশনাল পভার্টি ইনডেক্স' বা এমপিআই।কেবল মাথাপিছু আয়কে দারিদ্র্যের নির্ণায়ক হিসেবে বিবেচনা না করে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জীবনযাত্রার মোট দশটি মানদণ্ডে দারিদ্র্যকে পরিমাপ করা হয় এই সূচকে।দশটি মানদণ্ডের মধ্যে কোনো পরিবারে যদি এক-তৃতীয়াংশ ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকে, তাহলে ওই পরিবার বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের মধ্যে রয়েছে বলে ধরা হয়।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে পুষ্টি ও শিশুমৃত্যুর হার, জীবনযাত্রার মানের ক্ষেত্রে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা, নিরাপদ পানি, বিদ্যুৎ, সম্পদের মালিকানা ও বিছানা এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে স্কুলে উপস্থিতি ও প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার হারকে মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয় এই গবেষণায়।ইউএনডিপি, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ যৌথভাবে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করে।দশটি মানদণ্ডে পৃথিবীর ১০১ টি দেশের দারিদ্র্যের দশা চিহ্নিত করার পাশাপাশি প্রতি বছর কোন মানদণ্ডে কতটা পরিবর্তন আসছে, তা বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে এবারের প্রতিবেদনে।প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই ১০১টি দেশের ১৩০ কোটি মানুষ বহুমাত্রিক দারিদ্র্যে জর্জরিত। এই সংখ্যা দেশগুলোর মোট জনসংখ্যার ২৩.১ শতাংশ। তাদের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ মানুষের বসবাস মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে। বহুমাত্রিক দারিদ্র্যে থাকা এই ১৩০ কোটি মানুষের মধ্যে অর্ধেকের বয়স ১৮ বছরের নিচে, এক তৃতিয়াংশের বয়স ১০ বছরের কম। বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের রূপটি আরও স্পষ্ট বোঝার জন্য ১০টি দেশের তথ্য আলাদা করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সবগুলো অঞ্চল, সবগুলো অর্থনৈতিক শ্রেণি থেকে বাছাই করা এ দেশগুলোতে ২০০ কোটি মানুষের বসবাস। দশটি দেশেই জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য-এসডিজির প্রথম লক্ষ্য পূরণে অগ্রগতি দেখিয়েছে। এর মধ্যে আটটি দেশ বহুমাত্রিক দরিদ্রের সংখ্যা কমিয়ে সূচকে সবচেয়ে বেশি এগিয়েছে গত এক বছরে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই দশ দেশের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত বহুমাত্রিক দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমিয়ে আনতে পারছে ভারত, কম্বোডিয়া ও বাংলাদেশ।মাল্টিডাইমেনশনাল পভার্টি ইনডেক্স ২০১৯' বলছে, বাংলাদেশে এখনও দুই কোটি ৬৭ লাখ মানুষ 'বহুমাত্রিক' দারিদ্র্যে মধ্যে বসবাস করছে, যা মোট জনসংখ্যার ১৬.৭ শতাংশ। এক বছর আগে এই হার ছিল ১৮ শতাংশের মত।যে দশটি মানদণ্ডে এই সূচক তৈরি হয়েছে তার নয়টিতেই বাংলাদেশের অবস্থানের উন্নতি হয়েছে। বহুমাত্রিক দারিদ্র্য কমার গতি গ্রাম ও শহর- দুই ক্ষেত্রেই প্রায় সমান।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বহুমাত্রিক দারিদ্র্য কমিয়ে আনতে পারলেও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে অসমতা এখনও ব্যাপক।বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচকে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের পয়েন্ট সমান- ০.১৯৮। কিন্তু পাকিস্তানে অসমতা বাংলাদেশের চেয়ে বেশি বলে জানানো হয়েছে প্রতিবেদনে।

ভারত থেকে অবৈধ পথে ফেরার সময় ২ বাংলাদেশি নারী আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা,জুলাই ১২।। বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারত থেকে ফেরার পথে রিমা বেগম (২৩) ও শিপালী খাতুন (৪০) নামে দুই বাংলাদেশি নারীকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যরা। শুক্রবার (১২ জুলাই) সন্ধ্যায় বেনাপোল দৌলতপুর সীমান্ত থেকে তাদের আটক করা হয়। আটক রিমা বাগেরহাট জেলার মোড়লগঞ্জে থানার ফুরকান আলীর স্ত্রী ও শিপালী একই থানার সাতঘরিয়া গ্রামের কামাল হোসেনের স্ত্রী।বিজিবি ২১ ব্যাটেলিয়নের দৌলতপুর ক্যাম্প কমান্ডার নায়েব সুবেদার মুজিবুল হক বলেন, গোপন সংবাদে ভিত্তিতে জানতে পারি, অবৈধভাবে ভারত থেকে দুই নারী বাংলাদেশে প্রবেশ করছে। এমন খবরের ভিত্তিতে দৌলতপুর বিজিবি ক্যাম্পের একটি টহল দল সীমান্তের দৌলতপুর মাঠে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে। তবে এসময় কোনো পাচারকারীকে আটক করা সম্ভব হয়নি।আটকদের বিরুদ্ধে অবৈধ অনুপ্রবেশ আইনে মামলা দিয়ে বেনাপোল পোর্ট থানায় সোপর্দ করা হয়েছে বলেও জানান বিজিবির এ কর্মকর্তা।

বাংলাদেশে বন্যা মোকাবেলায় সরকারের সব ধরনের প্রস্তুতি রয়েছে : ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, জুলাই ১২।। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমান বলেছেন, দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছয়টি নদী এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে পাহাড়ী ঢলের কারণে বন্যা কবলিত জেলাসমূহে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সরকার সব ধরণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে।তিনি বলেন, অতিবৃষ্টির কারণে দেশের ৬৪টি জেলায় বন্যা মোকাবেলায় ১৭ হাজার ৫৫০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য ও দুই কোটি ৯৫ লাখ টাকা নগদ অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। শুক্রবার সচিবালয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত বন্যা মোকাবেলায় পূর্ব-প্রস্তুতি গ্রহণের লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা জানান।এ সময় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব মো. নজিবুর রহমান, দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. শাহ কামাল, জনপ্রশাসন সচিব ফয়েজ আহম্মদ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক সচিব কামরুন নাহারসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশের উত্তরাঞ্চল, উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের ৬২৮টি পয়েন্ট ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে এবং এর মধ্যে ২৬টি পয়েন্ট অতি ঝুঁকিপূর্ণ। ইতোমধ্যে ৫২১টি পয়েন্টকে ঝুঁকিমুক্ত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া বন্যা-উপদ্রুত জেলাগুলোতে প্রথমে ২০০ মেট্রিক টন এবং পরে ৩০০ মেট্রিক টন খাবার পাঠানো হয়েছে বলেও জানান ডা. এনামুর রহমান।তিনি বলেন, প্রত্যেক জেলায় দুই হাজার প্যাকেট উন্নতমানের শুকনো খাবার পাঠানো হয়েছে এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে বন্যা কবলিত এলাকায় মেডিকেল টিম কাজ করছে।

এদিকে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকক্ষ থেকে প্রত্যেক জেলা প্রশাসকের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করা হচ্ছে জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, জেলা প্রশাসকরা মাঠ পর্যায়ে ইউএনওসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক পরিস্থিতি তদারকি করছেন।

লন্ডনে ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলমের স্বাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, জুলাই ১২।। কমনওয়েলথ পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকের ফাঁকে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলমের সঙ্গে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শংকরের সাক্ষাৎ করেছেন। বুধবার লন্ডনের মার্লবোরো হাউজে এই সাক্ষাৎ অনুঠত হয়।এ সময় তারা দুই দেশের বিদ্যমান দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আসন্ন বাংলাদেশ সফরের বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়াও পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক বিষয় নিয়েও এ সময় আলোচনা হয় বলে শুক্রবার ঢাকায় প্রাপ্ত এক বার্তায় জানানো হয়।সাক্ষাৎকালে যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশ হাইকমিশনার সৈয়দা মুনা তাসনিম এবং ভারতের হাইকমিশনার রুচি ঘনশ্যাম উপস্থিত ছিলেন।পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম কমনওয়েলথ পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক (সিএফএএমএম) এর বিশেষ বৈঠকে অংশ নিতে বর্তমানে লন্ডনে অবস্থান করছেন।

বাংলাদেশে ধর্ষণ বেড়ে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রধানমন্ত্রী কঠোর আইন প্রণয়ণের কথা বলেছেন

ঢাকা, ১২ জুলাই (হি.স.) : আজ সকালে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ঢাকা মহানগর শাখার জনাকীর্ণ সম্মেলনে বাংলাদেশে ধর্ষণ, বিশেষ করে শিশু ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির সভাপতি রুবানা হক ও মহিলা পরিষদের সভাপতি আয়শা খানম। বিশিষ্ট নারী নেত্রীরাও সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। সবার বক্তব্যেই ঝরে পড়ে আতঙ্ক, সাম্প্রতিক সময়ে ধর্ষণ ও ধর্ষণের ঘটনা অতীতকে ছাড়িয়ে গেছে। অনেকে বলেছেন, ধর্ষণ ও হত্যার কঠোর শাস্তি দৃশ্যমান নয়। বিচারহীনতাও আছে। ফলে ধর্ষণ বাড়ছে।

জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনে সমাপনী বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ধর্ষণের বিরুদ্ধে কঠোর আইন করার কথা বলেছেন। খুন ও ধর্ষণের বিরুদ্ধে সবাইকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কিছু সামাজিক অপরাধের প্রবণতা বেড়ে গেছে। শিশুদের ওপর অত্যাচার বা কথায় কথায় মানুষ খুন করা, ছোট শিশুদের খুন করার ঘটনা ঘটছে। তবে এ ব্যাপারে আমরা যথাযথ ব্যবস্থা নেবো। আমাদের আইনটা আরও কঠোর করা দরকার।

ওদিকে বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন জানিয়েছে, গত ছয় মাসে ৪৯৬ শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে আড়াই বছরের শিশুও রয়েছে। গণমাধ্যমে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, জুলাই মাসের প্রথম ৭ দিনে ৪১ শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। যার মধ্যে ৬ শিশুকে গণধর্ষণ, ৫ প্রতিবন্ধী শিশুকে ধর্ষণ ও তিনজন শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। এ ছাড়া ১০ শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা থেকে এসব তথ্য নেয়া হয়েছে। ২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত মোট ৪৯৬ জন শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। ২০১৮ সালের ১২ মাসে ধর্ষণের শিকার ছিল ৫৭১ জন। গত বছরের তুলনায় এ বছরের প্রথম ৬ মাসে দেশে শিশু ধর্ষণ বেড়েছে ৪১ শতাংশ হারে, যা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। এর মধ্যে ৫৩ শিশুকে গণধর্ষণ এবং ২৭ প্রতিবন্ধী শিশুকে ধর্ষণ এবং ২৩ জন শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। এ ছাড়া ৭৪ শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। মাসে গড়ে ৮০-এর অধিক শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। যা অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি। শিশু অধিকার ফোরামের পরিচালক আবদুস শহিদ মাহমুদ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের ধীর গতির কারণে এসব ঘটনা ঘটেছে। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদে ভাষণে ধর্ষকদের ছবি বড় করে প্রকাশ করতে গণমাধ্যমের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, এখন অনেক মিডিয়া আছে, একটা ঘটনা যখন হয়, পত্রিকায় যখন নিউজ হয় এগুলো যেন আরও বেশি বেড়ে যায়। আমাদের মিডিয়ার সঙ্গে যারা আছে, তাদের উদ্দেশে এটাই বলবো যারা ধর্ষক তাদের চেহারাটা যেন বারবার দেখানো হয়। তার যেন লজ্জা হয়।

তিনি বলেন, এ ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ কখনোই মেনে নেওয়া যায় না। আমি বলবো শুধু মেয়েরাই প্রতিবাদ করবো কেন ? এখানে পুরুষ সম্প্রদায় আছে, তাদের জন্য লজ্জার বিষয় যে পুরুষরা অপরাধটা করে যাচ্ছে। সেজন্য পুরুষ সম্প্রদায়কেও আরও সোচ্চার হতে হবে।

শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল পাপুয়া নিউগিনি, সুনামির সম্ভাবনা নেই

পোর্ট মোরেসবি, ১২ জুলাই (হি.স.): শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্র পাপুয়া নিউগিনিউ রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৬.০উ ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত বেশি থাকা সত্ত্বেও, এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নিউ তবে, ভূকম্পন অনুভূত হওয়া মাত্রই কেঁপে ওঠে বহু ঘর-বাড়িউ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভে (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, স্থানীয় সময় অনুযায়ী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৫.০৮ মিনিট নাগাদ ৬.০ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্র পাপুয়া নিউগিনিতেউ ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল আরাওয়া থেকে ১৭৪ কিলোমিটার দূরে, ভূপৃষ্ঠের ৪৯৫.৯ কিলোমিটার গভীরে। শক্তিশালী ভূমিকম্পের পরই সুনামি সতর্কতা কেন্দ্র জানিয়েছে, ৬.০ তীব্রতার ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের অনেক গভীরে, তাই সুনামির কোনও সম্ভাবনা নেইউ এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের কোনও খবর নেইউ তবে, ভূমিকম্পের তীব্রতায় কেঁপে ওঠে বহু ঘর-বাড়ি।

পদ্মা সেতু নির্মাণে গুজব ছড়ানোর দায়ে চারজন গ্রেফতার

ঢাকা, ১২ জুলাই (হি.স.) : পদ্মা সেতু নির্মাণে 'মানুষের মাথা ও রক্ত লাগবে' সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এমন গুজব ছড়ানোর দায়ে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে চার জনকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটলিয়ন (র‍্যাব)। নড়াইলে থেকে সহিদুল ইসলাম, চট্টগ্রাম থেকে আরমান হোসেন, মৌলভীবাজার থেকে ফারুক আহমেদ এবং কুমিল্লা থেকে হায়াতুন নবীকে আটক করা হয়েছে। এ বিষয়ে র‍্যাবের লিগ্যাল অ্যান্ড মিডিয়া উইংয়ের সিনিয়র সহকারি পরিচালক এএসপি মিজানুর রহমান ভুঁইয়া আজ সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, গতকাল দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের যোগাযোগ খাতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদ্মা সেতু নির্মাণের সূচনা থেকেই ষড়যন্ত্র ছিল। এই সেতু নির্মাণ বন্ধ করতে বিশ্বব্যাংক গোড়াতেই তথাকথিত দুর্নীতির অভিযোগ তুলে প্রতিশ্রুত অর্থায়ন বন্ধ করে দেয়, যার পেছনে কলকাঠি নেড়েছিলেন বাংলাদেশের একজন নোবেল বিজয়ী। ওই নোবেল বিজয়ী প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদ থেকে দেশের ব্যাংক খাতের নিয়মানুযায়ী নির্ধারিত বয়সসীমা শেষে তাকে অবসরে পাঠানোর সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি এ কাজটি করেছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়। পরে প্রমাণিত হয়েছে, বিশ্বব্যাংকের দুর্নীতির অভিযোগ ছিল ভিত্তিহীন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পিছ পা হননি। তাঁর দৃঢ় ও অনমনীয় মনোভাবে বাংলাদেশের নিজ অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ শুরু হয়। বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া পদ্মা সেতু ভেঙে পড়বে বলে মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এই সেতুর ওপর দিয়ে যাতায়াত করা হবে বিপজ্জনক। সেই পদ্মা সেতুর সিংহভাগ কাজ শেষ হয়েছে। দৃশ্যমান হচ্ছে স্বপ্নের সেতু। কিন্তু এখন পদ্মা সেতু নিয়ে ফের ভয়ংকর এক ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। হঠাৎ করেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক ও ইউটিউবে গুজব ছড়ানো হয়েছে সেতু নির্মাণে 'মানুষের মাথা ও রক্ত লাগবে'। এমন গুজব ছড়ানোর পেছনে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করার অভিযোগ উঠেছে। অতীতে অনেক বিষয় নিয়ে গুজব ছড়িয়ে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে। এবার দেশের বৃহত্তম উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ পদ্মা সেতু নিয়ে গুজব ছড়ান হচ্ছে। জানা গেছে, ৩০ ফেসবুক ও ইউটিউব আইডি শনাক্ত করেছে পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগ। গুজব ছড়ানোর সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করা হয়েছে। তাদের গ্রেফতারে সাঁড়াশি অভিযানে নেমেছে পুলিশ, র্যাব, গোয়েন্দা সংস্থা। দেশের উন্নয়নে ঈর্ষান্বিত হয়ে সরকার ও স্বাধীনতাবিরোধী গোষ্ঠীগুলো পরিকল্পিতভাবে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে এমন গুজব ছড়িয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে বেরিয়ে এসেছে। পুলিশ সদর দফতরের সহকারী মহাপরিদর্শক (এআইজি-মিডিয়া) মোহাম্মদ সোহেল রানা জানান, দেশের সবচেয়ে বড় উন্নয়ন প্রকল্প পদ্মা সেতু। প্রকল্পের সঙ্গে দেশের ভাবমূর্তি জড়িত। এমন উন্নয়নে যারা ঈর্ষান্বিত তারাই পরিকল্পিতভাবে এমন গুজব ছড়িয়ে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা করছে। এমন গুরুতর অপরাধে জড়িতদের শনাক্ত করে গ্রেফতারের চেষ্টা অব্যাহত আছে। গুজবের বিষয়ে সিআইডির অর্গানাইজড ক্রাইম বিভাগের বিশেষ পুলিশ সুপার ও সিআইডির মুখপাত্র মোল্লা নজরুল ইসলাম জানিয়েছেন, দীর্ঘ সময় পর আবারও বড় ধরনের গুজব ছড়ানোর ঘটনা ঘটেছে। হালে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতার কারণে গুজব ছড়ানো তুলনামূলক কমেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে রাষ্ট্র, সরকার ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন বিরোধী অপপ্রচার তারপরও অব্যাহত রয়েছে। গুজব ছড়ানোর সঙ্গে জড়িতদের অধিকাংশই স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াত ও তাদের ছাত্র সংগঠন ইসলামি ছাত্র শিবিরের সঙ্গে জড়িত বলে জানা গেছে। অতীতের নানা আলোচিত গুজবের ঘটনাসহ হালনাগাদ গুজব ছড়ানোর সঙ্গে জড়িত ফেসবুক একাউন্টগুলো শনাক্ত হয়েছে। এসব একাউন্টের মধ্যে কিছু কিছু অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, যুক্তরাজ্য, লিবিয়া ও সৌদি আরব থেকে পরিচালিত হচ্ছে। বিদেশে বসে গুজব ছড়ানোর সঙ্গে ৬০ জন সরকার ও রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তি জড়িত বলে তথ্য পাওয়া গেছে। তাদের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছে। তাদের দেশে ফেরত এনে দেশের প্রচলিত আইনে সাজা নিশ্চিত করার চেষ্টা অব্যাহত আছে।

এবার মৈনাকের গোয়েন্দা ঋতব্রত

কলকাতা,১২ জুলাই (হি.স.):বর্তমানে টলিউডের পরিচালকদের ঝোঁক গোয়েন্দা গল্পের দিকেঊআর সেই তালিকা থেকে বাধ গেলেননা পরিচালক মৈনাক ভৌমিকওঊ থ্রিলার ছবি 'বর্ণপরিচয়'-এর পর এবার পরিচালক মজলেন তার নতুন ছবি 'গোয়েন্দা জুনিয়র'-এ ঊ আর 'গোয়েন্দা জুনিয়র'-এর পরিচালক মৈনাকের গোয়েন্দা ঋতব্রত মুখোপাধ্যায়ঊআজ শুক্রবার সামনে এলো 'গোয়েন্দা জুনিয়র'-এর প্রথম পোস্টার ঊ
অনেকদিন থেকেই গোয়েন্দা চরিত্র নিয়ে কাজ করতে চাইছিলেন পরিচালক মৈনাক। আর সেই কারণে নিজেই লিখে ফেলেছিলেন 'গোয়েন্দা জুনিয়র'-এর গল্প। ২০ জুলাই থেকেই শুটিং শুরু হবে এই ছবির। কলকাতাতেই হবে ছবির শুটিংঊ
উল্লেখ্য ২৬শে জুলাই প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে মৈনাক ভৌমিক পরিচালিত থ্রিলার ছবি 'বর্ণপরিচয়'ঊ এই ছবির একই ফ্রেমে দেখা যাবে আবির চট্টোপাধ্যায় ও যিশু সেনগুপ্ত ঊ যাকে বলে বড়পর্দায় জোড়া অভিষেক ঊ 'বর্ণপরিচয়' ছবিতে আবির, যিশু ছাড়াও দেখা যাবে অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকারকে।

একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি মিছিল হল ঝাড়গ্রামে

ঝাড়্গাম, ১২ জুলাই (হি. স.) : বিধায়কের গাড়ি ভাঙচুরের প্রতিবাদে ও একুশে জুলাই প্রস্তুতি হিসেবে এক মিছিল করল ঝাড়গ্রামের নয়াগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। শুক্রবার ঝাড়্গাম জেলার নয়াগ্রাম ব্লকের রামচন্দ্রপুর থেকে বড়ডাঙ্গায় এক মিছিলের আয়োজন করেছিল ব্লক তৃণমূল। এদিনের মিছিলে নেতৃত্ব দেন নয়াগ্রাম ব্লকে তৃণমূলের সভাপতি উজ্জ্বল দত্ত।
উল্লেখ্য গত ৬ জুলাই রাতে নয়াগ্রামের বড়ডাঙ্গা এলাকায় নয়াগ্রামের বিধায়ক দুলাল মুর্মুর গাড়ি আটকে ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠেছিল বিজেপির বিরুদ্ধে। ওই ঘটনায় অভিযুক্ত চারজন বিজেপির কর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এদিন সেই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে এবং আগামী একুশে জুলাই এর প্রস্তুতি হিসেবে এই পদযাত্রা করেন। রামচন্দ্র পুর থেকে বড়ডাঙ্গা পর্যন্ত প্রায় দেড় কিলোমিটার রাস্তা পদ যাত্রা করেন তৃণমূলের কর্মী সমর্থকেরা।
এদিন এই পদ যাত্রা ও মিছিলে কয়েক হাজার মানুষজন পা মেলায়। উপস্থিত ছিলেন নয়াগ্রামের বিধায়ক দুলাল মুর্মু, ব্লক সভাপতি উজ্জ্বল দত্ত এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের তৃণমূল নেতা নির্মল ঘোষ সহ একাধিক তৃণমূলের নেতা কর্মীরা। এবিষয়ে নয়াগ্রামের ব্লক সভাপতি উজ্জ্বল দত্ত বলেন, 'সিপিএমের কমরেড হার্মাদরা গেরুয়া জামা গায়ে আবার সন্ত্রাস সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। মানুষকে ভয় দেখিয়ে ক্ষমতায় আসা যায় না। যত চেষ্টা করলেও ওরা ক্ষমতায় আসতে পারবে না। আর এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমরা রাজনৈতিক ভাবে মোকাবিলা করবো।'

'গোত্র' —র টিমের হাত ধরে খুঁটি পুজো সারলো ত্রিধারা সম্মিলনী

কলকাতা,১২ জুলাই (হি.স.) : হাতে আর মাত্র কয়েকদিন তারপরেই দুর্গা পুজোর উৎসবে মেতে উঠবে বাঙালি ঊতাই চটজলদি খুঁটি পুজোর কাজ সারছে পুজো প্যান্ডেল গুলো ঊ বাদ গেলনা ত্রিধারা সম্মিলনীওঊ শুক্রবার উল্টো রথের শুভক্ষণে শিবপ্রসাদ-নন্দিতা পরিচালিত নতুন ছবি 'গোত্র' —র টিমের হাত ধরে খুঁটি পুজো সারলো ত্রিধারা সম্মিলনীঊ
চারদিকের খুঁটি পুজোর মাধ্যমে বোঝাই যাচ্ছে পুজো আসতে আর বেশি দেরী নেই ঊ আর কিছু দিনের অপেক্ষা তারপরেই তিলোত্তমা মেতে উঠবে আলোর রোসনাইতে ঊ আর আলোর রোসনাই মানেই বাঙালি বুঝে যায় দুর্গাপুজো দোর গোড়ায় এসে কড়া নাড়ছে ঊ তাই কলকাতা ইতিমধ্যেই মেতে উঠেছে দুর্গাপুজোর আয়োজনে ঊ শুক্রবার 'গোত্র' —র টিম-এর সঙাগে খুঁটি পুজোয় মেতে উঠল ত্রিধারা সম্মিলনী ঊ আজই মুক্তি পেয়েছে শিবপ্রসাদ-নন্দিতা পরিচালিত নতুন ছবি 'গোত্র'-র দ্বিতীয় গান 'রঙ্গবতী'ঊগানটি গেয়েছেন সুরজিতৎ চট্টোপাধ্যায় ও ইমন চক্রবর্তীঊ এদিন ত্রিধারা সম্মিলনীর খুঁটি পুজোর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মানালি, নাইজেল, দেবলীনা এবং ওমঊ 'রঙ্গবতী' গানটির সঙ্গে লাইভ পারফরমেন্স করলেন মানালি, নাইজেল, দেবলীনা এবং ওমঊ
এইবছর ৭৩ তম বর্ষে পদার্পণ করল ত্রিধারা সম্মিলনীর পুজোঊ প্রতিবারের মতো এই বছরও ত্রিধারা সম্মিলনীর পুজোর থিমে থাকবে এক আলাদা চমকঊ তবে,কি চমক তা এখনই খোলসা করে বলতে নারাজ ত্রিধারা সম্মিলনীর পুজো কমিটির সদস্যরা

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বজবজে বন্ধ ঘর থেকে উদ্ধার বৃদ্ধার মৃতদেহ

বজবজ, ১২ জুলাই (হি. স.) : দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত বজবজ পৌরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের ডি. বি. সি. আর. রোড এর একটি বন্ধ ঘর থেকে উদ্ধার হল বৃদ্ধার পচা গলা দেহ। পয়ষট্টি বছর বয়সী শ্যামলী ঘোষ একাই থাকতেন ওই বাড়িতে। শুক্রবার সকালে স্থানীয় মানুষজন পচা গন্ধ পেতেই পুলিশকে খবর দিলে বাড়ির দরজা ভেঙে উদ্ধার হয় মৃতদেহ। দেহ উদ্ধার করে ময়নতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ।
বছর চারেক আগে তার বড় ছেলে বিবাহ দেওয়ার পর থেকে নিরুদ্দেশ সেই জন্যই শ্যামলী ঘোষ মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েন। মেয়ে তারও বিয়ে হয়ে গিয়েছে। পাঁচ বছর আগে স্বামী চন্দ্র নাথ ঘোষ সেও মারা গিয়েছেন। স্বামীর করা ফিক্সড ডিপোজিট করে ছিলেন তারই মাসোহারা থেকে সংসার চলে। মাঝেসাঝে মেয়ে জামাই এসে দেখে যেতো।আজ পাড়ার লোকজন পঁচা গন্ধ নাকে আসলে বজবজ থানায় খবর দিলে, তারা বন্ধ ঘরের দরজা ভেঙে দেহটি উদ্ধার করেন।পুলিশ এর প্রাথমিক অনুমান সম্ভবত বয়স জনিত কারণে শ্যামলী ঘোষের মৃত্যু হয়েছে। বজবজ থানা বডি উদ্ধার করে বজ বজ পৌর হাসপাতালে নিয়ে আসলে তাকে মৃত ঘোষণা করেন, আপাতত দেহটিকে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হচ্ছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বজবজ থানার পুলিশ।

ভূগর্ভস্থ জল তোলার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল কলকাতা পুরসভা

কলকাতা, ১২ জুলাই (হি. স.): এবার ভূগর্ভস্থ জল তোলার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল কলকাতা পুরসভা।অন্যথায় কড়া ব্যবস্থা নেবে পুরসভা। পাশপাশি আজ শুক্রবার জল ধরো জল ভরো অনুষ্ঠান পালন করছে রাজ্য সরকার। এছাড়াও যদি বাড়ির ছাদে বা বাড়ির কোনও জায়গায় রিজার্ভার তৈরি করে যদি বৃষ্টির জল ধরে তা দিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজ করা যায় তাহলে সেক্ষত্রে বিশেষ সম্পত্তি কর ছাড় দেবে কলকাতা পুরসভা।
দক্ষিণ কলকাতা ও উত্তর কলকাতার বেশ কিছু অঞ্চলে গভীর নলকূপ ব্যবহার করা হয়। সেক্ষত্রে পাইপলাইনের মাধ্যমে জল সরবরাহ করার নির্দেশ দিয়েছে পুরসভা। পাশাপাশি আর নতুন করে কোথাও এই ভূগর্ভস্থ টিউবওয়েল বসানো যাবে না বলে কড়া নির্দেশ কলকাতা পুরসভার। যদি নির্দেশ না মানা হয় তাহলে পুরআইন অনুসারে ব্যবস্থা নেবে পুরাসভা। একইসাথে রাস্তার ধারে যে প্লাস্টিকের কলের মুখগুলি প্রায়শই চুরি হয়ে যায় বা ভেঙে যায়। সেক্ষত্রে এবার থেকে ইস্পাতের কলের মুখ লাগানোর ব্যবস্থা করছে পুরসভা। রাজাবাজার, মল্লিকবাজারে গঙ্গার পরিশোধিত জল দিয়ে গাড়ি ধোয়া হয়। কিন্তু এবার থেকে আর তা করা যাবে না। এই গঙ্গার জলকে পরিশোধিত করে পাইপলাইনের মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলে পানীয় জল হিসেবে সরবরাহ করা হবে। জলের চাহিদা বেড়েছে। ব্যক্তিগত বা বেসরকারি উদ্যোগে ভূগর্ভস্থ জল তোলার জন্য সাব মার্সিবল পাম্পের সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে। শহরে প্রতিদিনই বাসিন্দাদের কারও না কারও বাড়িতে বসছে মার্সিবল পাম্প। এ ক্ষেত্রে পুরসভার অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন। অভিযোগ, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সে সবের তোয়াক্কা না করে সাব মার্সিবল পাম্প বসিয়ে ভূগর্ভস্থ জল তোলা হচ্ছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে এহেন সিদ্ধান্ত নিল পুরসভা।

প্রতারণার অভিযোগের পর মুখ খুললেন সোনাক্ষী

মুম্বই, ১২ জুলাই (হি. স.) : প্রতারণার দায়ে অভিযুক্ত বলিউড অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহা! বলিউডের জনপ্রিয় এই অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে প্রতারণা-সহ একাধিক ধারায় দায়ের হল মামলা। এবার সেই অভিযোগের বিরুদ্ধে মুখ খুললেন অভিনেত্রী স্বয়ং। মাইক্রো ব্লগিং সাইট টুইটারকেই হাতিয়ার করে নিজের প্রতিক্রিয়ায় অভিযোগকারী অনুষ্ঠানের আয়োজকের বিরুদ্ধে পাল্টা কুতা রটানোর অভিযোগ করলেন সোনাক্ষী।
প্রসঙ্গত, শুক্রবার উত্তর প্রদেশের কাটঘর পুলিশ স্টেশনে সোনাক্ষী সিনহার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০ (প্রতারণা) ও ৪০৬ নম্বর ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। উত্তর প্রদেশ পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ২০১৮ সালে মঞ্চে অনুষ্ঠান করার জন্য ২৪ লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন সোনাক্ষী সিনহা। কিন্তু, টাকা নিয়েও অনুষ্ঠানে যাননি জনপ্রিয় এই অভিনেত্রী। এই বিষয়ে সোনাক্ষী সিনহার বিরুদ্ধে কাটঘর পুলিশ স্টেশনে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০ (প্রতারণা) ও ৪০৬ নম্বর ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। উত্তর প্রদেশ পুলিশের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ে সোনাক্ষী সিনহার বাসভবনে যায় উত্তর প্রদেশ পুলিশের একটি দল। কিন্তু, সেই সময় বাড়িতে ছিলেন না সোনাক্ষী। পরে প্রতারণার অভিযোগের প্রেক্ষিতে নিজের "বেবি বেদি" নামক টুইটার হ্যান্ডেল থেকে সোনাক্ষী সিনহা টুইট করে জানান, 'একটি অনুষ্ঠানের আয়োজক, যিনি নিজের প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেন না, তিনি সম্ভবত আমার কাচের মতো স্বচ্ছ ভাবমূর্তিকে নষ্ট করে দ্রুত অর্থ উপার্জন করতে পারেন। তদন্তের জন্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ সহযোগিতা রয়েছে। এমন একজন নির্লজ্জ মানুষের অনৈতিক অভিযোগগুলি প্রচার না করার জন্য মিডিয়াকে অনুরোধ করছি।

জল-সংরক্ষণ নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে পথে নামলেন মমতা

কলকাতা, ১২ জুলাই (হি.স): জল-সংরক্ষণ নিয়ে জন সচেতনতা বাড়াতে শুক্রবার পথে নেমেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জল বাঁচাও দিবসে আজ দুপুর ৩টে থেকে জোড়াসাঁকো থেকে গান্ধিমূর্তি পর্যন্ত প্রচারে হাঁটছেন তিনি। সঙ্গে আছেন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, কবি সুবোধ সরকার, স্বরাস্ট্র সচিব, মুখ্য সচিব প্রমুখও।
বিশ্বজুড়ে জল সংকট প্রকট হয়েছে। জল সংরক্ষণ নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জল সংরক্ষণ প্রচারে সকলকে যোগদান করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। জল বাঁচানোর অঙ্গীকার নিয়ে পদযাত্রা করছেন মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্যরা। 'জল ধরো, জল ভরো' কর্মসূচি নিয়ে সাধারণকে সচেতন করতে শুধু পদযাত্রাই নয়, আস্ত একটি গানও লিখেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গতকালই জল সচেতনতার ওপর একটি গান ট্যুইটারে শেয়ার করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গানটি গেয়েছেন ইন্দ্রনীল সেন। আজকের পদযাত্রায় উপস্থিত রাজ্যের সংস্কৃতি জগতের জ্ঞানী গুণীরা।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ অবশ্য মনে করছে, ২১ জুলাইয়ের আগে জনসংযোগ বাড়িয়ে নেওয়াটাও মুখ্যমন্ত্রীর একটা উদ্দেশ্য। ২২ জুলাই দিনটি বাংলায় 'জল বাঁচাও' দিবস হিসেবে উদযাপিত হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।
দক্ষিণ ভারতে দেখা দিয়েছে তীব্র জল সংকট। সোশ্যাল মিডিয়া তা নিয়ে উত্তাল হয়েছে মাসের শুরু থেকেই। জল অপচয় বন্ধ করতে সোচ্চার হয়েছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও।
এবার গ্রীষ্মে গোটা দক্ষিণ ভারত জুড়েই জলের হাহাকার। জল বিক্রি হয়েছে বিপুল দামে। এরকম এক অবস্থায় জল সংরক্ষণে উৎসাহ দেওয়ার উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। স্লোগান 'জল বাঁচান, জীবন বাঁচান'।
পশ্চিমবঙ্গের মোট ৩১টি ব্লক চিহ্নিত করেছে রাজ্য সরকার। জলের স্তর অনেকটাই নেমে গিয়েছে ওইসব ব্লকে। ফলে ভবিষ্যতে জলের অবস্থা ভয়ঙ্কর আকার ধারন করতে পারে ওইসব ব্লকে। ওই আশঙ্কার কথা মাথায় রেখে ওইসব ব্লকে ভূগর্ভস্থ জল তোলার ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে চলেছে রাজ্য সরকার।

যান জটের যন্ত্রনা থেকে রেহাই নেই কলকাতার

কলকাতা, ১২ জুলাই (হি.স): যান জটের যন্ত্রনা থেকে রেহাই নেই কলকাতার। দুপুরে পার্ক স্ট্রিট থেকে বের হয় ইসকনের উল্টো রথ। শুক্রবার উল্টোরথে আউট্রাম রোড থেকে জওহরলাল নেহরু রোড-ডোরিনা ক্রসিং হয়ে, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, মৌলালি, সিআইটি রোড, সুরাবর্দি অ্যাভিনিউ, পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্ট, শেক্সপিয়র সরণী হয়ে হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিট-অ্যালবার্ট রোডের ইসকন মন্দিরে ফেরে। ফলে যানজটে জড়িয়ে যায় দক্ষিণ কলকাতা। রবীন্দ্র সদন থেকে হেস্টিংস হয়ে বিদ্যাসাগর সেতুর ওপর অবধি দাঁড়িয়ে যায় গাড়ির লাইন।
আবার দুপুর ৩টে থেকে জোড়াসাঁকো থেকে গান্ধি মূর্তি পর্যন্ত জল-সংরক্ষণ নিয়ে প্রচারে হাঁটেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে রীতিমত যানজটে জড়িয়ে পরে মধ্য কলকাতা।
আজ অবশ্য খুলে দেওয়া হল উল্টোডাঙা উড়ালপুলের একদিক। ইএম বাইপাস থেকে বিমানবন্দরগামী রুটে যান চলাচল শুরু হলেও বন্ধ অন্য লেন। বিমানবন্দর থেকে বাইপাসগামী লেন বন্ধ থাকায় অফিস টাইমে তীব্র যানজটের কবলে পরে নিউটাউন। চিনার পার্ক, নারকেলবাগান, নজরুলতীর্থ,সল্টলেক ও সেক্টর ফাইভে চরম যানজটের জেরে ভোগান্তিতে অফিসযাত্রীরা। চিংড়িহাটা মোড় পর্যন্ত ব্যাপক যানজট হয়। আগামী দু"মাস বন্ধ থাকবে এই লেন।
উড়ালপুলের ৮টি অংশে ফাটল চিহ্নিত হয়েছে, যা মেরামতি করতে সময় লাগবে দু"মাস। কাজেই আগামী দু"মাস এই লেন বন্ধ থাকবে। আজ থেকে শুরু হয় ফাটল মেরামতির কাজ। কাজ চলাকালীন বিমানবন্দর থেকে ইএম বাইপাস আসার জন্য তৈরি হবে বেইলি ব্রিজ। উল্টোডাঙা ব্রিজ মেরামতি নিয়ে বৈঠক করবে কেএমডিএ ও ব্রিজ নির্মাণকারী সংস্থা ম্যাকিনটশ বার্ন। বেইলি ব্রিজ তৈরির দায়িত্ব দেওবা হয়েছে জিআরএসইকে। বেইলি ব্রিজের জায়গা চিহ্নিত হবে আজই। কাজ শুরুর জন্য আজ চিঠি দেওয়া হয়েছে ম্যাকিনটশ বার্নকে।
মঙ্গলবার সন্ধেয় উল্টোডাঙা উড়ালপুলে ফাটল ধরা পড়ে। এর আগে ২০১৩ সালে ভেঙে পড়েছিল উড়ালপুলের একাংশ। পরে সেটি মেরামত করা হয়। মঙ্গলবার সেই মেরামত করা অংশেই ফের ফাটল ধরা পড়ে। ফলে এখন দু'মাস যানজটে জেরবার হতে হবে উত্তর ও পূর্ব কলকাতাকে।

ফিল্মি কায়দায় উদ্ধার অপহৃত ব্যবসায়ী, ধৃত দুই অপহরণকারী

বারুইপুর, ১২ জুলাই (হি. স.) : কম দামে ভালো আমের সন্ধান দেওয়ার নাম করে নিয়ে গিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগণার সোনারপুরের এক ব্যক্তিকে অপহরণ করে আট লক্ষ টাকা দাবী করেন অপহরণকারীদের। খবর পাওয়ার পর ফিল্মি কায়দায় মালদহ থেকে ওই ব্যবসায়ীকে উদ্ধার সোনারপুর পুলিশের। ঘটনায় গ্রেফতার হন দুইজন। সোনারপুরে সাহেবপাড়ার বাসিন্দা অশোক রায় ৭ জুলাই মালদহ যায় পাথর কিনতে। সঙ্গে ছিল স্থানীয় এক যুবক বিশ্বজিৎ ওড়াও। কোনো কারণে পাথর কেনা না হওয়ায় আম কেনার সিদ্ধান্ত নেয় অশোক বাবু। সেই সময় দুজন ব্যক্তি কম দামে ভালো আম কিনিয়ে দেওয়ার অছিলায় একটি গাড়িতে করে কালিয়াচকের দিকে নিয়ে যায়।এরপর ওই দুই ব্যক্তির সাথে যোগ দেয় আরো দুজন। এরপর বন্দুক দেখিয়ে অপহরণ ওকে একটি ফাঁকা মাঠে নিয়ে যায় দুজনকে। দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে তাদের কাছে থাকা সমস্ত কিছু কেড়ে নেয় অপহরণকারীরা। সেখানে দুদিন ফাঁকা মাঠে তাদের বেঁধে রেখে চলে অত্যাচার। এরই মধ্যে বিশ্বজিৎ কোনরকমে পালিয়ে যেতে স্বচেস্ট হয়। এরপর অশোক বাবুকে ইংরেজবাজার থানা এলাকার একটি জায়গায় ঈশারুদ্দিন শেখের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। মুক্তিপণ হিসেবে আট লক্ষ টাকা দাবি করে বাড়িতে ফোন করা হয়। পাশাপাশি বন্দুকের বাঁট দিয়ে ব্যাপক মারধোর করাও হয়। সোনারপুরের বাড়িতে অশোক বাবুর স্ত্রী অপর্ণা দেবী মুক্তিপনের ফোন পেয়ে ১০ জুলাই সোনারপুর থানার দ্বারস্থ হয়। বিষয়টি জানার পরেই নড়েচড়ে বসে বারুইপুর পুলিশ জেলার বড় কর্তারা। জেলা পুলিশ সুপার রশিদ মুনির খান এর নির্দেশে সোনারপুর থানার দুই অফিসার প্রদীপ রায় ও অর্ঘ মন্ডলের নেতৃত্বে চার জনের একটি দল অপর্ণা দেবীকে সঙ্গে নিয়ে রওনা দেয় মালদহ। টোপ হিসাবে সঙ্গে নেওয়া হয় একটি টাকার ব্যাগ।আগে থেকেই নির্দিষ্ট জায়গায় সাদা পোশাকে উপস্থিত ছিল স্থানীয় পুলিশ। স্টেশনে নেমে মোবাইলে অপর্ণা দেবী যোগাযোগ করে অপহরণকারীদের সঙ্গে। তারা টাকা চাইলে ব্যাগ খুলে তাদের টাকা দেখিয়ে স্বামীর কাছে আগে নিয়ে যেতে বলে। এরপর একটি টোটোতে অপর্ণা দেবীকে উঠতে বলা হয়। তার সঙ্গে ওঠে একজন সাদা পোশাকের পুলিশও। এরপর ওই টোটোর পিছু নেয় অন্য একটি টোটোতে বাকি পুলিশ এর দলটি। ঈশারুদ্দিন এর বাড়িতে গিয়ে স্বামীকে দেখতে পায় অপর্ণা দেবী। এর পরই আসল রূপ নেয় পুলিশ। চারিদিক দিয়ে ঘিরে ধরলে তিনজন পালিয়ে যায়। ঈশারুদ্দিন শেখ ও বিলাল শেখ নামে দুজন কুখ্যাত অপহরণকারীকে হাতেনাতে গ্রেফতার করে পুলিশ। শুক্রবার ধৃতদের তোলা হয় বারুইপুর আদালতে। বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার রশিদ মুনির খান জানান এই দলটি এর আগেও বেশ কয়েকটি অপহরণের ঘটনায় যুক্ত। এই দুজন ছাড়া গোটা দলটিকে হাতে পেতে এই দুজনকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হবে আদালতে। পাশাপাশি ফিল্মি কায়দায় দুই কুখ্যাত দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার ও অপহৃত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে আনায় পুলিশ দলটিকে বাহবাও জানিয়েছেন। অন্যদিকে খবর পাওয়ার একদিনের মধ্যে অতি তৎপরতার সাথে পুলিশ যে ভাবে উদ্ধার করেছে তাই পুলিশের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে রায় দম্পতি।

উল্টোরথে খুঁটি পুজো সারলো বাঘাযতীন তরুণ সংঘ

কলকাতা,১২ জুলাই (হি.স.):এক সপ্তাহ আগে সোজা রথে মাসির বাড়ি ঘুরতে এসেছিলেন জগন্নাথদেবঊ এবার তার বাড়ি ফেরার পালাঊ আজ শুক্রবার উল্টোরথঊ তাই শুক্রবার উল্টোরথের শুভক্ষণে রথের দড়ি টেনে খুঁটি পুজো সারলো বাঘাযতীন তরুণ সংঘঊ
ঢাকে কাঠি পড়তে আর বেশি দেরী নেইঊহাতে আর মাত্র কয়েকদিন তারপরেই দুর্গাপুজোঊতাই একে একে পুজো প্যান্ডেল গুলো সেরে ফেলছে খুঁটি পুজোর কাজঊসেই তালিকা থেকে বাধ গেলনা বাঘাযতীন তরুণ সংঘওঊখুঁটি পুজোর পাশাপশি উল্টো রথের যাত্রাও করলো বাঘাযতীন তরুণ সংঘঊ উল্টোরথের দড়ি টেনে খুঁটি পুজোর মাধ্যমে দুর্গাপুজোর সূচনা করল বাঘাযতীন তরুণ সংঘঊ খুঁটি পুজো উৎসবে উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকারঊ
এই মুহুর্তে পুজো প্যান্ডেল গুলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খুঁটি পুজোর কাজ সেরে ফেলার চেষ্টা করছেঊ কারন খুঁটি পুজো শেষ মানেই পুজোর আয়োজনে একধাপ এগিয়ে যাওয়াঊআর তারপরেই শুরু হবে প্যান্ডেল বাঁধা প্রতিমা গড়ার কাজঊ এই বছর ৭০ তম বর্ষে পা দিলো বাঘাজতিন তরুণ সংঘ।

কলেজে

● প্রথম পাতার পর

সাজু ওয়াহিদের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। এদিন অল ইন্ডিয়া ডিএসও-র পক্ষ থেকে ছয় সদস্যের এক প্রতিনিধি দল রাজধানীর অফিসলেনস্থিত উচ্চশিক্ষা দপ্তরে গিয়ে দপ্তরের অধিকর্তার হাতে স্মারকলিপি তুলে দেয়। ডেপুটেশন প্রদান শেষে অল ইন্ডিয়া ডিএসও-র রাজ্য সম্পাদক রামপ্রসাদ আচার্য সংবাদ প্রতিনিধিদের ডেপুটেশন প্রদানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানান।

সুপ্রিম কোর্টে

● প্রথম পাতার পর

কংগ্রেসের ট্রাবলশুটার ডি কে শিবকুমার জোর করে হোটেলে ঢুকতে চাইতে পারেন। বুধবার সকালে সত্যিই শিবকুমার হোটেলে ঢুকতে চেষ্টা করেছিলেন। পুলিশ তাঁকে গেটে আটকে দেয়। তিনি বলেন, হোটেলে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। পুলিশ ঢুকতে না দিলে দীর্ঘ ছ'ঘণ্টা হোটেলের সামনে অপেক্ষা করেন। শেষে তাঁকে আটক করা হয়।
যদি মঙ্গলবার বিদ্রোহী বিধায়কদের ইস্তফা গ্রহণ হয়, তাহলে জোট সরকারের ১১৮ বিধায়ক থেকে সংখ্যা কমে দাঁড়াবে ১০০। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ১১৩ থেকে কমে দাঁড়াবে ১০৫-এ। এই মুহূর্তের কর্ণাটকে বিজেপি বিধায়কদের সংখ্যা ১০৫। দুই নির্দল বিধায়ক সমর্থন করলে সেই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে ১০৭। এখন এই নাটকের যবনিকা কী হয়, তার জন্য অপেক্ষা মঙ্গলবার অবধি।

গোমতী

● প্রথম পাতার পর

এই রাস্তাটি সারাইয়ের দিকে ভূমিকা নেওয়া দরকার নগর পঞ্চায়েত। কিন্তু এক অজ্ঞাত কারণে নগর পঞ্চায়েতও চুপ। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আসার খবর পেয়ে কিছু ইট এবং বালি দিয়ে রাস্তাটিকে ঠিক করে দেওয়া হয়। কিন্তু কিছুদিন পরে আবার সেই খানা খন্দে পরিণত হয়ে পরে রাস্তা। এখন মহকমাবাসীর মনে একটাই প্রশ্ন উকি দিচ্ছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে দপ্তরের কাজ কর্মে খুশি করার জন্যইকি মুখ্যমন্ত্রীর আসার দিন দপ্তরের তরফে রাস্তা কি করে দেওয়া হয়, আর মুখ্যমন্ত্রীর অমরপুর সফর শেষ হতেই সেই রাস্তা পুরানো রুপ নেয়। সাধারণ মানুষের দাবি এই রাস্তাটি যেন অতিসত্বর সংস্কার করে দেওয়া হয়। না হলে যেকোনো সময় বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।
পূর্ত দপ্তর ও অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের দায়িত্বজ্ঞানহীন ভূমিকায় ক্ষোভে ফুসছেন স্থানীয় জনগন। অবিলম্বে রাস্তাটি জনগনের চলাচলের উপযোগী করে তোলা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হতে বাধ্য হবেন বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন।

ভারী বর্ষণে

● প্রথম পাতার পর

৫৫৬১৬ শিলচর-গুয়াহাটি ফাস্ট প্যাসেঞ্জার ট্রেন যাত্রা বাতিল করে চন্দ্রনাথপুর থেকে শিলচর ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। অন্যদিকে ১৩১৭৩ শিয়ালদহ-আগরতলা কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস লামডিং-থেকে আগরতলা পর্যন্ত আংশিক যাত্রা বাতিল করেছে রেল কর্তৃপক্ষ। ১৫৬১২ শিলচর-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস এবং ১৩১৭৬ শিলচর-শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রা শিলচর থেকে শুক্রবার বাতিল করে দিয়েছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল।
নিউহাফলং ও জাটিঙ্গা লামপুর স্টেশনের মধ্যবর্তী ১১০ কিলোমিটার অংশে ধস নামার পর লামডিং-শিলচর ব্রডগেজ রেলপথ সারিয়ে তুলতে যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে কাজ করে চলছেন রেলকর্মীরা। তবে পাহাড়ে একনাগাড়ে বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় ধস সারাইয়ের কাজ করতে গিয়ে রেলকর্মীদের প্রচণ্ড বেগ পেতে হচ্ছে। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, ধস সারাইয়ের জন্য লামডিং-শিলচর ব্রডগেজ রেলপথে ৮ ঘণ্টার ব্লক নেওয়া হয়েছে। তবে শুক্রবার রাত বা শনিবার সকালের মধ্যে পাহাড় লাইনে পুনরায় ট্রেন চলাচল সচল হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে বলে রেল দফতর আশা ব্যক্ত করেছে।

প্রশাসন

● প্রথম পাতার পর

অতীতের বাল্য বিবাহের সামাজিক কুপ্রথা আজও চলছে। একবিংশ শতাব্দীতে এসেও তা বন্ধ করা যায়নি। শুধু তাই নয়, নাবালিকা মায়ের স্বাস্থ্য কম বয়সেই ভেঙ্গে পড়ে। নানারকম রোগ ব্যধিতে আক্রান্ত হয় তারা। তাই এলাকার জনগণের কাছে আহ্বান জানানো হয় বাল্য বিবাহ বন্ধ করে সমাজকে অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য।

আরোপ

● প্রথম পাতার পর

ছাড়া অন্য কোন যানবাহন চলাচলের উপর নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। তবে আইন শ'ঙ্খলা রক্ষার কাজে নিযুক্ত সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনী এবং রাজ্য পুলিশের সদস্যগণ, দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার এবং সাবম ও বিলোনীয়ার মহকুমা শাসকের জারী করা বৈধ অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ, জরুরী সরকারী কাজে নিয়োজিত সরকারী কর্মচারী, অবিলম্বে চিকিৎসার প্রয়োজন এমন ব্যক্তিগণ এই বিধিনিষেধের আওতার বাইরে থাকবেন। এই আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আই পি সি'র ১৮৮ ধারা অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই আদেশ ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

অভিযান

● প্রথম পাতার পর

আক্রোশ, অভিযোগ সম্পর্কেও অবগত হবেন।
প্রসঙ্গত, বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিস্তারক অভিযান রাজ্যে ক্ষমতা পরিবর্তনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। কারণ, দলের নীতি আদর্শ মোতাবেক রণকৌশল মেনে বিজেপি তৃণমূল স্তর পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিস্তারকরা ঐতিহাসিক কাজ করেছেন বলে দাবি দলের শীর্ষ নেতৃত্বের। আবারও বিস্তারকদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে বিজেপি। কারণ, গত দেড় বছরে শাসনকালে রাজ্যে সংগঠন বিস্তারে উল্লেখযোগ্য কাজ হয়নি। উপরন্তু রাজ্যবাসীর একাংশের মনে ক্ষোভ বিক্ষোভ দানা বাধতে শুরু করেছে। ধারণা করা হচ্ছে সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধিতে দলের সবচেয়ে বেশী সক্রীয় কর্মী হিসেবে পরিচিত বিস্তারকদের উপরই ভরসা করতে চাইছে বিজেপি।
এদিন আগরতলা টাউন হলে আয়োজিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দলের প্রদেশ কমিটির সভাপতি তথা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব, উপ-মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা, শিক্ষা ও আইনমন্ত্রী রতনলাল নাথ, দলের প্রদেশ কমিটির সাধারণ সম্পাদক রাজীব ভট্টাচার্য, প্রদেশ যুব মোর্চা সভাপতি টিঙ্কু রায়, মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য। এছাড়াও রাজ্যের প্রতিটি সাংগঠনিক জেলা ও মহকুমা কমিটির সভাপতি এবং দলের মনোনীত সদস্যরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

বন্ধ লক্ষ্মণ ঝুলায়

আটের পাতার পর

লক্ষ্মণ ঝুলা বহু দিনের পুরনো এবং একদিকে সামান্য ঝুঁকে গিয়েছেঊ তাই সাময়িকের জন্য সাধারণ মানুষের চলাচল বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসনঊ ওমপ্রকাশ নামে প্রশাসনের একজন আধিকারিক জানিয়েছেন, বহু বছরের পুরনো লক্ষ্মণ ঝুলায় যাতায়াত বৃদ্ধি পাওয়ায় সেতু এখন জীর্ণ অবস্থায় রয়েছেঊ একদিকে সামান্য ঝুঁকে গিয়েছেঊ যাতায়াত বেড়ে যাওয়ায় ভবিষ্যতে সেতুর ক্ষতির সম্ভাবনাও রয়েছেঊ আর তাই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লক্ষ্মণ ঝুলায় যাতায়াত বন্ধ রাখা হয়েছে।

পেলেন লালু প্রসাদ যাদব

আটের পাতার পর

জামিনের আবেদন করেছিলেন লালু প্রসাদ যাদবঊ ওই দিন লালুকে ১২ জুলাই হাইকোর্টে উপস্থিত থাকতে নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি অপরেশ সিংঊ অবশেষে শক্রবার দেওঘর কোষাগার পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি মামলায় ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টে জামিন পেয়েছেন লালু প্রসাদ যাদবঊ প্রসঙ্গত, চলতি বছরের এপ্রিল মাসে লালুর জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টঊ সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)-ও লালুর জামিনের আবেদন খারিজ করেছিল।

জাদেজা তো সবার মুখে ঝামা ঘষে দিল: দোশি

ম্যাঞ্চেস্টার: যেন তিনিই নিকোলাসকে বোল্ড করেছেন। উইলিয়ামসনের ক্যাচ ধরেছেন। রস টেলরকে রান আউট করেছেন। এবং ৫৯ বলে ৭৭ রান করেছেন।রবীন্দ্র জাদেজার চমকপ্রদ সাফল্য সম্পর্কে এতটাই উচ্ছ্বসিত মনে হল দিলীপ দোশিকে। কখনও জাদেজার জন্য খুশির ঝলক। কখনও বা রাগ—দুঃখ—অভিমানের মেঘ, 'বলেছিলাম জাদেজাকে বাদ দেওয়া অবিচার হচ্ছে। কেন এতদিন ওর প্রতি উপযুক্ত নজর এবং সম্মান দেওয়া হয়নি? আমাদের দেশে কথায় কথায় তদন্ত কমিটি তৈরি করা হয়। কেন জাদেজাকে উপেক্ষা করার কারণ অনুসন্ধান করা হবে না?' দোশিকে থামানো যাচ্ছিল না! 'এমন অবিচারের কারণ কে জানাতে পারে? যারা প্রথম এগারো বাছার দায়িত্বে, তাদের কাছে জানতে চাই না। কারণ ওরা ঠিক উত্তর দেবে না। কেন প্রথম এগারো বেছে নেওয়ায় নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি দেখাল না রবি শাস্ত্রী, বিরাট কোহলিরা?'আর কী কী বললেন দিলীপ দোশি?'জাদেজা উইলিয়ামসনের ক্যাচটা কীভাবে ধরেছিল, সবাই আরও একবার ভিডিওতে দেখে নিন। ক্যাচটা এসেছিল ওর মাথার ওপর। যেই দেখল বলটা ওকে টপকে মাটিতে নামছে, তখন স্পট জাম্প করে পেছনের দিকে শরীর নিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। টেরিফিক ক্যাচ! তারপর রান আউট। রস টেলর তখন রান আউট না হলে ২৩৮—এর চেয়েও বেশি রান তুলে ফেলতে পারত নিউজিল্যান্ড। সবশেষে ব্যাটিং। যে পিচে ধোনির মতো ব্যাটসম্যান সিঙ্গল্‌স নিচ্ছিল, সেখানে জাদেজা অনেক বেশি গতিতে রান তোলার দিকে মন দিয়েছিল। আমি দেখেছি দীর্ঘ উপেক্ষার আগুন জাদেজার চোখ—মুখ—ব্যাট থেকে ঠিকরে বেরোচ্ছিল। আমাকে এই বিশ্বকাপের সেরা একাদশ গড়তে দেওয়া হলে একটাই স্পিনার রাখব এবং সে হবে রবীন্দ্র জাদেজা। কেন জাদেজাকে উপেক্ষা করা হচ্ছিল?দোশি: বলতে পারব না।

তবে জানার আগ্রহ থাকল। যে ছেলেটা শুধু ফিল্ডিংয়ে ২০—২৫ রান বাঁচিয়ে দিতে পারে, টেনে টেনে বল করে রান আটকে রাখতে পারে, যার ব্যাটে ২০—৩০ রানের ভরসা করা যায়, তাকেই দলের বাইরে রাখা হল? এই ২০১৯ সালে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও এমন ঘটনা ঘটবে মানা কঠিন। ভিজিয়ানাগ্রাম, লালা অমরনাথদের আমলে এমন ঘটত।

এবার তো জাদেজা সবার মুখে ঝামা ঘষে দিল! এর আগেও অকারণে জাদেজাকে টেস্ট ও ওয়ান---ডে টিম থেকে বাদ দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। অত্যন্ত খারাপ ব্যাপার। কুরুচিকরও বটে। বলা হচ্ছে মহেন্দ্র সিং ধোনির কারণেই ভারত হেরে গেল।দোশি: ভারত হেরে গেছে ৫ রানে ৩ উইকেট চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। যখন জাদেজা ব্যাট করছিল, তখন ধোনির আরেকটু চালিয়ে খেলা উচিত ছিল। সেমিফাইনালের মতো ম্যাচে সব রান শেষ ২ ওভারে তুলব, এই অঙ্কটা মানি না। তার মানে ধোনিকে বাদ দিয়ে খেলার পরামর্শও দিচ্ছি না। বিশ্বকাপে ধোনিকে নিয়ে কোনও ভুল করা হয়নি। ধোনির অতীতের কথা ভেবে বিরাট—শাস্ত্রীরা ওকে নিয়ে থাকলে বলব, ওরা অন্তত এটুকু শ্রদ্ধা দেখিয়েছে। পৃথিবীর কোন দল ৩ উইকেটকিপার রেখেছে? কেন দীনেশ কার্তিকের সমালোচনা হচ্ছে না? ২৫ বলে ৬ রান! সে অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান? আমি তো জানতাম, ধোনি আহত না হলে কার্তিককে খেলানো হবে না। কার্তিককে ১৫ জনের দলে রাখা এবং প্রথম এগারোয় সুযোগ দেওয়াটা বড় ক্রাইম। স্বীকৃত ব্যাটসম্যানের জায়গায় নড়বড়ে কার্তিককে নেওয়া হয়েছিল কোন যুক্তিতে? ক্রিকেটীয় যুক্তি যে ছিল না, এটা বুঝতে পারছি। আপনি তো প্রচণ্ড রেগে আছেন! দোশি: ম্যাট হেনরিকে কে চিনতেন? এমন বোলারের স্যুইংয়ে বেসামাল হয়ে পড়ল যারা, তারা কি ভেবেছিল এখানে ফিরোজ শাহ কোটলার উইকেট পাবে? বৃষ্টি পড়েছিল। বল সিম করছিল। তখন যে পিচের চরিত্র বদলে যায় এবং সতর্ক থাকতে হয়, টেকনিকের দিক থেকে সাবলীল হতে হয়, এ ব্যাপারটা ভুলে গিয়েছিল সবাই? ক্রিকেট যারা জানে না, তারা ধোনিকে দায়ী করছে। কিন্তু যারা খেলাটা বোঝে, তারা কি বিরাট কোহলির ব্যাটিংয়ের ভুল দেখতে পায় না? একমাত্র রোহিত শর্মার বলটা আনপ্লেয়েব্‌ল ছিল। বাকি সব ক'টা উইকেট ওরা ছুঁড়ে দিয়েছে। যদি পাল্টা বলি, ভারতের বোলাররাও খারাপ বোলিং করেছে বলে নিউজিল্যান্ড ২৩৯ পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছিল? নিউজিল্যান্ড তো টস জিতে সাহস করে ব্যাটিং করেছে। পিচ তখন অনেক তাজা ছিল। সেখানে ভারতীয় বোলাররা কেন ৫ রানে ৩ উইকেট তুলে নিতে পারেনি? ২৩৯ পর্যন্ত এগোতে দেওয়া হয়েছিল কেন? ভারতীয় দল কি পিচের চরিত্র বুঝতে ভুল করেছিল?দোশি: যুজবেন্দ্র চাহাল ১০ ওভারে ৬৩ রান দিয়ে পেয়েছিল ১ উইকেট। স্কোর যা দেখছি, দু'দলের ১১ জন বোলারের মধ্যে কেউ এত বেশি রান দেয়নি। তাহলে সামিকে কেন খেলানো হল না? নির্বাচকরা বলুন, কেন কার্তিককে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। পর্দার পেছনে কোন নাটক আছে। উত্তর পাওয়া যাবে না তবু জানতে চাওয়া উচিত। যাতে ওরা বোঝে, দলের বাইরে থাকা অনেক মানুষ ওদের অসভ্যতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। মাঝখান থেকে বিশ্বকাপটা গেল ফস্‌কে!

১১ বছর আগের সেই রূপকথা ফের একবার দেখার আশায় টেনিসবিশ্ব

আজকালের প্রতিবেদন: আধুনিক টেনিসের সবথেকে চর্চিত, উপভোগ্য, সেলিব্রেটেড যুদ্ধ আবার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছে। এটাই টেনিস বিশ্বের কাছে এই মুহূর্তে সবথেকে বড় সুখবর। প্রায় দুই বছর টেনিস কোর্টে পরস্পরের মুখ না দেখা রজার ফেডেরার আর রাফায়েল নাদাল গত পাঁচ সপ্তাহে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার মুখোমুখি হতে চলেছেন। এই দ্বিতীয় সাক্ষাৎটা হতে চলেছে আজ উইম্বলডনের সেমিফাইনালে। অল ইংল্যান্ড ক্লাবের সেন্টার কোর্ট শেষবার এই দ্বৈরথ দেখেছিল ২০০৮ সালের ফাইনালে। যে ম্যাচ আপামর টেনিসপ্রেমীর কাছে সর্বকালের সেরা চার বা পাঁচ ম্যাচের তালিকায় অনায়াসে জায়গা করে নিয়েছে, ভবিষ্যতেও নেবে। যে ম্যাচ নিয়ে বই লেখা বা তথ্যচিত্র বানানোর জন্য লেখক, প্রযোজকদের হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছে, ভবিষ্যতেও যাবে। প্রায়ান্ধকার আবহে নাদাল সেবার পাঁচ সেটের রূপকথার নায়ক হয়েছিলেন। সেন্টার কোর্টে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানটা ঠিকমতো দেখার জন্য ফ্ল্যাশ বাল্বের দরকার পড়েছিল। পুরুষদের টেনিসে মশাল হস্তান্তরের ম্যাচ হিসেবে দেখা হয়েছিল সেই ম্যাচ। ভাবা হয়েছিল, দীর্ঘদিন টেনিস বিশ্ব শাসন করা তৎকালীন ২৬ বছরের রজারের সেটাই বুঝি ২২ বছরের অপ্রতিরোধ্য রাফাকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করার সন্ধিক্ষণ।কিন্তু ১১ বছর পর আজ জলের মতো পরিষ্কার যে, সেই ভাবনা ভুল ছিল। বাস্তবটা বরং অনেক বেশি সমৃদ্ধ, আরও বেশি উপভোগ্য। ৩৭ বছরের ফেডেরার আর ৩৩ বছরের নাদাল এই ১১ বছরে পরস্পরকে শুধুই আরও শক্তিশালী, আরও দর্শনীয় করেছেন। শ্রেষ্ঠত্বের কাছাকাছি পৌঁছতে পরস্পরকে আরও সাহায্য করেছেন। সত্যি কথা বলতে কী, ভাবনায় ভুল ছিল এই দুই মহারথীরও। হলফ করে বলা যেতে পারে, সেদিন তাঁরা নিজেরাও ভাবেননি, তাঁদের টেনিস জীবন অন্তত আরও ১১টা বছর দীর্ঘায়িত হবে।এই ১১ বছরে দুজনে অনেক খেতাব জিতেছেন, অনেক বিত্তশালী হয়েছেন। দুজনের জীবনেই এসেছে উত্থান, পতন। নোভাক জকোভিচ নামক আরেক উল্কার আবির্ভাবে দুজনকেই খেলায় অনেক রদবদল করতে হয়েছে। এরপর অ্যান্ডি মারের আগমনে টেনিসে 'বিগ ফোর' কথাটা শোনা গেছে। হালে ফেডেরারের দেশের স্ট্যানিসলাস ওয়াওরিঙ্কাকেও একই ঘরানায় ফেলে দিয়ে কেউ কেউ সেটাকে 'বিগ ফাইভ'—এ নিয়ে গেছেন। কিন্তু ২০১৯ সালের টেনিস বিশ্ব আবার ব্যাক টু দ্য 'বিগ থ্রি'।ম্যাচের আগে ফেডেরারও সাংবাদিক সম্মেলনে এসে স্বীকার করে নিয়েছেন, 'শুধু আমি নয়, মনে হয় রাফা আর নোভাকও নিশ্চই ভাবেনি আমরা এত বছর পরেও একইরকম দৃঢ় থাকব। আমাদের তিনজনেরই সেই আগের দাপট থাকবে।' হয়ত সেই কারণের ১১ বছর পরেও এই ম্যাচের আগে ফেডেরার বলতে পারছেন, 'কঠিন ম্যাচ হবে। রাফা যেকোনও দিন যেকোনও কোর্টে যেকোনও কাউকে হারিয়ে দিতে পারে। ও এতটাই ভাল প্লেয়ার। ওকে তো আর এখন শুধু ক্লে---কোর্ট স্পেশালিস্ট বলা যাবে না।' জকোভিচের সামনে আজ স্পেনের রবার্তো বাউতিস্তা অগাট। ফাইনালে যাঁরাই উঠুন, এসডব্লু ১৯—এর সেন্টার কোর্টে লড়াই শুরু হওয়ার আগেই প্রমাণিত হয়ে গেছে রজা—রাফার দ্বৈরথের আকর্ষণ, রোমাঞ্চ অবিনশ্বর, অতুলনীয়। হোক না আরও একটা পৌনে পাঁচ ঘণ্টার নাটক। হোক না আবার সেই লড়াই, যা শেষ হোক মন চায় না। এবার তো আর লন্ডনের পশ্চিম আকাশে সূর্য ঢলে পড়লেও ভয় নেই। সেন্টার কোর্ট যে আজ ১১ বছর পূর্ণ করে আপন আলো জ্বেলেছে। সত্যিই ১১ বছরে অল ইংল্যান্ড ক্লাবের অনেক কিছুই বদলে গেছে। কিন্তু বদলায়নি এই দ্বৈরথ দেখার জন্য হাপিত্যেশ করে বসে থাকা। বদলাননি রজার ফেডেরার। বদলাননি রাফায়েল নাদাল।

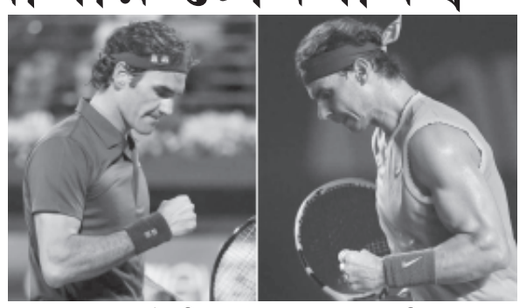

কমনওয়েলথে রেকর্ড ভারতীয় ভারোত্তলোকের

অ্যাপিয়া: কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপে নতুন রেকর্ড গড়লেন ভারতের অজয় সিং। শুক্রবার ক্লিন অ্যান্ড জার্ক ক্যাটাগরিতে সোনা জেতেন বছর বাইশের এই ভারোত্তলোক। এই ক্যাটাগরিতে রুপোও আসে ভারতের ঘরে।৮১ কেজি ক্যাটাগরিতে লড়েছিলেন অজয়। তাঁর বডি ওয়েটের ডাবল ওজন (১৯০ কেজি) তুলে জাতীয় রেকর্ড ভাঙেন তিনি। সেই সঙ্গে অলিম্পিক কোয়ালিফাইয়িং ইভেন্টে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট যোগ করেন অজয়। এর আগে এশিয়ান ইয়ুথ ও জুনিয়র ওয়েটলিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জেতেন অজয়। ১৪৮ কেজি ইভেন্টে পদক জেতেন তিনি। এটাই অজয়ের সেরা স্কোর। এপ্রিলে চিনের নিংবু শহরে এশিয়ান চ্যাম্পিয়শিপে ৩২০ কেজির (১৪২ কেজি, ১৭৮ কেজি) থেকে ১৮ কেজি বেশি ওজন তোলেন অজয়।অজয়ের সোনা জয়ের পাশাপাশি ৮১কেজি বিভাগে রুপো জেতেন ভারতীয় ভারোত্তলোক। ৩১৩ কেজি (১৩৫ কেজি, ১৭৮ কেজি) তুলে রুপো জিতে নেন পাপুল চাংমাই। ফেব্রুয়ারিতে সিনিয়র জাতীয় ওয়েটলিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতেছিলেন তিনি।পুরুষদের ৮৭ কেজি ক্যাটাগরিতে ২২১ কেজি ওজন তুলে প্রথম স্থান অর্জন করেন পি অনুরুদ্ধ।

অনিল কুম্বলের মতো অ্যালেক্স ক্যারির কিন্তু চোয়াল ভাঙেনি

ক্রিকেটপ্রেমী দর্শকদের জন্য সতেরো বছর আগের কুম্বলে—স্মৃতি ফিরিয়ে আনলেন অ্যালেক্স ক্যারি। তাঁর ইনিংস সবে গড়িয়েছে পঞ্চম বল অবধি। ম্যাচের সেটা অষ্টম ওভারের শেষ বল। আর্চারের ১৩৮ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় ছুটে আসা বল আছড়ে পড়ে হেলমেটে। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। উড়ে যাওয়া হেলমেট নিখুঁত দক্ষতায় ক্যারি লুফে নেন ভাগ্যিস। সেটা কোনওভাবে স্টাম্পে আঘাত করলে দুর্ভাগ্যজনকভাবে তিনি আউট হতেন। হেলমেট গ্রিলে বল লেগে তারপর ছিটকে ওঠে মুখে। না, অনিল কুম্বলের মতো ক্যারির চোয়ালের হাড় (ম্যান্ডিবল) ভাঙেনি। এখনও যা খবর, চিবুকে গভীর সফট টিস্যু ইনজুরি রয়েছে। ডিপ কাট, মাংস খুবলে বেরিয়ে এসেছে। গোটা মুখে ছড়িয়ে পড়ছে ফোলা ভাব। প্রচণ্ড চেপে বাঁধা স্ট্র্যাপিং ব্যান্ডেজ খুলে প্রয়োজনে কয়েকটা সেলাই করতে হতে পারে। প্রধান উদ্দেশ্য, রক্তক্ষরণ বন্ধ করা।অ্যান্টিগুয়ায় ২০০২ সিরিজে সেটা ছিল চতুর্থ টেস্ট। মার্ভ ডিলনের হঠাৎ লাফানো বলে মুখে চোট পান অনিল কুম্বলে। চোয়ালের হাড় (ম্যান্ডিবল) ভেঙে দু'টুকরো হয়ে যায়। পরদিনই অস্ত্রোপচারের জন্য বেঙ্গালুরু ফিরে আসার কথা ছিল। 'প্যাভেলিয়নে শুধু শুধু বসে থেকে কী করব?' কুম্বলে নিজে জানিয়েছেন, 'জয়ের জন্য কয়েকটা উইকেট দ্রুত প্রয়োজন ছিল। তাই ব্যান্ডেজ বেঁধে নেমে পড়ি'। সেদিন টানা ১৪ ওভার বোলিং করেন। তুলে নেন ব্রায়ান লারার মূল্যবান উইকেট। স্যর ভিভ রিচার্ডস পরবর্তী সময়ে বলেন, 'ক্রিকেট মাঠে এর চেয়ে দুঃসাহসী ঘটনা আমি জীবনে কখনও দেখিনি'। কুম্বলে প্রচণ্ড যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পেতে পর পর দু'বার ব্যথানাশক ইঞ্জেকশন নিয়ে বোলিং করেছিলেন। আজ স্পোর্টস সায়েন্স অনেক বেশি আধুনিক। সুতরাং ক্যারি সেরা পরিষেবাই পাবেন। এমনকী প্লাস্টিক সার্জারি করা হলে তাঁর মুখে ভবিষ্যতে কোনও ক্ষত বা দাগই থাকবে না।ক্রিকেট মাঠে এমন কীর্তি আরও রয়েছে যা ইতিমধ্যে ঢুকে গেছে অমর বীরগাথায়। ১৯৬৩ সালে কলিন কাউড্রে ভাঙা হাতেও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ব্যাট করতে নামেন। টেস্ট ম্যাচটা বাঁচানোর জন্য দেওয়ালে পিঠ দিয়ে লড়ছিল ইংল্যান্ড। সঙ্গী ব্যাটসম্যান প্রতি ওভারের শেষ বলগুলোয় রান নিয়ে এত ভাল কভার দেন যে কাউড্রেকে একটা বলেরও মুখোমুখি হতে হয়নি! ভাঙা চোয়াল নিয়ে দশ নম্বরে ব্যাটিং করা আরেক অস্ট্রেলীয় রিক ম্যাকস্কারের অবদান কে ভুলবে? সেটা ছিল শতবার্ষিকী টেস্ট, যা জিততে মাঠে নেমেছিল অস্ট্রেলিয়া। কুম্বলে, কাউড্রে বা ম্যাকস্কারের মতোই ক্রিকেট দুনিয়া ইতিমধ্যে ক্যারির দুঃসাহস, অকুতোভয় মনোভাব এবং না—হারার জেদের প্রশংসা শুরু করেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ধন্য ধন্য বার্তা উপচে পড়ছে।

"যারা চ্যাম্পিয়ন হবে, আমাদের চেয়ে কম ম্যাচ জিতেছে"

এক দিকে হারের ময়নাতদন্ত চলছে। অন্য দিকে উঠে পড়েছে বিশ্বকাপের ফর্ম্যাট নিয়ে প্রশ্ন। সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নেওয়া ভারতীয় দলের অভ্যন্তরে কী পরিস্থিতি? অঘটনের পরাজয় নিয়েই বা তিনি কী বলবেন? বৃহস্পতিবার ইংল্যান্ডের সময় বিকেলে ম্যাঞ্চেস্টার থেকে ফোনে ভারতীয় দলের হেড কোচ রবি শাস্ত্রী একান্ত সাক্ষাতকার দিলেন আনন্দবাজারকে।প্রশ্ন: সকলে ধরে নিয়েছিল, লর্ডসে ভারত ফাইনাল খেলছেই। স্বপ্নভঙ্গ হওয়ায় চারদিকেই হতাশা। টিমের মধ্যে কী অবস্থা?রবি শাস্ত্রী: বিরাট তো কাল বলেই এসেছে প্রেস কনফারেন্সে হার্টব্রেক। সকলেরই ভিতরটা দুমড়ে গিয়েছে। এ ভাবে সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিতে হবে, কে ভাবতে পেরেছিল! আমাদের অন্তত ফাইনাল খেলা উচিত ছিল। ফাইনালে গিয়ে কী হবে, কেউ বলতে পারে না। তবে ফাইনালের আগে চলে যেতে হবে, কেউ ভাবিনি।প্র: অধিনায়কের মতোই কি বলবেন হারের কারণ চল্লিশ মিনিট?শাস্ত্রী: আমি বলব, কুড়ি মিনিট। যখন পাঁচ রানে তিন উইকেট হয়ে গেলাম। এমএস (ধোনি) আর জাড্ডু (জাডেজা) মিলে দারুণ লড়াই করেছিল। কিন্তু শুরুতে ওই ধাক্কার পরে আমরা জানতাম, কঠিন হবে।প্র: মিডল অর্ডার ঠিক মতো না সাজানো নিয়ে অনেকে সরব...শাস্ত্রী: হারলে কথা হবে। কিন্তু আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন, এটাই বলব যে, কুড়ি মিনিটের একটা পর্ব আমাদের হারিয়ে দিয়ে গেল। আর কোনও কিছু নয়। সঙ্গে এটাও বলব যে, গোটা টুর্নামেন্টে ছেলেরা দারুণ ক্রিকেট খেলেছে। এই কারণেই সব চেয়ে খারাপ লাগছে। আমরা যদি গোটা টুর্নামেন্টে খারাপ ক্রিকেট খেলতে খেলতে এগোতাম, তা হলে না হয় বুঝতাম। তখন মনকে বোঝানো সহজ হত। ছেলেরা ভাল খেলছিল বলেই কালকের হারটা খুবই মন ভেঙেদিয়ে গিয়েছে।প্র: এ রকম একটা পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে হেড কোচ কী বলতে পারেন তাঁর ছেলেদের?শাস্ত্রী: এটাই বললাম যে, গোটা টুর্নামেন্টে তোমরা দারুণ ক্রিকেট খেলেছ। সে জন্য নিশ্চয়ই তোমাদের বাহবা প্রাপ্য। ওয়েল প্লেড। একটা ছোট্ট সময়ের জন্য আমরা নিজেদের ক্রিকেটটা খেলতে পারিনি। সেটাই সব শেষ করে দিয়ে গেল। মনে রেখো, এটাই ক্রিকেট। এটাই খেলার দুনিয়া। অনেক কিছু দেবে, আবার কখন যে শূন্য করে দিয়ে চলে যাবে কেউ জানে না। ওদের দুঃখটাও বুঝতে হবে। সব চেয়ে বেশি প্রস্তুতি ওরা নিয়েছিল। সব চেয়ে বেশি স্বপ্ন ওদের চোখে ছিল। তার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করে গিয়েছে সকলে দু''বছর ধরে। তার পরেও ২০ মিনিটের পর্বে সব শেষ হয়ে গিয়েছে। আমি এটুকু বলতে পারি, এই হারে আমার ছেলেদের চেয়ে বেশি দুঃখী কেউ নেই।প্র: কোহালি গত কাল মেনে নিয়েছেন, টুর্নামেন্টের ফর্ম্যাট নিয়ে চিন্তাভাবনার দরকার। একটা দল গ্রুপের সেরা হয়ে একটা খারাপ দিনের জন্য বাইরে। আপনার কী মত?শাস্ত্রী: আমি বলব, অবশ্যই ভেবে দেখা উচিত। হাতের সামনে উদাহরণ রয়েছে। আইপিএল। দারুণ ফর্ম্যাট। যে টিমটা গ্রুপের সেরা হয়ে এসেছে, তাদের আর একটা সুযোগ প্রাপ্য। একটা খারাপ দিন যেতেই পারে ক্রিকেটে। কত কিছু বিপক্ষে থাকতে পারে। হঠাত করে মেঘলা আকাশ এসে যেতে পারে, বল তখন বেশি সুইং করতে পারে। বুধবার যে রকম হয়েছিল আমরা ব্যাটিং করতে নামার সময়। আমরা অজুহাত দিয়ে ক্রিকেট খেলি না। দক্ষিণ আফ্রিকায় দেখেছেন, প্রথম কথা আমি আর বিরাট বলেছিলাম যে, পিচ নিয়ে কোনও প্রশ্ন তুলতে আমরা এখানে আসিনি। আমরা ক্রিকেট খেলতে এসেছি। এখানেও তাই নিউজিল্যান্ডের থেকে কোনও কৃতিত্ব কেড়ে নিতে চাইছি না। ওরা দারুণ খেলে জিতেছে। সে দিনটায় যোগ্য বিজয়ী। কিন্তু যে দলটা এত বড় রাউন্ড রবিন পর্বে আগাগোড়া ভাল খেলল আর এক নম্বর হয়ে সেমিফাইনালে উঠল, তারা একটা ছোট্ট স্পেলের জন্য ছিটকে যাবে! এটাই বা কেমন হল?প্র: বিকল্প তা হলে কী?শাস্ত্রী: আমি বলব, আইসিসি-র অবশ্যই এই দিকটা ভেবে দেখা উচিত। আইপিএলের ফর্ম্যাট বেশ ভাল। সেখানে গ্রুপে টানা এত দিন ধরে ভাল খেলার একটা পুরস্কার পাওয়া যায় কারণ প্রথম দু''টো দল ফাইনালে যাওয়ার দু''টো করে সুযোগ পায়। এই দিকটা অবশ্যই ভাবা উচিত। এই টুর্নামেন্টে সব চেয়ে বেশি ম্যাচ জেতা টিম বেরিয়ে গেল। এ দিন তো ইংল্যান্ড উঠে গেল ফাইনালে। তার মানে ব্যাপারটা এই দাঁড়াচ্ছে, যে টিমটা চ্যাম্পিয়ন হবে, তারা আমাদের চেয়ে কম ম্যাচ জিতেছে

মুখ খুললেন শাস্ত্রী,জানালেন তাঁর অন্তরের কথা

২০১৯ বিশ্বকাপের অন্যতম সেরা দল,টুর্নামেন্টের মাঝেই একদিনের ক্রিকেটে বিশ্বের এক নম্বর তকমা আদায় করে নেয় টিম ইন্ডিয়া,১৫ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থাকা একটি দল অথচ সেমিফাইনালে গ্রুপের চার নম্বর দলের কাছে শোচনীয় পরাজয়। ফলত তা মেনে নিতে সময় লাগছে ১৩৫ কোটির ভারতবর্ষের। একের পর এক প্রশ্নবাণে নাজেহাল টিম ম্যানেজমেন্ট। বিশেষ করে কোচ শাস্ত্রী ও ক্যাপ্টেন কোহলি।মাঞ্চেস্টারে প্রথম সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে হারের পর ভারতীয় সমর্থক ও প্রাক্তণ খেলোয়াড়রা বিশেষ করে প্রাক্তণ ভারতীয় অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ধোনির সাত নম্বরে নামা থেকে শুরু করে চার নম্বর ব্যাটসম্যানের সমস্যা নিয়ে তুলোধনা করেছেন কোচ শাস্ত্রীর স্ট্যাটেজি নিয়ে। তারপর কেটে গেছে ৪৮ ঘন্টা। অবশেষে মুখ খুললেন কোচ রবি শাস্ত্রী।সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শাস্ত্রী বলেন,'টুর্নামেন্টের শুরু থেকেই দলে চার নম্বর স্পেশালিস্ট ব্যাটসম্যানের অভাব রয়েছে।' তবে বিশ্বকাপের মঞ্চ থেকে ভারতের বিদায়ে কোচ রবি শাস্ত্রী লজ্জার কিছু দেখছেন না। তাঁর মতে,'মাথা উঁচু করেই মাঠ ছাড়তে বলেছি ছেলেদের। ৩০ মিনটের খারাপ খেলা আমাদের সেরার শিরোপা কেড়ে নিতে পারবে না। গত কয়েক বছরে আমরা নিজেদের বিশ্বের সেরা দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছি। আমাদের খুব খারাপ লাগছে। কিন্তু এটাই ক্রিকেট। গত দু''বছরে আমরা যা করেছি তাতে গর্বিত।'বহু চর্চিত প্রশ্ন ধোনিকে কেন সাত নম্বরে নামানো হল? কেন দলের ব্যাটিং বিপর্যয়ের সময় তাঁকে ব্যাটিং অর্ডারের উপরের দিকে তুলে আনা হল না? এই প্রশ্নের উত্তরে শাস্ত্রী ব্যাখ্যা দিলেন, 'এটা তো আর আমার একার সিদ্ধান্ত নয়। এটা দলের সিদ্ধান্ত যে, ধোনি সাতে নামবে। আপনারা অনেকেই চেয়েছিলেন ধোনিকে পাঁচ নম্বরে নামানো হোক! কিন্তু ও যদি পাঁচ নম্বরে নেমে আউট হয়ে যেত তা হলে তো শেষ আশাও থাকত না। ও অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান। ওকে আমরা হাতে রাখতে চেয়েছিলাম। ও ফিনিশার। এটা ভুললে চলবে না।'

বিজয়বর্গীয়ের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন ইস্ট—মোহন কর্তারা

আই লিগ—আইএসএল দ্বৈরথে এবার সরাসরি ঢুকে পড়ল বিজেপি। কয়েকদিন আগেই দেশের ফুটবলের স্বার্থে এবং আই লিগকে বাঁচাতে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়ে চিঠি দিয়েছিল ক্লাব জোট। আর শুক্রবার শহরের একটি পাঁচতারা হোটেলে বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়ের সঙ্গে দেখা করলেন মোহনবাগান—ইস্টবেঙ্গলের শীর্ষ কর্তারা। শুক্রবার মোহনবাগানের পক্ষ থেকে ছিলেন দেবাশিস দত্ত ও সৃঞ্জয় বোস আর ইস্টবেঙ্গলের তরফে হাজির হয়েছিলেন দেবব্রত সরকার এবং ডঃ শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত। এই বৈঠকের নেপথ্যে ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার তথা এবার কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কল্যাণ চৌবে। এদিনের এই বৈঠকে দুই দলের কর্তাদেরই সব কথা শোনেন কৈলাস। তিনি জানিয়েছেন, দিল্লি ফিরে এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীকে সবিস্তারে জানাবেন। আসলে আই লিগ ক্লাব জোটদের চিঠি পেয়ে প্রধানমন্ত্রীও চাইছেন, সমস্যার সমাধান করতে। আই লিগকে সর্বোচ্চ লিগের স্বীকৃতি দিতে রাজি নন ফেডারেশন কর্তারা। ইতিমধ্যেই আইএসএলকে শীর্ষ লিগ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে ফুটবল ফেডারেশনের সঙ্গে অহি—নকুল সম্পর্ক দুই প্রধানের। বৈঠক শেষে কৈলাস বলেন, 'কল্যাণ জানিয়েছিল দুই ক্লাবের কর্তারা আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল। সেই মতোই আজ দেখা করলাম। আমার মনে হয়েছে, বর্তমানে ক্লাবগুলির লোকসান হচ্ছে। তার মানে ফুটবলেরও ক্ষতি হচ্ছে। যা ঠিক নয়। ফুটবল ও ফুটবলারদের কথা ভাবতে হবে। ইতিমধ্যেই আমার কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে কথাও হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কাছেও ক্লাবকর্তারা চিঠি পাঠিয়েছেন। তাই এই জট কাটাতে যতদূর যেতে হবে, যাব।' বৈঠক শেষে আশাবাদী ইস্ট---মোহন সব পক্ষই। এবার দেখার, আই লিগ—আইএসএল দ্বন্দ্বের জল কোন দিকে গড়ায়।

TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
Suryamaninagar– 799022
Tripura (W)

No.F.TU/FIN(376)/(P)/2018-19 **Date : 09/7/2019**

NOTICE INVITING QUOTATIONS

On behalf of Tripura University, sealed quotations are hereby invited from the bonafide dealers/suppliers/manufacturers for supply of different equipment(s) for NMHS funded Project in the Department of Chemical & Polymer Engineering, Tripura University. Details of same is available in the website: www.tripurauniv.in.

[Sri Pranay Pal]
Assistant Registrar
(Finance)

To, Sri Raja Dey, LDC
Reference :- Case No 43/INQ/CDUPWD/2019
Sri Raja Dey, LDC
Sir,
WHEREAS an inquiry under Rules-14 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules,1965 in being held against you and therefore, you are hereby requested **to** appear before this inquiring Authority on **01-08-2019** at 11.00 am in connection with the inquiry into the charges framed against you under reference.
The date has been fixed for :-
1.Preliminary statement.(of AO)
2.Inspection of the records as mentioned in Annexure-III.
3.Supply of the list of addl. documents.
4.Discussion of the relevanc y of addl. documents.
5.Inspection of the addl. documents considered relevant.
6.Prosecution witness.
7.Defence statement and submission of a list of Defence Witness, if any.
8.Defence Witness.(AO Self)
9.Examination under Sub-Rule-18 of Rule-14 of the CCS(CC&A) Rules,1965.
10.Argument.(By AO)
Please note EX-PARTE decision will be taken in case of default of either party.

Inquiring Authority
ICA/D/509/19-20

CMYK

শুক্রবার আগরতলায় উল্টো রথে অংশ নিলেন পূণার্থীরা। ছবি- নিজস্ব।

কলকাতা বিমানবন্দরে কর্মীর মৃত্যুর তদন্ত করবে ডিজিসিএ

কলকাতা, ১২ জুলাই (হি.স): কলকাতা বিমানবন্দরে স্পাইসজেট কর্মীর মৃত্যুর বিস্তারিত তদন্ত করবে ডিজিসিএ। গাফিলতি প্রমাণ হলে উপযুক্ত ব্যবস্থাও নেওয়া হবে। জানিয়ে দিল অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক। দুর্ঘটনায় নিহত ওই কর্মীর পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্পাইসজেট। বুধবার ভোর রাতে কলকাতার নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমান পরীক্ষা করার সময় আচমকাই হাইড্রলিক দরজায় মাথা আটকে যায় স্পাইসজেটের টেকনিশিয়ান বছর ছাব্বিশের রোহিত বীরেন্দ্র পান্ডের। দীর্ঘক্ষণ ওই অবস্থায় আটকে থাকেন তিনি। তাতেই মৃত্যু হয় তাঁর। যেখান থেকে বিমানের চাকা উড়ানের পর ঢুকে যায় বা অবতরণের সময় যে দরজা খুলে চাকা বেরিয়ে আসে, সেটাই বিমানের ল্যান্ডিং গিয়ারের দরজা। সেখানেই আটকে যায় বীরেন্দ্র পান্ডে। বৃষ্টি বা মেঘলা আবহাওয়ার কারণে যাতে কোনও রকম দুর্ঘটনা না ঘটে, সে জন্য ডিজিসিএ-এর নির্দেশে সব বিমান সংস্থাগুলোই মঙ্গলবার থেকে বিমানের প্রযুক্তিগত নিরাপত্তার দিকটি খতিয়ে দেখতে শুরু করে। সেই কারণেই স্পাইসজেট বিমান বোয়িং ৭৩৭-এর প্রধান ল্যান্ডিং গিয়ারের দরজা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ব্যস্ত ছিলেন টেকনিশিয়ান রোহিত পান্ডে। তখনই ঘটে বিপত্তি। পরে দমকল কর্মীদের সহায়তায় স্পাইসজেটের ওই টেকনিশিয়ানের দেহ উদ্ধার করা হয়। চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বিমা নীতি অনুসারে, নিহত কর্মী রোহিত বীরেন্দ্রর পরিবারকে এককালীন ৩০ লক্ষ টাকা ও প্রতি মাসে ২৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। রোহিতের ৪৬ বছর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেক মাসে তাঁর পরিবারকে টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্পাইসজেট। পাশাপাশি, তাঁর দুই বোনের পড়াশোনার খরচও বহন করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

শুভক্ষণে পৌঁছাতে দেরিতে ছেড়েছে ট্রেন - এস পি ভেলুমানি

চেন্নাই, ১২ জুলাই (হি. স.) : তামিলনাড়ুর ভেলোর জেলার জোলারপেত স্টেশন থেকে ট্রেনের ওয়াগনে করে জল নিয়ে আসা হল চেন্নাইতে। প্রায় ২৫ লক্ষ লিটার জল নিয়ে শুক্রবার বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ চেন্নাইয়ের ভিল্লিভাক্কাম রেলওয়ে ইয়ার্ডে পৌঁছায় প্রথম ট্রেন। ভিল্লিভাক্কাম স্টেশনে এদিন উপস্থিত ছিলেন তামিলনাড়ুর মন্ত্রী ডি জয়কুমার এবং এস পি ভেলুমানি।

দীর্ঘদিন ধরে জলকষ্টে ভুগতে থাকা চেন্নাইয়ে জলের সমস্যা মেটাতে অবশেষে ভেলোর থেকে ওয়াগনে করে জল পৌঁছানোর কথা ঘোষণা করেছে তামিলনাড়ুর রাজ্য সরকার। এদিন সকালেই জোলারপেত রেলওয়ে স্টেশন থেকে জল নিয়ে এই বিশেষ ট্রেন চেন্নাইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। সাউদার্ন রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ট্রেনটির প্রতিটি ওয়াগনে ৫০,০০০ লিটার রয়েছে। এস পি ভেলুমানি জানান, '৫০টি ওয়াগনে করে ২.৫ এমএলডি জল আনা হয়েছে। কিলপাক্কাম জলাধারে ওই জল নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেখান থেকে পুরো শহরে জল সরবরাহ করা হবে।'

এদিন এই প্রথম ট্রেন ছাড়তে বিলম্ব হওয়ার প্রসঙ্গে ভেলুমানি বলেছেন, 'প্রতিটি কাজেরই একটি শুভক্ষণ হয়। আমাদের দুপুর দুটো থেকে তিনটের মধ্যে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছিল। এই শুভক্ষণের জন্যই ট্রেনটি দেরিতে এসেছে।' বর্তমানে প্রতিদিন ৫২৫ মিলিয়ন লিটার করে জল সরবরাহ করা হচ্ছে চেন্নাইতে। এই প্রকল্পের জন্য সরকারিভাবে ৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

রঘুনাথগঞ্জে সিমেন্ট কারখানায় শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

মুর্শিদাবাদ, ১২ জুলাই (হি. স.) : মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ থানা এলাকায় সোনার বাংলা সিমেন্ট কারখানায় এক শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।মৃত ব্যক্তির নাম সুমন শ্রীবাস্তব। শুক্রবার সকালে কারখানার অন্য শ্রমিকরা সুমন শ্রীবাস্তবের মৃতদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ। জানা গেছে, সুমন শ্রীবাস্তব বিহারের মোতিহারী জেলার বাসিন্দা ছিলেন ও সোনার বাংলা সিমেন্ট কারখানায় শ্রমিকের কাজ করছিলেন। শুক্রবার সকালে কারখানার অন্য শ্রমিকের তার মৃতদেহ পরে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয়। ঘটনার খবর পেয়ে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।শ্রমিকের মৃত্যু কিভাবে হল তা নিয়ে ধোঁয়াসা রয়েছে। ময়নাতদন্তের রির্পোট পেলে মৃত্যুর সঠিক কারন জানা যাবে। শ্রমিকের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে কর্মরত অন্য শ্রমিকের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় তারা মৃত শ্রমিকরে পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি তোলে। এই ঘটনায় সোনার বাংলা সিমেন্ট ফ্যাকটারির তরফ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি মামলা ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টে জামিন পেলেন লালু প্রসাদ যাদব

রাঁচি, ১২ জুলাই (হি.স.): অবশেষে স্বস্তি! দেওঘর কোষাগার পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি মামলায় ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টে জামিন পেলেন বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)-এর সুপ্রিমো লালু প্রসাদ যাদবউ শুক্রবার দেওঘর কোষাগার পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি মামলায় লালুর জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেছে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টউ ৫০ হাজার টাকার মুচলেকা দিয়ে লালুকে জামিন প্রদান করেছে ঝাড়খন্ড হাইকোর্ট। এছাড়াও পাসপোর্ট জমা রাখতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পশুখাদ্য কেলেঙ্কারির দেওঘর ট্রেজারি-সহ চারটি মামলাতেই দোষীসাব্যস্ত লালুউ বর্তমানে চিকিতাজনিত কারণে রাঁচির রাজেন্দ্র ইন্সটিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (আরআইএমএস)-এ ভর্তি রয়েছেন লালু।

গত ১৩ জুন ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টে ছয়ের পাতায় দেখুন

জীর্ণ অবস্থা, সাময়িকের জন্য যাতায়াত বন্ধ লক্ষ্মণ ঝুলায়

দেহরাদূন, ১২ জুলাই (হি.স.): হরিদ্বার পেরোলেই একে একে হৃষিকেশ, রাম ঝুলা, লক্ষ্মণ ঝুলার দেখা পাওয়া যায়উ হৃষিকেশ থেকে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার (উত্তর-পূর্বে) দূরে লক্ষ্মণ ঝুলা-গঙ্গার উপরে ঝুলন্ত সেতুউ রাবণ বধ করার জন্য রামচন্দ্র যখন গঙ্গার তীরে তপস্যা করছিলেন, তখন লক্ষ্মণ নাকি পায়ে হেঁটে সেই সেতু অতিক্রম করেছিলেনউ লোহার 'রুজ্জু' এবং কংক্রিটের স্তম্ভে তৈরি লক্ষ্মণ ঝুলা-র কাজ সম্পন্ন হয়েছিল ১৯২৯ সালেউ এই লক্ষ্মণ ঝুলায় সাময়িকের জন্য সাধারণ মানুষের চলাচল বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসনউ শুক্রবার থেকেই যাতায়ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ছয়ের পাতায় দেখুন

অমরনাথের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন ৫,৩৯৫ জন তীর্থযাত্রী, এযাবতদর্শন ১.৪৪ লক্ষেরও বেশি পুন্যার্থীর

জম্মু, ১২ জুলাই (হি.স.): জম্মু-র ভগবতী নগর যাত্রী নিবাস থেকে কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে বালতাল (অনন্তনাগ জেলা) এবং পহেলগাঁও (গান্ডেরবাল জেলা) বেসক্যাম্পের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন অনন্তপক্ষে ৫,৩৯৫ জন তীর্থযাত্রীউ গত ৩০ জুন থেকে শুরু হয়েছে বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা, বিগত ১১ দিনে ১.৪৪ লক্ষেরও বেশি তীর্থযাত্রী অমরনাথ দর্শন করেছেনউ শুক্রবার ভোররাতে অমরনাথ দর্শনের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন আরও ৫,৩৯৫ জন তীর্থযাত্রী। প্রশাসন সূত্রের খবর, কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে শুক্রবার ভোররাত ৩.৩০ মিনিট নাগাদ জম্মু-র ভগবতী নগর যাত্রী নিবাস থেকে ২০৭টি গাড়িতে চেপে বালতাল এবং পহেলগাঁও বেসক্যাম্পের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন ৫,৩৯৫ জন তীর্থযাত্রীউ ৫,৩৯৫ জন তীর্থযাত্রীদের মধ্যে ৪,১২৯ জন পুরুষ, ১,১১৫ জন মহিলা, ২৯টি শিশু ও ১২২ জন সাধু-সন্ন্যাসী ছিলেন।

টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ, জলমগ্ন একাধিক এলাকা

শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই (হি. স.) : লাগাতার বৃষ্টির জেরে ভয়াবহ পরিস্থিতি গোটা উত্তরবঙ্গ জুড়ে। যার ফলে জীবন যাপনে ব্যাঘাত ঘটছে শহরবাসীর। শিলিগুড়ির একাধিক এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। কিছু কিছু জায়গায় বাসিন্দাদের ঘরের ভেতরে জল ঢুকে যাওয়ায় তাদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। লাগাতার বৃষ্টির জেরে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হল জলপাইগুড়ির মাল ব্লকের চাঁপাডাঙ্গায়। বাসুসুবা, মাস্টার পড়া, কেরানি পাড়া, মৌয়ামারির চরে প্রায় সাতশো পরিবার জলবন্দি হয়ে পড়েছে। এদিকে আগামী ২৪ ঘন্টায় উত্তরবঙ্গ জুড়ে আরও ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর হাওয়া অফিস। ফলে উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারে বলে মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা। অন্যদিকে লাগাতার বৃষ্টিপাতে রীতিমত ফুঁসছে তিস্তা, লাটাগুড়ি, মৌলানি ও দোমহানি ২ গ্রামপাঞ্চায়েতের একাধিক নদী।। আর যার জেরে লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সংরক্ষিত এলাকাগুলিতে হলুদ অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। একইসঙ্গে, জলঢাকা অসংরক্ষিত এলাকাতেও হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সবাইকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।ভাঙন শুরু হয়েছে লাটাগুড়ি উত্তর ঝাড় মাটিয়ালি, মৌলানি দক্ষিণঝাড় মাটিয়ালি, ও দোমহানি ২ গ্রামপাঞ্চায়েতের কুমারপাড়া এলাকায়। জানা গিয়েছে, তিস্তা ব্যারেজ থেকে শুক্রবার সকালে ৩৫৮৬.৯০ কিউমেক জল ছাড়ায় জলস্তর বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে সেচ দফতর।

অমরনাথ যাত্রাপথে মৃত্যু ২ তীর্থযাত্রীর

শ্রীনগর, ১২ জুলাই (হি. স.) : পবিত্র অমরনাথ তীর্থযাত্রায় এসে কাশ্মীরি হিমালয়ের কোলেই মৃত্যুবরণ করলেন দুই তীর্থযাত্রী। এদের মধ্যে একজন গুজরাটের অধিবাসী শ্রীকান্ত ডোশি (৬৫) এবং অপরজন ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা শেশী কুমার ভূষণ (৫৫)। দুজনেরই মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে এখনই স্পষ্ট করে কিছু বলা যাচ্ছে না।

অমরনাথ শ্রাইন বোর্ড সূত্রের খবর, শেষনাগ ট্র্যাকে পহেলগাওঁ গুহার কাছে অমরনাথের শিবলিঙ্গ দর্শনের আগেই মৃত্যু হয়েছে গুজরাট থেকে আসা শ্রীকান্ত ডোশি (৬৫)-র। অপরদিকে, বরফের স্ট্যালগমাইট বা অমরনাথের শিবলিঙ্গ দর্শনের পর ফেরার পথে বিশ্রাম নেওয়ার সময় ঘুমের মধ্যেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন ঝাড়খণ্ডের শেশী কুমার ভূষণ (৫৫)। তবে, দুজনেরই মৃত্যুর কারণ এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।

উমাকান্ত একাডেমীর ইংরেজী মাধ্যম স্কুলে বনমহোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই ।। উমাকান্ত একাডেমী ইংরেজী মাধ্যম বিদালয়ে শুক্রবার বনমহোৎসব পালন করা হয়। এ উলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিধায়ক আশীস কুমার সাহা, প্রবীণ সাংবাদিক সুবল কুমার দে, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। বনমহোৎসবের উদ্বোধন করে বিধায়ক আশীস কুমার সাহা বলেন, বিশ্বজুরে উষ্ণায়ন মারাত্মক আকার ধারণ করতে শুরু করেছে। উষ্ণায়নের কবল থেকে রক্ষা পেতে বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে হলে বন সংরক্ষন ও বন সৃজন খুবই জরুরী। বনমহোৎসব হল বন সৃজনের আহ্বান জানানোর উৎসব। এই উৎকদ্দরসবে ছাত্রছাত্রীসহ সমাজ সচেতন জনগন সামিল হন। উমাকান্ত ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়ও বন মহোৎসবে সামিল হয়ে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার বার্তাই দিতে চাইছে। এধরনের উদ্যোগকে আরও প্রসারিত করতে আহ্বান জানিয়েছেন বিধায়ক আশীস কুমার সাহা। বৃক্ষরোপনের মধ্য দিয়েই পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব বলে উল্লেখ করেন তিনি। তিনি বলেন, শুধু গাছ লাগালেই চলবে না। গাছকে রক্ষনাবেক্ষন ও সংরক্ষনের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ভিবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটি সুন্দর ও নির্মল পরিবেশ উপহার দিতে বনসৃজনের বিকল্প আর কিছুই নেই বলেও তিনি উল্লেখ করেন। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও সমাজ সচেতন নাগরিকদের বৃক্ষরোপনে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন বিধায়ক আশীস কুমার সাহা। বনমহোৎসবকে কেন্দ্র করে পড়ুয়াদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়।

প্রাতঃরাশে বিজেপির মহিলা সাংসদদের সঙ্গে বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই (হি. স.) : শুক্রবারের প্রাতরাশে বিজেপির মহিলা সাংসদদের সঙ্গে নয়াদিল্লিতে বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই নিয়ে বিজেপির নির্ধারিত প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাংসদদের ধারাবাহিক বৈঠকের পঞ্চম বৈঠক সারলেন নরেন্দ্র মোদী। সংসদের উভয় কক্ষের সদস্যরা যাতে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যেই এই সাত দফার বৈঠকের পরিকল্পনা করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। দফায় দফায় সাতটি দলে সাংসদরা দেখা করতে পারবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে। ইতিমধ্যেই সংসদের এসসি, এসটি এবং ওবিসি শ্রেণীর সাংসদদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন পঞ্চম দফার বৈঠকে মহিলা সাংসদদের সঙ্গে বৈঠক করলেন তিনি। সংসদের বিভিন্ন ইস্যুতে আলোচনা এবং প্রধানমন্ত্রীর উপদেশ ও সহযোগিতার উদ্দেশ্যেই এই বিশেষ বৈঠক।

খার্চি উৎসবে ব্যাপক হারে পূণ্যার্থী সমাগম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই ।। মহারাজ ত্রিলোচন বাজার আমল থেকে রাজ্য খার্চি পূজার প্রচলন শুরু হয়। ত্রিলোচন রাজা সে সময়ে ছিলেন কুমার। চন্তাইয়ের চরণ ধুইয়ে দিয়ে কুমার রাজা খার্চি পূজার সূচনা করেন। শান্তিকালী আশ্রম সেই প্রাচীন ধর্মীয় রীতি ও ঐতিহ্য বজায় রেখে চলেছে। শুক্রবার শান্তিকামী আশ্রমের পক্ষ থেকে চন্তাইয়ের চরন ধুইয়ে দিয়ে খার্চি পূজা করা হয়। শুধু তাই নয়, শুধু কুমাররা আজকের এইদিনে পূজার সামগ্রী উপজাতিদের ইস্টিদেবতা। ত্রিপুরার মহারাজ ত্রিলোচন রাজার আমল থেকেই ত্রিপুরায় খার্চি পূজার প্রচলন শুরু হয়। ইস্ট দেবতা খার্চির পূজার্চ্চনা করেই ত্রিপুরা রাজারা খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। শতশত বছর পরও এই রাজ্যে উপজাতিদের ইস্টদেবতা হিসেবেই খার্চি দেবতা পূজিত হচ্ছেন। উপজাতি ধর্মপ্রাণ মানুষের বিশ্বাস চৌদ্দদেবতাকে সন্তোষ্ট করতে পারলে মনোবাসনা পূর্ণ হবে। সংসার জীবন ও জগৎ সংসারে সুখ ও সমৃদ্ধি বইবে। সেই আত্মবিশ্বাস নিয়েই সনাতন ধর্মাবলম্বী উপজাতি অংশের মানু ইস্টদেবতার আরাধনায় মেতে উঠেছেন। শান্তিকালীবাড়ি আশ্রমের পক্ষ থেকেও যথাযোগ্য মর্যাদায় চৌদ্দ দেবতার পূজা করা হয়। ত্রিপুরার মহারাজার রীতিনীতি মেনে শান্তিকালীবাড়ি আশ্রমের পক্ষ থেকে চন্তাইয়ের চরন ধুইয়ে দেওয়া হয়। কেননা, চন্তাই ৭দিন ধরে চৌদ্দদেবতার পূজার্চ্চনা করেন। চৌদ্দদেবতা বাড়িতে খার্চি মেলা ও উৎসবে জাতি উপজাতি সকল অংশের জনগনকে সামিল হতে আহ্বান জানানো হয়েছে।

পুরানো হাবেলীতে খার্চি মেলা ও উৎসব শুক্রবার তৃতীয়দিন অতিক্রম করেছে। প্রাকৃতিক দুর্গোগ উপেক্ষা করে অসংখ্য মানুষ মেলা প্রাঙ্গনে আনন্দ উল্লাসে সমানভাগে ভাগ করে নিয়েছেন। গত ১০ জুলাই থেকে শুরু হওয়া খার্চি মেলা ও উৎসব চলবে সপ্তাহব্যপী।

রাধানগর হিন্দী স্কুল সংলগ্ন এলাকায় রাস্তার বেহাল অবস্থা, দুর্ভোগ চরমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই ।। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার রাধানগর হিন্দি স্কুল ও আবাসন এলাকার রাস্তাটি চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। দীর্ঘদিন ধরে সমস্যায় পড়েছেন এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াতকারী জনগন ও ছাত্রছাত্রীরা। রাস্তাটি আগরতলা শহর এলাকায় রাধানগরে হিন্দিস্কুল সংলগ্ন রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরেই মরন ফাঁদে পরিণত হয়ে রয়েছে। বর্ষামরশুমে এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করা যাচ্ছে না। অথচ এই রাস্তা দিয়েই হিন্দী স্কুলের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা এবং স্থানীয় লোকজনদের যাতায়াত করতে হয়। এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করে ছোট যানবাহনও। রাস্তাটির সংস্কার করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। জল কাদায় রাস্তা দিয়ে চলাচল রীতিমতো ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রশাসনের লোকজনরা এবিষয়ে অবগত থাকার পরও জরুরী ভিত্তিতে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না বলে স্থানীয় মানুষের অভিযোগ। তাতে ক্ষোভে ফুঁসছেন এ এলাকার মানুষ। রাস্তাটি দিয়ে চলাচলকারী এক গাড়ি চালক জানান, রাস্তাটি খারাপ হওয়ায় গাড়ি নিয়ে যাতায়াত করা খুবই কষ্টকর। অবিলম্বে রাস্তাটির সংস্কার করার জন্য দাবি জানিয়েছে গাড়ি চালকও। অবিলম্বে রাধানগরের হিন্দি স্কুল সংলগ্ন রাস্তাটি সংস্কার করা না হলে স্থানীয়রা আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

কলকাতা পুরসভার তিন আধিকারিককে জিজ্ঞাসাবাদ করল সিবিআই

কলকাতা, ১২ জুলাই (হি.স): নারদকাণ্ডের তদন্তে শোভন চট্টোপাধ্যায়ের প্রাক্তন ওএসডি, কলকাতা পুরসভার দুই আধিকারিককেকে তলব করল সিবিআই। শুক্রবার কলকাতা পুরসভার তিন আধিকারিককে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই। এই তিন আধিকারিকের মধ্যে রয়েছেন কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়ের প্রাক্তন ওএসডি অম্লান লাহিড়ি। পাশাপাশি এদিন নিজাম প্যালেসের সিবিআই দফতরে আরও দু'জন আধিকারিক দীনদয়াল সিং ও প্রিয়জিৎ ঘোষকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার অফিসাররা।

এদিকে নারদ মামলায় সিবিআই আবার চিঠি পাঠাল কলকাতার পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে। পুরসভা সংক্রান্ত একাধিক তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছে তাঁর কাছে। সিবিআইয়ের তরফ থেকে ওই চিঠি দেওয়া হয়েছে। ওই চিঠিতে জানতে চাওয়া হয়েছে, ২০১৪ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত পুরসভার ভিআইপি করিডরে কারা দায়িত্বে থাকতেন। পাশাপাশি নির্দেশ দেওয়া হয়, ৪ জনকে অবিলম্বে সিবিআই দফতরে হাজিরা দিতে হবে। নারদা মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আজ তিন জন সিবিআই দফতরে হাজিরা দেন।

কলকাতার মেয়র থাকাকালীন নারদকর্তা ম্যাথু স্যামুয়েলের থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগ ওঠে শোভন চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। সেই তদন্তে ইতিমধ্যেই শোভন চট্টোপাধ্যায়কে জেরা করেছে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা। জেরা করা হয়েছে শোভনের স্ত্রী রত্না চট্টোপাধ্যায় ও বিশেষ বান্ধবী বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। শোভন আঙুল তুলেছিলেন তাঁর স্ত্রী রত্নার দিকে। শোভন পত্নীকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী সাধন পান্ডের কন্যা শ্রেয়া পান্ডের নাম উঠে এসেছিল। এবার সেই মামলায় জেরা করা হল কলকাতা পুরসভার তিন আধিকারিককে। কয়েকদিন আগেই ওই আধিকারদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে চেয়ে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে চিঠি পাঠায় সিবিআই। সেখানেই বলা হয়েছিল শোভন চট্টোপাধ্যায় মেয়র থাকাকালীন যাঁরা ভিআইপি করিডরে ডিউটি করেছেন, তাঁদের কাছ থেকে নারদ তদন্তে সহযোগিতা চায় সিবিআই। মূলত প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবেই পুর আধিকারিকদের তলব ও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

সিবিআই সূত্রের খবর, নারদ টিভির ভিডিও ফুটেজ অনুযায়ী ভিআইপি করিডর হয়েই পুরসভায় মেয়রের চেম্বারে যান ম্যাথু স্যামুয়েল। সেদিন ঠিক কী কী হয়েছিল, কারা কারা ম্যাথুর সঙ্গে ছিলেন এসব নিয়েই তিন আধিকারিককে জেরা করে সিবিআই। ম্যাথু স্যামুয়েল যেই সময়ে পুরসভায় গিয়েছিলেন সেই সময়ের কোনও সিসিটিভি ফুটেজ পাওয়া যায়নি। তাই প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ নিতেই সিবিআই জেরা করেন আধিকারিকদের। সেই সময়ে মেয়রের সঙ্গে কে কে ছিলেন তার ভিডিও নারদ ফুটেজে না থাকলেও কণ্ঠস্বর ছিল। সেগুলি কাদের কণ্ঠস্বর তাও আধিকরিকদের সঙ্গে কথা বলে যাচাই করা হয় বলে সিবিআই সুত্রে জানা গেছে। কণ্ঠস্বর শুনে ওই ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার প্রক্রিয়াও এদিন করা হয়।

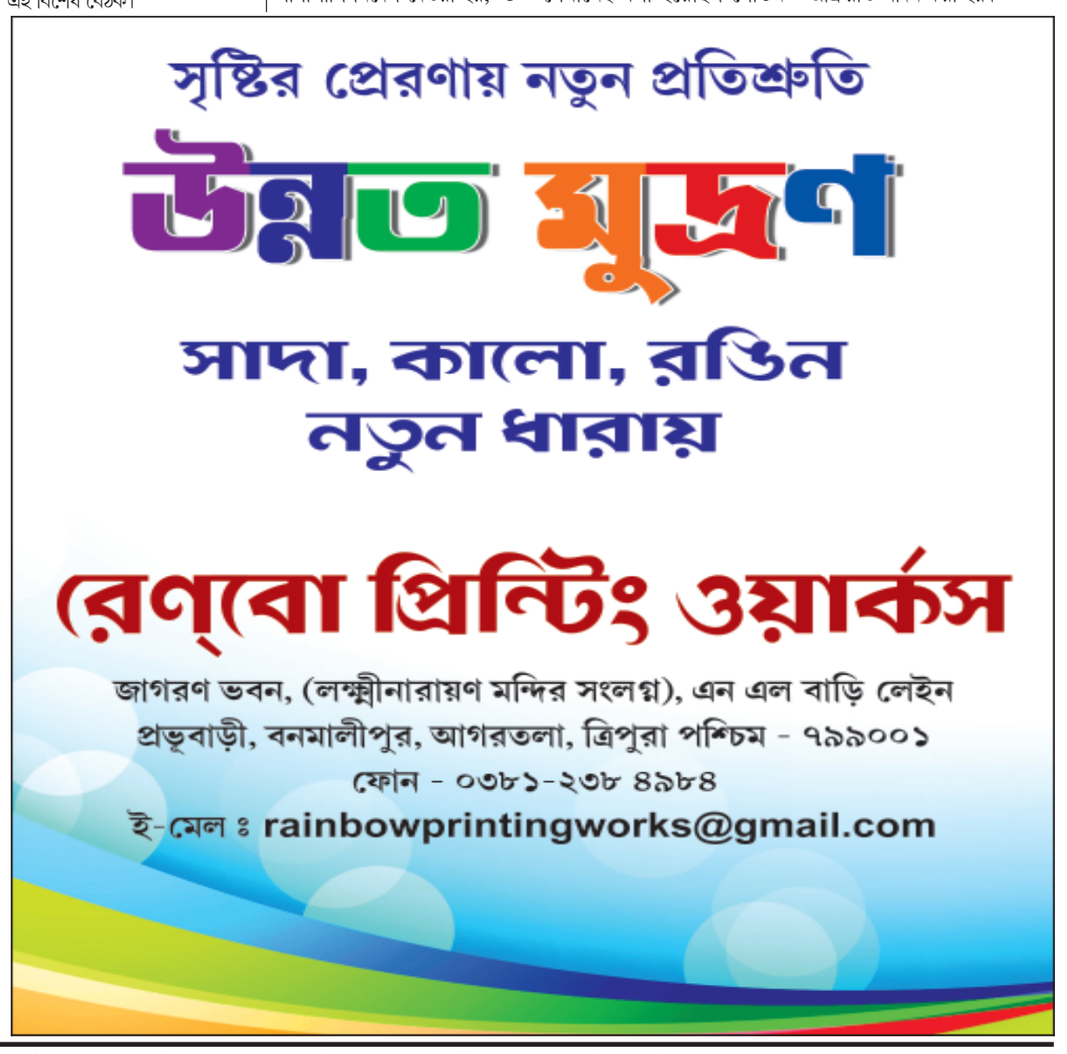

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।